

بُخَارِي

বুখারী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

islamicdoor.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওহীর সূচনা অধ্যায়	
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল	৩
ঈমান অধ্যায়	
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি	১৫
ঈমানের বিষয়সমূহ	১৭
প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে	১৭
ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম	১৮
খাবার খাওয়ানো ইসলামী গুণ	১৮
নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ঈমানের অংশ	১৯
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ	১৯
ঈমানের স্বাদ	১৯
আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ	২০
পরিচ্ছেদ	২০
ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ	২১
নবী করীম (সা)-এর বাণীঃ ‘আমি তোমাদের তুলনায় আব্দুল্লাহ পাক সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী’	২১
কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপসন্দ করা ঈমানের অংশ	২২
আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ	২২
লজ্জা ঈমানের অংশ	২৩
যারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়	২৩
যে বলে, ‘ঈমান আমলেরই নাম’	২৪
ইসলাম গ্রহণ যদি খাঁটি না হয়	২৫
সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত	২৬
স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা	২৬
পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব	২৭
যুলুমের প্রকারভেদ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুনাফিকের আলামত	২৯
লায়লাতুল কদরে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	২৯
জিহাদ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৩০
রমযানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংগ	৩০
সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন ঈমানের অংগ	৩১
দীন সহজ	৩১
সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৩১
উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ	৩৩
আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়	৩৩
ঈমানের বাড়া-কমা	৩৪
যাকাত ইসলামের অঙ্গ	৩৫
জানায়ার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ	৩৬
অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা	৩৭
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঈমান, ইসলাম	৩৮
পরিচ্ছেদ	৩৯
দীন রক্ষাকারীর ফযীলত	৩৯
গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৪০
আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী	৪১
নবী করীম (সা)-এর বাণী, 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর রেযামন্দীর জন্য,	
তঁার রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য	৪৩

ইলম অধ্যায়

'ইল্মের ফযীলত	৪৭
আলোচনায় মশগুল অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা.....	৪৭
উচ্চস্বরে 'ইল্মের আলোচনা	৪৮
মুহাদ্দিসের উক্তি : হাদ্দাসানা, আখবারানা ও আশ্বা'আনা	৪৯
শাগরিদদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উস্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা	৪৯
হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা	৫০
শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম কর্তৃক 'ইল্মের কথা লিখে	
বিভিন্ন দেশে প্রেরণ	৫৩
মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফাঁক দেখে সেখানে বসা	৫৪
নবী করীম (সা)-এর বাণী, 'যাদের কাছে হাদীস পৌছানো হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন	
আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারীর) চাইতে বেশী মুখস্থ রাখতে পারে	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী	৫৬
রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়ায-নসীহতে, ইলম শিক্ষাদানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে	৫৭
ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা	৫৭
আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন	৫৮
ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন	৫৮
ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ	৫৯
সমুদ্রে খিযর (আ)-এর কাছে মূসা (আ)-এর যাওয়া	৫৯
নবী (সা)-এর উক্তি : হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন	৬১
বালকদের কোন্ বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়	৬১
ইলম হাসিলের জন্য বের হওয়া	৬১
ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফযীলত	৬৩
ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার	৬৪
ইলমের ফযীলত	৬৪
প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া	৬৫
হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান	৬৫
আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফায়ত করা এবং পরবর্তীদেরকে তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী (সা)-এর উৎসাহ দান	৬৭
উদ্ধৃত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া	৬৮
পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা	৬৯
অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়ায-নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা	৬৯
ইমাম অথবা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা	৭১
ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিন বার বলা	৭১
আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান	৭২
আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া	৭৩
হাদীসের প্রতি আগ্রহ	৭৩
কিভাবে 'ইলম তুলে নেয়া হবে	৭৪
ইলম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায়	৭৫
কোন কথা শুনে না বুঝলে জানার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা	৭৬
উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইলম পৌছে দেবে	৭৬
নবী করীম (সা)-এর উপর মিথ্যারোপ করার গুনাহ	৭৭
ইলম লিপিবদ্ধ করা	৭৯
রাতে ইলম শিক্ষাদান এবং ওয়ায-নসীহত করা	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাতে ইলমের আলোচনা করা	৮১
ইলম মুখস্থ করা	৮২
আলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চুপ করানো	৮৩
আলিমের জন্য মুস্তাহাব এই যে, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় : সবচাইতে জ্ঞানী কে?	
তখন তিনি ইহা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবেন	৮৪
আলিমের বসা থাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা	৮৭
কংকর মারার সময় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা	৮৭
আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'তোমাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই'	৮৮
কোন কোন মুস্তাহাব কাজ এই আশঙ্কায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে ভুল বুঝতে পারে	
এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে	৮৮
বুঝতে না পারার আশংকায় ইলম শিক্ষায় কোন এক কণ্ডম বাদ দিয়ে আর এক কণ্ডম বেছে নেওয়া	৮৯
ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা	৯০
নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা	৯১
মসজিদে ইলম ও মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা করা	৯১
প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাইতে বেশী উত্তর দেওয়া	৯২

উযু অধ্যায়

উযুর বর্ণনা	৯৫
পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না	৯৫
উযুর ফযীলত এবং উযুর প্রভাবে যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে	৯৬
সন্দেহের কারণে উযু করতে হয় না, যতক্ষণ না (উযু ভঙ্গের) নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে	৯৬
হালকাভাবে উযু করা	৯৭
পূর্ণরূপে উযু করা	৯৮
এক আঁজলা পানি দিয়ে দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া	৯৮
সর্বাবস্থায়, এমনকি সহবাসের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা	৯৯
শৌচাগারে সময় কী বলতে হয়	৯৯
শৌচাচারের কাছে পানি রাখা	১০০
মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন	
কোন আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা	১০০
দুই ইটের উপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করা	১০০
মহিলাদের বাইরে যাওয়া	১০১
ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করা	১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পানি দ্বারা ইসতিনজা করা	১০২
পবিত্রতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি নিয়ে যাওয়া	১০৩
ইসতিনজার জন্য পানির সাথে লাঠি নিয়ে যাওয়া	১০৩
ডান হাতে ইসতিনজা করার নিষেধাজ্ঞা	১০৩
প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না	১০৪
পাথর দিয়ে ইসতিনজা করা	১০৪
গোবর দিয়ে ইসতিনজা না করা	১০৪
উযুতে একবার করে ধোয়া	১০৫
উযুতে দু'বার করে ধোয়া	১০৫
উযুতে তিনবার করে ধোয়া	১০৫
উযুর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা	১০৬
(ইসতিনজার জন্য) বেজোড় সংখ্যক টিলা-কুলুখ ব্যবহার করা	১০৭
দু' পা ধোয়া এবং মসেহ না করা	১০৭
উযুতে কুলি করা	১০৮
পায়ের গোড়ালী ধোয়া	১০৮
চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা ধোয়া কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা	১০৯
উযু এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা	১১০
সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উযুর পানি তালাশ করা	১১০
যে পানি দিয়ে মানুষের চুল ধোয়া হয়	১১১
কুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে	১১২
সম্মুখ এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য কারণে যিনি উযুর	
প্রয়োজন মনে করেন না	১১৩
শ্রদ্ধেয় জনকে কোন ব্যক্তির উযু করিয়ে দেওয়া	১১৫
বিনা উযুতে কুরআন প্রভৃতি পাঠ করা	১১৬
পূর্ণ বেহুশী ছাড়া উযু না করা	১১৭
পূর্ণ মাথা মসেহ করা	১১৮
উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া	১১৯
মানুষের উযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা	১১৯
পরিচ্ছেদ	১২০
এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া	১২১
একবার মাথা মসেহ করা	১২১
নিজ স্ত্রীর সাথে উযু করা এবং স্ত্রীর উযুর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা)	১২২
বেহুশ লোকের ওপর নবী (সা)-এর উযুর পানি ছিটিয়ে দেওয়া	১২২
গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উযু-গোসল করা	১২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
গামলা থেকে উযু করা	১২৪
এক মুদ (পানি) দিয়ে উযু করা	১২৫
উভয় মোজার ওপর মসেহ করা	১২৫
পবিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) প্রবেশ করানো	১২৬
বকরীর গোশত এবং ছাতু খেয়ে উযু না করা	১২৭
ছাতু খেয়ে উযু না করে কেবল কুলি করা	১২৭
দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে	১২৮
ঘুমের পরে উযু করা এবং দু' একবার ঝিমালে কিংবা মাথা ঝুঁকে পড়লে উযু না করা	১২৮
হাদস ছাড়া উযু করা	১২৯
পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কবীরা শুনাহ	১২৯
পেশাব ধোয়া সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে	১৩০
পরিচ্ছেদ	১৩০
এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী (সা) এবং অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া	১৩১
মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া	১৩১
শিশুদের পেশাব	১৩২
দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা	১৩২
সঙ্গীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা	১৩৩
মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা	১৩৩
রক্ত ধুয়ে ফেলা	১৩৪
বীর্য ধোয়া এবং ঘষে ফেলা এবং স্ত্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা ধুয়ে ফেলা	১৩৪
জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়	১৩৫
উট, চতুষ্পদ জন্তু ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খোয়াড় প্রসঙ্গে	১৩৫
ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়া	১৩৭
স্থির পানিতে পেশাব করা	১৩৭
মুসল্লীর পিঠের ওপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না	১৩৮
থুথু, শ্লেষ্মা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে	১৩৯
নাবীয (খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক পানীয় দ্বারা উযু করা না-জায়েয	১৪০
পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত ধুয়ে ফেলা	১৪০
মিসওয়াক করা	১৪১
বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা	১৪১
উযু সহ রাতে ঘুমাবার ফযীলত	১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোসল অধ্যায়	
গোসলের পূর্বে উযু করা	১৪৬
স্বামী-স্ত্রীর একসাথে গোসল	১৪৬
এক সা' বা অনুরূপ পাত্রের পানিতে গোসল	১৪৭
মাথায় তিনবার পানি ঢালা	১৪৮
একবার পানি ঢেলে গোসল করা	১৪৮
গোসলে হিলাব বা খুশবু ব্যবহার করা	১৪৯
জানাবাতের গোসল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া	১৪৯
পরিচ্ছন্নতার জন্য মাটিতে হাত ঘষা	১৫০
যখন জানাবাত ছাড়া হাতে কোন নাপাকী না থাকে, ফরয গোসলের আগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করানো যায় কি?	১৫০
গোসলের সময় ডান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা	১৫১
গোসল ও উযুর অঙ্গ পৃথকভাবে ধোয়া	১৫২
একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার পর একবার গোসল করা	১৫২
মযী বের হলে তা ধুয়ে ফেলা ও উযু করা	১৫৩
খুশবু লাগিয়ে গোসল করার পর খুশবুর তাসির থেকে গেলে	১৫৩
চুল খিলাল করা এবং চামড়া ভিজেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাতে পানি ঢালা	১৫৪
জানাবাত অবস্থায় যে উযু করে সমস্ত শরীর ধোয় কিন্তু উযুর প্রত্যঙ্গগুলো দ্বিতীয়বার ধোয় না	১৫৪
মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্মরণ হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে, তায়াম্মুম করতে হবে না	১৫৫
জানাবাতের গোসলের পর দু'হাত ঝাড়া	১৫৬
মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা	১৫৬
নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা এবং পর্দা করে গোসল করা। পর্দা করে গোসল করাই উত্তম	১৫৬
লোকের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা	১৫৭
মহিলাদের ইহুতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে	১৫৮
জুনুবী ব্যক্তির ঘাম, নিশ্চয়ই মুসলিম অপবিত্র নয়	১৫৯
জানাবাতের সময় বের হওয়া এবং বাজার ইত্যাদিতে চলাফেরা করা	১৫৯
জুনুবী ব্যক্তির গোসলের আগে উযু করে ঘরে অবস্থান করা	১৬০
জুনুবীর নিদ্রা	১৬০
জুনুবী উযু করে ঘুমাবে	১৬০
দু' লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে	১৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রী অঙ্গ থেকে কিছু লাগলে ধুয়ে ফেলা	১৬১
হায়য অধ্যায়	
হায়যের ইতিকথা	১৬৫
হায়যের সময় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া	১৬৬
স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা	১৬৭
নিফাসকে হায়য বলা	১৬৭
হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা	১৬৭
হায়য অবস্থায় সওম ছেড়ে দেওয়া	১৬৮
হায়য অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা যায়	১৬৯
ইসতিহাযা	১৭০
হায়যের রক্ত ধুয়ে ফেলা	১৭১
মুসতাহাযার ই'তিকাফ	১৭১
হায়য অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?	১৭২
হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার	১৭২
হায়যের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ ঘষা-মাজা করা, গোসলের পদ্ধতি এবং	
মিশ্‌কযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা	১৭৩
হায়যের গোসলের বিবরণ	১৭৩
হায়যের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো	১৭৪
হায়যের গোসলে চুল খোলা	১৭৪
আল্লাহর বাণী, 'পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড' প্রসঙ্গে	১৭৫
ঋতুবতী কিভাবে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে	১৭৫
হায়য শুরু ও শেষ হওয়া	১৭৬
হায়যকালীন সালাতের কাযা নেই	১৭৭
ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে হায়যের কাপড় পরিহিত অবস্থায় একত্রে শয়ন	১৭৭
হায়যের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা	১৭৮
ঋতুবতী মহিলাদের উভয় ঈদ ও মুসলমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং	
ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা	১৭৮
একই মাসে তিন হায়য হলে। সম্ভাব্য হায়য ও গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের	
কথা গ্রহণযোগ্য	১৭৯
হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা	১৮০
ইসতিহাযার শিরা	১৮০
তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীলোকের হায়য শুরু হওয়া	১৮১
ইসতিহাযাশ্রুতা নারীর পবিত্রতা দেখা	১৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিফাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সালাতে জানাযা ও তার পদ্ধতি	১৮২
পরিচ্ছেদ	১৮২

তায়াম্মুম অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী	১৮৫
পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে	১৮৭
মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে	
তায়াম্মুম করা	১৮৭
তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দেওয়া	১৮৮
মুখমণ্ডলে ও হস্তদ্বয়ে তায়াম্মুম করা	১৮৮
পাক মাটি মুসলিমদের উযূর পানির স্থলবর্তী, পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্তে	
এটাই যথেষ্ট	১৯০
জুনুবী ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির, মৃত্যুর বা তৃষ্ণার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বোধ হলে	
তায়াম্মুম করা	১৯৩
তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা	১৯৪
পরিচ্ছেদ	১৯৫

সালাত অধ্যায়

মি'রাজে কিভাবে সালাত ফরয হলো	১৯৯
সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা	২০২
সালাতে কাঁধে তহবন্দ বাঁধা	২০৩
এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা	২০৪
কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে কিছু অংশ রাখে	২০৫
কাপড় যদি সংকীর্ণ হয়	২০৬
শামী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা	২০৭
সালাতে ও তার বাইরে বিবস্ত্র হওয়া অপসন্দনীয়	২০৭
জামা, পায়জামা, জাজিয়া ও কা'বা পরে সালাত আদায় করা	২০৮
লজ্জাস্থান ঢাকা	২০৯
চাদর গায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা	২১০
উরু সম্পর্কে বর্ণনা	২১১
মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে	২১২
কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্যে দৃষ্টি পড়া	২১৩
দুশ বা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা	২১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
রেশমী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা	২১৪
লাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা	২১৪
ছাদ, মিস্বর ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা	২১৫
মুসল্লীর কাপড় সিজদা করার সময় স্ত্রীর গায়ে লাগা	২১৬
চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা	২১৭
ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা	২১৭
বিছানায় সালাত আদায় করা	২১৮
প্রচণ্ড গরমের সময় কাপড়ের উপর সিজদা করা	২১৯
জুতা পরে সালাত আদায় করা	২১৯
মোজা পরে সালাত আদায় করা	২১৯
সিজদা পূর্ণভাবে না করলে	২২০
সিজদার বাহুমূল খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলগা রাখা	২২০
কিবলামুখী হওয়ার ফযীলত	২২১
মদীনা, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা	২২২
মহান আল্লাহর বাণী, 'মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর	২২২
যেখানেই হোক (সালাতে) কিবলামুখী হওয়া	২২৪
কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা	২২৫
মসজিদে থুথু হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা	২২৭
কাঁকর দিয়ে মসজিদ থেকে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা	২২৮
সালাতে ডানদিকে থুথু ফেলবে না	২২৮
থুথু যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে	২২৯
মসজিদে থুথু ফেলার কাফফারা	২২৯
মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা	২২৯
থুথু ফেলতে বাধ্য হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে	২৩০
সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান	২৩০
অমুক গোত্রের মসজিদ বলা যায় কি?	২৩১
মসজিদে কোন কিছু ভাগ করা ও (খেজুরের) ছড়া ঝুলানো	২৩১
মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় আর যিনি তা কবুল করেন	২৩২
মসজিদে বিচার করা ও নারী-পুরুষের মধ্যে 'লি'আন' করা	২৩৩
কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত	
আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোঁজাখুঁজি করবে না	২৩৩
ঘরে মসজিদ তৈরী করা	২৩৩
মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা	২৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা	২৩৫
ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৭
উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৭
চুল, আগুন বা এমন কোন বস্তু যার ইবাদত করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা	২৩৮
কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরুহ	২৩৮
আল্লাহর গ্যবে বিধ্বস্ত ও আযাবের স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৮
গির্জায় সালাত আদায় করা	২৩৯
পরিচ্ছেদ	২৩৯
নবী (সা)-এর উক্তি : আমার জন্য যমীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে	২৪০
মসজিদে মহিলাদের ঘুমানো	২৪১
মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো	২৪২
সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত	২৪৩
তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাকআত সালাত আদায় করে নেয়	২৪৩
মসজিদে হাদস হওয়া (উযু নষ্ট হওয়া)	২৪৪
মসজিদ নির্মাণ করা	২৪৪
মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করা	২৪৫
কাঠের মিস্বর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা	২৪৬
যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে	২৪৬
মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে	২৪৭
মসজিদ অতিক্রম করা	২৪৭
মসজিদে কবিতা পাঠ	২৪৭
বর্ষা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ	২৪৮
মসজিদের মিস্বরে ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা	২৪৮
মসজিদে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা	২৪৯
মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া এবং ন্যাকড়া আবর্জনা ও কাঠ-খড়ি কুড়ানো	২৫০
মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা	২৫০
মসজিদের জন্য খাদিম	২৫০
কয়েদী অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা	২৫১
ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা	২৫১
রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন	২৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা	২৫২
পরিচ্ছেদ	২৫৩
মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো	২৫৩
বায়তুল্লাহ শরীফে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তালা লাগানো	২৫৫
মসজিদে মুশরিকের প্রবেশ	২৫৫
মসজিদে আওয়ায উঁচু করা	২৫৫
মসজিদে হালকা বাঁধা ও বসা	২৫৭
মসজিদে চিত হয়ে শোয়া	২৫৮
লোকের অসুবিধা না হলে রাস্তায় মসজিদ বানানো বৈধ	২৫৮
বাজারের মসজিদে সালাত আদায়	২৫৯
মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো	২৫৯
মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী (সা) সালাত আদায় করেছিলেন	২৬২
ইমামের সুতরাই মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট	২৬৫
মুসল্লী ও সুতারার মাঝখানে কি পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত	২৬৬
বর্ষা সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৬
লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৭
মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা	২৬৭
স্তম্ভ সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৮
জামা'আত ব্যতীত স্তম্ভসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা	২৬৮
পরিচ্ছেদ	২৬৯
উটনী, উট, গাছ ও হাওদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা	২৭০
চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা	২৭০
সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেয়া উচিত	২৭১
মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর গুনাহ	২৭২
কারো দিকে মুখ করে সালাত আদায়	২৭২
ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায়	২৭৩
মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায়	২৭৩
কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি মত পোষণ করেন	২৭৩
সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া	২৭৪
এমন বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে ঋতুবতী মহিলা রয়েছে	২৭৪
সিজদার সুবিধার্থে নিজ জ্বীকে সিজদার সময় স্পর্শ করা	২৭৫
মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা	২৭৫

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	"
৫.	ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	"
৬.	মাওলানা রুহুল আমিন খান	"
৭.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম	"
৮.	মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আস্তার	সদস্য
৩.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম	"
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৫.	মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৬.	মাওলানা আবদুল মান্নান	"
৭.	আবদুল মুকীত চৌধুরী	সদস্য সচিব

অনুবাদকগণের তালিকা

- ১। মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ
- ২। " আবদুল জলীল
- ৩। " মোশাররফ হোসাইন
- ৪। " আবুল ফাতিহ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া
- ৫। " সিরাজুল হক
- ৬। " মুহাম্মদ ইসমাইল
- ৭। " খালিদ সাইফুল্লাহ
- ৮। " ইসহাক ফরীদী
- ৯। " আবদুর রব
- ১০। " আবু তাহের মেসবাহ
- ১১। " মাহবুবুর রহমান ডুঞা
- ১২। " রুহুল আমিন খান
- ১৩। " আবদুল মোমিন
- ১৪। " কুতুব উদ্দীন
- ১৫। " মুস্তাক আহমদ
- ১৬। " আবদুল মতিন
- ১৭। " কাজী আবু হরায়রা
- ১৮। " আবদুন নূর
- ১৯। " আবুল কালাম
- ২০। " রফিকুল্লাহ নেছরাবাদী
- ২১। " মুহাম্মদ ফারুক

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী’। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্মলাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শ জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। তিনি ‘জামে সহীহ’ নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিভাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও তা প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর।

হাদীস শরীফ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এ মৌল নীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের আলোকসুস্ত, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এ হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তা হলো হাদীসের মূল উৎস। ওহী-এর শাব্দিক অর্থ 'ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা'।^১ ওহী দু প্রকার। প্রথম প্রকার প্রত্যক্ষ ওহী (وحي متلو) যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব, ভাষা উভয়ই মহান আল্লাহর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হুবহু প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার পরোক্ষ ওহী (وحي غير متلو) এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহর, তবে নবী (সা) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকজন তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও

নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদেদে শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী (সা) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস। হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী‘আতের অন্যতম উৎস কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাণীর মধ্যেই তার প্রমাণ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

আর ‘তিনি (নবী) মনগড়া কথাও বলেন না, এ তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (৫৩ : ৩-৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ -

“তিনি (নবী) যদি আমার নামে কিছু রচনা চালাতে চেষ্টা করতেন আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে লইতাম তার জীবনধমনী” (৬৯ : ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “রুহুল কুদস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন—নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না”—(বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এ বং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন”(নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬)। “জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস”—(আবু দাউদ, ইব্ন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কুরআনুল করীমে নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

“রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (৫৯ : ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) লিখেছেন “দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।” আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) মানে নতুন, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে—তাই হাদীসের আরেক অর্থ হলো কথা। ফকীহ গণের পরিভাষায় নবী করীম (সা) আল্লাহর রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলা হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ

হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (বাণী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজ নবী করীম (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ (سنة)। সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি নবী করীম (সা) অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাহ বলা হয়। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাহ। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাহকেই বোঝানো হয়েছে। ফিকহ পরিভাষায় সুন্নাহ বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদত রূপে যা করা হয় তা বোঝায়, যেমন সুন্নাহ সালাত। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিকেই বোঝায়।

আসার (اثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আসার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আসার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীগণের নিজস্ব ভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম উল্লেখ করেন নি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আসারকে বলা হয় 'মাওকুফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صحابی) : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ (تابعی) : যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস (محدث) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ (شيخ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খান (شيخان) : সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খান বলা হয়।

কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্হ-এর পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয (حافظ) : যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিয বলা হয়।

হুজ্জাত (حجة) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলা হয়।

হাকিম (حاكم) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

রিজাল (رجال) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال) বলা হয়।

রিওয়ায়ত (رواية) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়ত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়ত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়ত (হাদীস) আছে।

সনদ (سند) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন (متن) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

মরফু' (مرفوع) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মরফু' হাদীস বলে।

মাওকুফ (موقوف) : যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ-সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার (اثار)।

মাকতু' (مقطوع) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু' হাদীস বলা হয়।

তা'লীক (تعليق) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক বলা হয়। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এই সমস্ত তা'লীক হাদীস মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস (مدلس) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তাঁর নিকট সেই হাদীস শুনে নি—সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস', আর যিনি এইরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

মুযতারাব (مضطرب) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্রাজ (مدرج) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্রাজ এবং এইরূপ করাকে ‘ইদরাজ’ বলা হয়। ইদরাজ হারাম। অবশ্য যদি এর দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল (متصل) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি (منقطع) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস, আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা বলা হয়।

মুরসাল (مرسل) : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মুতাবি ও শাহিদ (متابع و شاهد) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতাবি বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবা‘আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবা‘আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মু‘আল্লাক (معلق) : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু‘আল্লাক হাদীস বলা হয়।

মা‘রুফ ও মুনকার (معروف و منكر) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মকবুল রাবীর হাদীসকে মা‘রুফ বলা হয়। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সাহীহ (صحيح) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্তা-গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত তাকে সাহীহ হাদীস বলে।

হাসান (حسن) : যে হাদীসের কোন রাবীর যারতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সাহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শরী‘আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

যঈফ (ضعيف) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নবী করীম (সা)-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযু‘ (موضوع) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু‘ হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুক (متروك) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরুক হাদীস বলা হয়। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম (مبهم) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে—এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির (متواتر) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়াযাত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহূর (مشهور) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।

আযীয (عزيز) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলা হয়।

গরীব (غريب) : যে সাহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

হাদীসে কুদসী (حديث قدسى) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে যেমন আল্লাহ তাঁর নবী (সা)-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (সা) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ হাদীস বলে।

আদালত (عدالت) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বোঝায়।

যাব্ত (ضبط) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাব্ত বলা হয়।

ছিকাহ (ثقة) : যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাব্ত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে ছিকাহ ছাবিত (ثابت) বা ছাবাত (ثبة) বলা হয়।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর

কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামি' (الجامع) : যে সব হাদীসগ্ৰন্থে (১) আকীদা-বিশ্বাস, (২) আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), (৩) আখলাক ও আদাব, (৪) কুরআনের তাফসীর, (৫) সীরাত ও ইতিহাস, (৬) ফিতন ও আশরাত অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা ও আলামতে কিয়ামত, (৭) রিকাক অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি (৮) মানাকিব অর্থাৎ ফযীলত ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-জামি' বলা হয়। সাহীহ বুখারী ও জামি' তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সাহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীসবিশারদের মতে তা জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান (السنن) : যেসব হাদীসগ্ৰন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্রিত করা হয় এবং ফিক্ হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাই, সুনান ইবন মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ (المسنَد) : যে সব হাদীসগ্ৰন্থে সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী অথবা তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলা হয়। যেমন হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হলে। ইমাম আহমদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদ আবু দাউদ তা'য়ালিসী (র) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল-মু'জাম (المعجم) : যে হাদীসগ্ৰন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম বলে। যেমন ইমাম তাবারানী (র) সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুস্তাদরাক (المستدرَك) : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীসগ্ৰন্থে शामिल করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সে সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুস্তাদরাক বলা হয়। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরী (র)-এর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা (رسالة) : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের অথবা এক রাবীর হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা বা জুয (جزء) বলা হয়।

৭. সিহাহ্ সিত্তাহ্ (صحيح ست) : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবন মাজা-এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইবন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কিছু সংখ্যক আলিম সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (র) ইমাম তাহাবী (র) সংকলিত মা'আনীল আসার (তাবারী শরীফ) গ্রন্থকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি ইবন হায়ম ও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) তাহাবী শরীফকে নাসায়ী ও আবু দাউদ শরীফের স্তরে গণ্য করেছেন।

৮. সাহীহায়ন (صحيحين) : সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমকে একত্রে সাহীহায়ন বলা হয়।

৯. সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) : সিহাহ্ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই এবং ইবন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবা'আ বলা হয়।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সাহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : ‘মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইব্ন মাজা এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মায়হাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মা'রুফ ও মুনকার সকল প্রকারের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর

হাদীস বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা হয় না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুয যুআফা, ইবনুল-আছীরের কামিল ও খতীব বাগদাদী, আবু নুআয়ম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীসের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন : ‘আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।’

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন : ‘আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্ত যঈফ।’ কাজেই এ দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর (র) মতে সিহাহ সিত্তাহ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনান দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ে নয়)।

১. সহীহ ইব্ন খুযায়মা—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইব্ন হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল-মুস্তাদরাক—হাকিম-আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতার—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হি.)

৫. সহীহ আবু 'আ'ওয়ানা—ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হি.) এবং ইব্ন হাযম জাহিরীর (৪৫৬ হি.)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ 'আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাকাবু কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযিল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান আহমদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আসারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্ সিন্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাকু আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে : হাদীসের বড় বড় ইমামের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে। এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পর্কীয় (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে—তাদবীন, ৫৪ পৃ। অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীসের সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (সা)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব জাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত দু'আ করেছেন :

نَضْرُ اللّٰهَ اَمْرٌ سَمِعْنَا حَدِيثًا فَحَفَظْهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرُهُ الْخ -

“আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফায়ত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি।” (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০)

মহানবী (সা) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : “এই

কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে” (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সন্বোধন করে বলেছেন : “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুন্য হবে”—(মুসতাদরাক হাকিম, ১ খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরও বলেন : “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো।” (মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।” (বুখারী) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেন : “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়।” (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী উপায়ে মহানবী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (সা) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস মুখস্থ করতাম।” (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)

উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদানের মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সবাই হাদীসগুলি মুখস্থ শুনিয়ে দিতেন। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতেন। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত”—(আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ খ, পৃ. ১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ

লিপিবদ্ধ হতে থাকে। ‘হাদীস নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইত্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে’ বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন : “আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।” (মুসলিম) কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না মহানবী (সা) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল ! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি স্বরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।” তিনি বললেন : “আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার” (দারিমী)। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।” এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা থেকে বিরত থাকলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : “তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না” (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তাঁর সংকলনের নাম ছিল ‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন—যা আমি নবী (সা)-এর নিকট শুনেছি” —(উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরণ্য করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। নবী করীম (সা) বললেন : “তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।” তারপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন—(তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরণ্য করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী করীম (সা) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেন—(বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)। হাসান ইব্ন মুনাবিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস নবী করীম (সা)-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। পরে তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসনাদরাক হাকিম, ৩য় খ, পৃ. ৫৭৩)। রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমদ)।

আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর

সঙ্গেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে এ সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) লিখিয়ে ছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত (জামি' বায়ানিল ইল্ম, ১খ, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে খ্যাত), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্র-প্রধান ও রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা)-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলন সমধিক খ্যাত।

সাহাবীগণ যেভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন তেমনভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আটশত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ইবনু যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্ন সিরীন, নাফি', ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী গুরাইহ, মাসরুক, মাকহুল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈ প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাত করে নবী করীম (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে-তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশক পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালের ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (র) তাঁর মুওয়াত্তা গ্ৰন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াযাতগুলো একত্র করে

‘কিতাবুল আসার’ সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামি’ সুফইয়ান সাওরী, জামি’ ইবনুল মুবারক, জামি’ ইমাম আওয়াঈ, জামি’ ইবন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবন মাজা (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ্ সিত্তাহ্) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ (র) তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ্ ইবন হিব্বান, সহীহ্ ইবন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু’জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানু কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এ পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ্ ওয়াস্ সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ প্রভৃতি হাদীস কেন্দ্র বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (সা)-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম বুখারী (র)

নাম : মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল। কুনিয়াত : আবু আবদুল্লাহ। লকব : শায়খুল ইসলাম ও আমীরুল মু’মিনীন ফীল হাদীস।

বংশ পরিচয় : মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদিযবাহ, আল জু’ফী আল বুখারী (র)। ইমাম বুখারী (র)-এর উর্ধ্বতন পুরুষ বারদিযবাহ ছিলেন অগ্নিপূজক। ‘বারদিযবাহ’ শব্দটি ফারসী। এর অর্থ কৃষক। তাঁর পুত্র মুগীরা বুখারার গভর্নর ইয়ামান আল-জু’ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য ইমাম বুখারীকে আল-জু’ফী আর বুখারার অধিবাসী হিসেবে বুখারী বলা হয়।

ইমাম বুখারীর প্রপিতামহ মুগীরা এবং পিতামহ ইবরাহীম সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য জানা যায় যে, তাঁর পিতা ইসমাঈল (র) একজন মুহাদ্দিস ও বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মালিক, হাম্মাদ ইবন যায়দ ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জীবনে কখনও হারাম বা সন্দেহজনক অর্থ উপার্জন করেন নি। তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল ব্যবসাবাণিজ্য। তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল।

জন্ম ও মৃত্যু : ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর দিন জুমু'আর সালাতের কিছু পরে বুখারায় জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল শনিবার ঈদের রাতে ইশার সালাতের সময় সমরকন্দের নিকটে খারতাংগ পল্লীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম বাষটি বছর। খারতাংগ পল্লীতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম বুখারী (র)-এর শিশু কালেই পিতা ইসমাঈল (র) ইনতিকাল করেন। তাঁর মাতা ছিলেন পরহেযগার ও বুদ্ধিমতী। স্বামীর রেখে যাওয়া বিরাট ধনসম্পত্তির দ্বারা তিনি তাঁর দুই পুত্র আহমদ ও মুহাম্মদকে লালন-পালন করতে থাকেন। শৈশবে রোগে আক্রান্ত হলে মুহাম্মদের চোখ নষ্ট হয়ে যায়, অনেক চিকিৎসা করেও যখন তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি কিছুতেই ফিরে এল না, তখন তাঁর মা আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি ও দু'আ করতে থাকেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তোমার কান্নাকাটির ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বপ্নেই তিনি জানতে পারলেন যে, এই বুয়ুর্গ হযরত ইবরাহীম (আ)। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন যে, সত্যিই তাঁর পুত্রের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। বিস্ময় ও আনন্দে তিনি আল্লাহর দরবারে দু'রাকআত শোকরানা সালাত আদায় করেন।*

পাঁচ বছর বয়সেই মুহাম্মদকে বুখারার এক প্রাথমিক মাদরাসায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। মুহাম্মদ বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি কুরআন মজীদ হিফজ করে ফেলেন এবং দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দশ বছর বয়সে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বুখারার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম দাখিলী (র)-এর হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। সে যুগের নিয়মানুসারে তাঁর সহপাঠীরা খাতা-কলম নিয়ে উস্তাদ থেকে শ্রুত হাদীস লিখে নিতেন, কিন্তু ইমাম বুখারী (র) সাধারণত খাতা-কলম কিছুই সঙ্গে নিতেন না। তিনি মনোযোগের সাথে উস্তাদের বর্ণিত হাদীস শুনতেন। ইমাম বুখারী (র) বয়সে সকলের ছেয়ে ছোট ছিলেন। সহপাঠীরা তাকে প্রতিদিন এই বলে ভৎসনা করত যে, খাতা-কলম ছাড়া তুমি অনর্থক কেন এসে বস? একদিন বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন : তোমাদের লিখিত খাতা নিয়ে এস। এতদিন তোমরা যা লিখেছ তা আমি মুখস্থ গুনিয়ে নেই। কথামত তারা খাতা নিয়ে বসল আর এত দিন শ্রুত কয়েক হাজার হাদীস ইমাম বুখারী (র) হুবহু ধারাবাহিক গুনিয়ে দিলেন। কোথাও কোন ভুল করলেন না। বরং তাদের লেখায় ভুল-ত্রুটি হয়েছিল, তারা তা শুনে সংশোধন করে নিল। বিস্ময়ে তারা হতবাক হয়ে গেল। এই ঘটনার পর ইমাম বুখারী (র)-এর প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ষোল বছর বয়সে ইমাম বুখারী (র) বুখারা ও তার আশেপাশের শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ থেকে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস মুখস্থ করে নেন। সেই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারক ও ওয়াকী ইবনুল-জাররাহ (র)-এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর তিনি মা ও বড়

ভাই আহম্মদের সঙ্গে হজ্জ গমন করেন। হজ্জ শেষে বড় ভাই ও মা ফিরে আসেন। ইমাম বুখারী (র) মক্কা মুকাররমা ও মদীনা তাইয়েবায় কয়েক বছর অবস্থান করে উভয় স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি 'কাযায়াস-সাহাবা ওয়াত-তাবিঈন' শীর্ষক তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর মদীনায় অবস্থানকালে তাঁদের আলোতে 'তরীখে কবীর' লিখেন।

ইমাম বুখারী (র) হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র কূফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি শহরে বার বার সফর করেন। সেই সকল স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের থেকে তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করেন। আর অন্যদের তিনি হাদীস শিক্ষাদান করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ রচনায়ও ব্যাপ্ত থাকেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'জামি' সহীহ বুখারী শরীফ সর্বপ্রথম মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারামে প্রণয়ন শুরু করেন এবং দীর্ঘ ষোল বছর সময়ে এই বিরাট বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (র) অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, একলাখ সহীহ ও দুই লাখ গায়ের সহীহ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর এই অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির খ্যাতি সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর এই স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন এবং সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হাদীসশাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনী গ্রন্থে বহু চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। মাত্র এগার বছর বয়সে বুখারার বিখ্যাত মুহাদ্দিস 'দাখিলী'র হাদীস বর্ণনা কালে যে ভুল সংশোধন করে দেন, হাদীস বিশারদগণের কাছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

ইমাম বুখারী (র) এক হাযারেরও বেশী সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাক্কী ইবন ইবরাহীম, আবু আসিম, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদানী, ইসহাক ইবন রাহওয়াসহ, হুমায়দী, ইয়াহুইয়া, উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা, মুহাম্মদ ইবন সালাম আল বায়কান্দী ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল ফারইয়াবী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উস্তাদদের অনেকেই তাবিঈদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা নব্বই হাযারেরও অধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর ছাত্রসংখ্যা বিপুল। তাঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম আর-রাযী (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বুখারী (র) মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। দান-খয়রাত করা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতার বিরাট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর সবই গরীব দুঃখী ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে অতি সামান্য আহার করতেন। কখনও কখনও মাত্র দুই তিনটি বাদাম খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। বহু বছর তরকারী ছাড়া রুটি খাওয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ইমাম বুখারী (র)-এর সততা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। আবু হাফস (র) একবার তাঁর কাছে বহু মূল্যবান পণ্যদ্রব্য পাঠান। এক ব্যবসায়ী তা পাঁচ হাযার দিরহাম মুনাফা দিয়ে খরিদ করতে চাইলে তিনি বললেনঃ তুমি আজ চলে যাও, আমি চিন্তা করে দেখি। পরের দিন সকালে আরেক দল ব্যবসায়ী এসে দশ হাযার দিরহাম মুনাফা দিতে চাইলে তিনি বললেন :

গতরাতে আমি একদল ব্যবসায়ীকে দিবার নিয়্যাত করে ফেলেছি; কাজেই আমি আমার নিয়্যাতের খেলাফ করতে চাই না। পরে তিনি তা পূর্বোক্ত ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাজার দিরহামের মুনাফায়ই দিয়ে দিলেন। নিয়্যাত বা মনের সংকল্প রক্ষা করার জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম মুনাফা ছেড়ে দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। ইমাম বুখারী (র) বলেনঃ আমি জীবনে কোন দিন কারো গীবত শিকায়াত করিনি। তিনি রামাযান মাসে পুরো তারাবীতে এক খতম, প্রতিদিন দিবাভাগে এক খতম এবং প্রতি তিন রাতে এক খতম কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। একবার নফল সালাত আদায় কালে তাঁকে এক বিচ্ছু ষোল সতেরো বার দংশন করে, কিন্তু তিনি যে সূরা পাঠ করছিলেন তা সমাপ্ত না করে সালাত শেষ করেন নি। এভাবে তাকওয়া-পরহেযগারী, ইবাদত-বন্দেগী দান-খয়রাতের বহু ঘটনা তাঁর জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, যা অসাধারণ ও বিশ্বয়কর।

ইমাম বুখারী (র)-কে জীবনে বহু বিপদ ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হিংসুকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। বুখারার গভর্নর তাঁর দুই পুত্রকে প্রাসাদে গিয়ে বিশেষভাবে হাদীস শিক্ষাদানের আদেশ করেন। এতে হাদীসের অবমাননা মনে করে ইমাম বুখারী (র) তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ সুযোগে দরবারের কিছু সংখ্যক হিংসুকের চক্রান্তে তাঁকে শেষ বয়সে জনাভূমি বুখারা ত্যাগ করতে হয়েছিল। এ সময় তিনি সমরকন্দবাসীর আহবানে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে খারতাংগ পল্লীতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পয়লা শাওয়াল শনিবার ২৫৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দাফনের পর তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। লোকে দলে দলে তাঁর কবরের মাটি নিতে থাকে। কোনভাবে তা নিবৃত্ত করতে না পেরে পরে কাঁটা দিয়ে ঘিরে তাঁর কবর রক্ষা করা হয়। পরে জনৈক ওলীআল্লাহ মানুষের আকীদা নষ্ট হওয়ার আশংকায় সে সুঘ্রাণ বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করেন এবং তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়।

বুখারী শরীফ

বুখারী শরীফের পূর্ণ নাম আল জামিউল মুসনাদুস্ সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আয্যামিহী। হাদীসের প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ সম্বলিত বলে একে 'জামি' বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়। কেবল মাত্র সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত বলে 'সহীহ' এবং 'মারফূ' 'মুত্তাসিল' হাদীস বর্ণিত হওয়ায় এর মুসনাদ নামকরণ করা হয়েছে।

সকল মুহাদ্দিসের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত হাদীসগ্রন্থের মধ্যে বুখারী শরীফের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে এবং কুরআন মজীদেদের পরেই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এক লাখ সহীহ ও দু'লাখ গায়েব সহীহ মোট তিন লাখ হাদীস ইমাম বুখারী (র)-এর মুখস্থ ছিল। এ ছাড়া তাঁর কাছে সংগৃহীত আরো তিন লাখ, মোট ছয় লাখ, হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তিনি দীর্ঘ ষোল বছরে এ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। বুখারী শরীফে সর্বমোট সাত হাজার তিনশত সাতানব্বইটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। 'তাকরার' বা পুনরাবৃত্তি (যা বিশ্বের প্রয়োজনে করা হয়েছে) বাদ দিলে এই সংখ্যা মাত্র দুই হাজার পাঁচশত তের-তে দাঁড়ায়। মু'আল্লাক ও মুতাবা'আত যোগ করলে এর সংখ্যা পৌছায় নয় হাজার বিরামিতে। বুখারী শরীফের সর্বপ্রধান বর্ণনাকারী ফারাবরী (র)-এর বর্ণনা অনুসারে বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফিয ইবন হাজার (র) কর্তৃক গণনার সংখ্যা এখানে প্রদত্ত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনাকারী ও গণনাকারীদের গণনায় এ সংখ্যার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

উপরে বর্ণিত সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই ছাড়াও প্রতিটি হাদীস সংকলনের আগে ইমাম বুখারী গোসল করে

দু'রাকআত সালাত আদায় করে ইসতিখারা করার পর এক-একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। এরূপ কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের ফলে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের তুলনায় সারা মুসলিম জাহানে বুখারী শরীফ হাদীসগ্রন্থ হিসেবে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। জমহূর মুহাদ্দিসের বুখারী শরীফে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহর দরবারে বুখারী শরীফের মকবুলিয়াতের আলামত হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে, আলিমগণ ও বুয়ুর্গানে দীন বিভিন্ন সময়ে কঠিন সমস্যায় ও বিপদাপদে বুখারী শরীফ খতম করে দু'আ করে ফল লাভ করে আসছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

বুখারী শরীফ সংকলনের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর বিখ্যাত উস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ (র) পরোক্ষভাবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে 'গায়ের সহীহ হাদীস' থেকে 'সহীহ হাদীস' বাছাই করে একখানি গ্রন্থ সংকলন করতে পারে?

ইমাম বুখারী (র) একবার স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেহ মুবারকের উপর মাছি এসে বসছে, আর তিনি পাখা দিয়ে সেগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তা'বীর বর্ণনাকারী আলিমগণ এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহীহ হাদীসসমূহ 'গায়ের সহীহ' হাদীস থেকে বাছাইয়ের কার্য স্বপ্ন দ্রষ্টা দ্বারা সম্পাদিত হবে। তখন থেকেই ইমাম বুখারীর মনে এরূপ একটি গ্রন্থ সংকলনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তিনি দীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত সাধনার পর তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সহীহ হাদীসের একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করা এবং তাঁর সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। এ গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশের পর তিনি চিন্তা করলেন যে, অধ্যয়নের সাথে সাথে যাতে লোকে এর ভাবার্থ ও নির্দেশিত বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত ও উপকৃত হতে পারে তজ্জন্য হাদীসসমূহ তিনি বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে 'তরজমাতুল বাব' বা শিরোনাম কায়ম করেন। যেহেতু দীন-ই-ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত, তাই এর বিধানাবলীর পরিসীমা নির্ধারণ করা দুষ্কর। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক সংকলিত হাদীসগুলির সংখ্যা সীমিত। এই সীমিত সংখ্যক হাদীস দ্বারা দীন-ই ইসলামের ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষার দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন দুষ্কর। তাই ইমাম বুখারী (র) সংকলিত হাদীসগুলি দ্বারা ব্যাপক বিধানাবলীর দলীল কায়ম করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ইশারা বা ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে বুখারী শরীফ অধ্যয়নে তরজমাতুল বাব ও বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আলিমদের দৃষ্টিতে একটি কঠিন সমস্যা ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বুখারী শরীফ প্রণয়নের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আলিম সমাজকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শিরোনামের এই রহস্য ভেদ করতে প্রত্যেকেই স্বীয় জ্ঞান-বিবেকের তুণ থেকে তীর নিক্ষেপে কোন কসুর করেন নি, তবুও মুহাদ্দিক আলিমদের ধারণায়, আজও কারো নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যস্থল ভেদে সবক্ষেত্রে পুরোপুরি সমর্থ হয় নি। এজন্য বলা হয়ে থাকে 'ফিকহুল বুখারী ফী তারাজিমিহী' অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র)-এর জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি-চাতুর্য তাঁর গ্রন্থের তরজমা বা শিরোনামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালের মনীষীগণ এই লুক্কায়িত রত্ন যথাযথ উদ্ধারে সর্বশক্তি ও শ্রম ব্যয় করেও পূর্ণভাবে সফলকাম হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বুখারী শরীফ সংকলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর মুসলিম মনীষীগণ যেভাবে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে আসছেন আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ ছাড়া আর কোন গ্রন্থের প্রতি

এরূপ ঝুঁকে পড়েন নি। একমাত্র ইমাম বুখারী (র) থেকে নব্বই হাজারেরও অধিক সংখ্যক লোক এ গ্রন্থের হাদীস শ্রবণ করেছে। তারপর প্রত্যেক যুগেই অসংখ্য হাদীস শিক্ষার্থী এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আসছে। এ গ্রন্থের ভাষ্য পুস্তকের সংখ্যাও অগণিত। সে সবে মধ্য হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) (জন্ম, ৭৭৩ হি. মৃ. ৮৫২ হি.)-এর ‘ফতহুল বারী’, শায়খ বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (র) (জ. ৭৬২ হি. মৃ. ৮৫৫ হি.)-এর ‘উমদাতুল-কারী’ ও আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ কাসতালানী (র) (জ. ৮৫১ হি. মৃ. ৯২৩ হি.)-এর ‘ইরশাদুস-সারী’ সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁরা তিনজনই মিসরের অধিবাসী ছিলেন। এ ছাড়া বর্তমান যুগে সহীহ বুখারী অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ভাষ্য হিসেবে মাওলানা রশীদ আহমদ গাজুহী (র) (জ. ১২৪৪ হি. মৃ. ১৩২৩ হি.) কৃত ‘লামেউদ দারারী’ এবং মাওলানা সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (জ. ১২৯২ হি. মৃ. ১৩৫২ হি.) কৃত ‘ফয়যুল বারী’ বিশেষভাবে সমাদৃত। ইমাম বুখারী (র) ও তাঁর সংকলিত বুখারী শরীফের যে উচ্ছসিত প্রশংসা ও এর উপরে যে ব্যাপক ‘ইলমী চর্চা হয়েছে তার সহস্র ভাগের এক ভাগ বর্ণনা করাও এ স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নয়।

মুসলিম জাহানের সর্বত্র সমাদৃত এই পবিত্র হাদীসগ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক যাতে সরাসরি উপকৃত হতে পারে সে লক্ষ্যেই এ সর্গক্ষিণ ভূমিকা সহ সরল বঙ্গানুবাদ পেশ করা হল। মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীন এ থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে। - - - -

২. সনদের যেখানে তাহবীল (تحویل) রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীলকৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আরবী, ফার্সী, উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ণ নির্দেশিকায় অনুমোদিত রূপটি যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. সালাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে (সা), আলায়হিস সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ), রাবীআল্লাহু তা‘আলা আনহু, আনহুম ও আনহা-র ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলায়হিম, আলায়হা-এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে এলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন-আনাস, আব্বাস, আবু হুরায়রা (রা)।

৬. কুরআন মজীদে আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরা নম্বর, পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-২ : ১৩৮ অর্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত।

পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তারা এমন একটি মহান কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই মহাপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত সকল পর্যায়ের আলিম-উলামা-সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য দু‘আ করি—তিনি যেন এই ওয়াসীলায় তাদের ও আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জাযা দেন।

সম্পাদনা পরিষদ

كِتَابُ بَدَءِ الْوَحْيِ

ওহীর সূচনা অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

۱. بَابُ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ .

১. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ

“আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।” (৪ : ১৬৩)

۱ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْتُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

১ হুমায়দী (র).....‘আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (র) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিন্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে ইরশাদ করতে শুনেছি : প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে—সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।

۲ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَاطَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَى فَيْفَصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِى مَا يَقُولُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينُهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইবন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন কোন সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই, আবার কখনো ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।

৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِيََ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارٍ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُ الدَّلِيلُ نَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَحَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجِفُ فَوَادُّهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لَخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخَذِّيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاِنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى آتَتْهُ بِهِ وَرَقَةً بَنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ بْنِ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنْصَرَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبْرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُخْرِجِي هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي وَإِنْ يَدْرِكْنِي يَوْمًا

أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَدِّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَّةٌ أَنْ تُوَفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بَحْرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجُزُ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ تَابِعُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابِعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بِوَادِرِهِ .

৩ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ‘হেরা’র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনভাবে ‘হেরা’ গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, ‘পড়ুন’। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “আমি বললাম, ‘আমি পড়ি না।’ তিনি বলেন : তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘পড়ুন’। আমি বললাম : আমি তো পড়ি না।’ তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : ‘পড়ুন’। আমি জবাব দিলাম, ‘আমি তো পড়ি না।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমাম্বিত।” (৯৬ : ১-৩)

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।’ তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা)-র কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, কখখনো না। আল্লাহ আপনাকে কখখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিল ইবন আবদুল আসাদ ইবন আবদুল ‘উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে ‘ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, ‘হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।’ ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাতিজা! তুমি কী দেখ?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, ‘ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ মুসা (আ)-র কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কণ্ঠ তোমাকে বের করে দেবে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তারা কি আমাকে বের করে দেবে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।’ এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রা) ইত্তিকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

ইব্ন শিহাব (রা)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) ওহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, ‘আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।’ তারপর আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন, “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।” (৭৪ : ১-৪)। এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নাযিল হতে লাগল।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ও আবু সালেহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইব্ন রাদ্দাদ (র) যুহরী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা‘মার فؤاده -এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَاجِلُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمَعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ .

৪ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র).....ইব্ন ‘আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী : ‘তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা তার সাথে নাড়বেন না’ (৭৫ : ১৬)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় চোঁট

নাড়তেন।' ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, 'আমি তোমাকে দেখানোর জন্য ঠোট দুটি নাড়ছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নাড়তেন।' সাঈদ (র) (তঁার শাগরিদদের) বলেন, 'আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে যেভাবে তঁার ঠোট দুটি নাড়তে দেখেছি, সেভাবেই আমার ঠোট দুটি নাড়ছি।' এই বলে তিনি তঁার ঠোট দুটি নাড়লেন। এ সম্পর্কে আব্বাস তা 'আলা নাযিল করলেন : "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহবা তার সাথে নাড়বেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।" (৭৫ : ১৬-১৮) ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, 'এর অর্থ হলো : আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন (৭৫ : ১৯)। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই (৭৫ : ১৯)।' অর্থাৎ আপনি তা পাঠ করবেন, এটাও আমার দায়িত্ব। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিবরাঈল (আ) আসতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন। জিবরাঈল চলে গেলে তিনি যেমন পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ঠিক তেমনি পড়তেন।

৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرُ نَحْوَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَيَدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

৫ আবদান (র).....ও বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (আ) তঁার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ) তঁার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।

৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَ فِيهَا أَبَا سَفْيَانَ وَكَفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِأَيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عِظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ ادْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لَتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَّبَنِي

فَكَذَّبُوهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا عَلَى كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فَيَكُمُ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعُفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعُفَاؤُهُمْ قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِذِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا قَالَ وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةً أَدْخُلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعِفَافِ وَالصَّلَاةِ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعُفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعُفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ اتَّبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَ سَأَلْتُكَ أَيْرَتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِذِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ وَ سَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَ سَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ يَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعِفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّعْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ بَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِيٍّ فَدَفَعَهُ عَظِيمٌ بَصْرِيٍّ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدُعَايَةِ

الْإِسْلَامَ أَسْلِمَ تَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْآرِيسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، قَالَ أَبُو سَفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخْبُ فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى ادْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِيْلِيَاءَ وَهَرَقْلُ سَقْفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هَرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيْلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هَرَقْلُ حَزَاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يَهْمُنُكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَيَبْتِمَاهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتَى هَرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانٍ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هَرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمْخَتَنَ هُوَ أَمْ لَا فَانْظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُونَ فَقَالَ هَرَقْلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هَرَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةٍ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَ سَارَ هَرَقْلُ إِلَى حِمصَ فَلَمَّ يَرِمُ حِمصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأَى هَرَقْلُ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هَرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةِ لَهُ بِحِمصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعَلِقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حَمْرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غَلِقَتْ فَلَمَّا رَأَى هَرَقْلُ نَفَرَتَهُمْ وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَى وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي أَنْفًا اخْتَبَرْتُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُمْ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ أُخْرِشَانَ هَرَقْلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ .

৬ আবুল ইয়ামান হাকাম ইবন নাফি' (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান ইবন হরব তাকে বলেছেন, বাদশাহ হিরাকল একবার তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি কুরাইশদের কাফেলায় তখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ান ও

বাংলা শরীফ (১) — ২

কুরাইশদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিবদ্ধ ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সহ হিরাকলের কাছে এলেন এবং তখন হিরাকল জেরুযালেমে অবস্থান করছিলেন। হিরাকল তাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তাঁর পাশে তখন রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিল। এরপর তাদের কাছে ডেকে নিলেন এবং দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে—তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে?’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাত্মীয়।’ তিনি বললেন, ‘তাকে আমার খুব কাছে নিয়ে এস এবং তাঁর সঙ্গীদেরও কাছে এনে পেছনে বসিয়ে দাও।’ এরপর তাঁর দোভাষীকে বললেন, ‘তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব, সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে।’ আবু সুফিয়ান বলেন, ‘আল্লাহর কসম! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে-এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।’ এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে, ‘তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন?’ আমি বললাম, ‘তিনি আমাদের মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত বংশের।’ তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনো কি কেউ একথা বলেছে?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোকেরা?’ আমি বললাম, ‘সাধারণ লোকেরা।’ তিনি বললেন, ‘তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে?’ আমি বললাম, ‘তারা বেড়েই চলেছে।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি নারায় হয়ে তা পরিত্যাগ করে?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘নবুয়তের দাবীর আগে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন?’ আমি বললাম, ‘না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কি করবেন।’ আবু সুফিয়ান বলেন, ‘এ কথাটুকু ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা কি তাঁর সাথে কখনো যুদ্ধ করেছ?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে?’ আমি বললাম, ‘তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়।’ কখনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনো আমাদের পক্ষে আসে।’ তিনি বললেন, ‘তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন?’ আমি বললাম, ‘তিনি বলেন : তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদের সালাত আদায় করার, সত্য কথা বলার, নিষ্কলুষ থাকার এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেন।’ তারপর তিনি দোভাষীকে বললেন, ‘তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি তার জওয়াবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূল-গণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা? তুমি বলেছ, ‘না।’ তাই আমি বলছি যে, আগে যদি কেউ এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি বলতে পারতাম, এ এমন এক ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি না? তুমি তার

জবাবে বলেছ, 'না।' তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি—এর আগে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ কিনা? তুমি বলেছ, 'না।' এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরীফ লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এরাই হন রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর নারায় হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, 'না।' ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে ঈমান এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, 'না।' প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই, চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও কলুষমুক্ত থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এ দু'পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধুয়ে দিতাম। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই পত্রখানি আনতে বললেন, যা তিনি দিহ্যাতুল কালবীর মাধ্যমে বসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল-এর প্রতি। —শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! এস সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব রূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম' (৩ : ৬৪)।

আবু সুফিয়ান বলেন, 'হিরাকল যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে শোরগোল পড়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হুল্লা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে দেওয়া হলো। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবু কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনু আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাচ্ছে! তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করলেন।

ইবন নাতূর ছিলেন জেরুশালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাকলের বন্ধু ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের পাদ্রী। তিনি বলেন, 'হিরাকল যখন জেরুশালেম আসেন, তখন একদিন তাঁকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বলল, 'আমরা আপনার চেহারা আজ বিবর্ণ দেখতে পাচ্ছি', ইবন নাতূর বলেন, হিরাকল ছিলেন জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের বললেন, 'আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খতনাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে কোন্ জাতি খতনা করে? তারা বলল, 'ইয়াহুদী ছাড়া কেউ খতনা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে।' তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাকলের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যাকে গাস্‌সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাকল তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন, 'তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখ, তার খতনা হয়েছে কি-না।' তারা তাকে নিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খতনা হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জওয়াব দিল, 'তারা খতনা করে।' তারপর হিরাকল তাদের বললেন, 'ইনি [রসূলুল্লাহ ﷺ] এ উম্মতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।' এরপর হিরাকল রোমে তাঁর বন্ধুর কাছে লিখলেন। তিনি জানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাকল হিমস চলে গেলেন। হিমসে থাকতেই তাঁর কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠি এলো, যা নবী ﷺ-এর আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত নবী, এ ব্যাপারে হিরাকলের মতকে সমর্থন করছিল। তারপর হিরাকল তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দরজা বন্ধ করা হলো। তারপর তিনি সামনে এসে বললেন, 'হে রোমবাসী! তোমরা কি কল্যাণ, হিদায়ত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তাহলে এই নবীর বায়'আত গ্রহণ কর।' এ কথা শুনে তারা জংলী গাধার মত উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ অবস্থায় পেল। হিরাকল যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, 'ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আন।' তিনি বললেন, 'আমি একটু আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করেছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।' একথা শুনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সম্মুখ হোলো। এই ছিল হিরাকল-এর শেষ অবস্থা।

আবু 'আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, সালেহ ইবন কায়সান (র), ইউনুস (র) ও মা'মার (র) এ হাদীস যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

کتابُ الْإِيمَانِ

ঈমান অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كِتَابُ الْإِيمَانِ

ঈমান অধ্যায়

২. بَابُ : قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ

২. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ فَآخَشَوْهُمْ فزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَالْحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ فَإِنْ أَعِشَ فَسَابِقِينَ لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمِتَ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ، وَقَالَ مُعَاذُ أَجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينُنَا وَوَاحِدًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا سَبِيلًا وَسُنَّةٌ وَدَعَاؤُكُمْ إِيْمَانُكُمْ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি : মৌখিক স্বীকৃতি (ইয়াকীনসহ) এবং কর্মই ঈমান এবং তা বাড়ে ও কমে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান দৃঢ় করে নেয় (৪৮ : ৪)। আমরা তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ : ১৩)। এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের অধিক হিদায়ত দান করেন (১৯ : ৭৬)। এবং যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের হিদায়ত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন (৪৭ : ১৭), যাতে মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায় (৭৪ : ৩১)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বাড়িয়ে দিল ? যারা মু'মিন এ তো তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়। (৯ : ১২৪) এবং তাঁর বাণী, **فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا** “সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর ; আর এটা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল” (৩ : ২৭৩)। **وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا** “আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বাড়লো।” (৩৩ : ২২)। আর আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ঈমানের অংশ।

উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) 'আদী ইব্ন 'আদী (র)-র কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'ঈমানের কতকগুলো ফরয, কতকগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান পূর্ণ হয় না। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে অচিরেই এগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করব, যাতে তোমরা তার ওপর 'আমল করতে পার। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের সাহচর্যে থাকার জন্য আমি লালায়িত নই।'

ইবরাহীম ('আ) বলেন, **وَلَكِنْ لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي** 'তবে এ তো কেবল চিত্ত প্রশান্তির জন্য' (২ : ২৬০)। মু'আয (রা) বলেন, “এসো আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।” ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, 'ইয়াকীন হল পূর্ণ ঈমান।' ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, 'বান্দা প্রকৃত তাকওয়ায় পৌছতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে, মনে যে বিষয়ে খটকা জাগে, তা ত্যাগ না করে।' মুজাহিদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, **اَشْرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا** অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনাকে এবং নূহকে একই দীনের নির্দেশ দিয়েছি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **اَشْرَعَ وَ مِنْهَا جَا** অর্থাৎ পথ ও পন্থা—এবং তোমাদের দু'আ অর্থাৎ তোমাদের ঈমান।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

৭ 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা (রা).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমদান-এর সিয়াম পালন করা।

৩. بَابُ أُمُودِ الْإِيمَانِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ . وَ أَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ . وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ . أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . قَدْ أَفْلَحَ
 الْمُؤْمِنُونَ الْآيَةُ .

৩. পরিচ্ছেদ : ঈমানের বিষয়সমূহ

আল্লাহ তা'আলার বাণী : “পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ
 নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে কেউ আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনলে, আখিরাত, ফিরিশতা-
 গণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহর মুহক্কতে আত্মীয়-স্বজন,
 ইয়াতীম-অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থীদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য সম্পদ দান
 করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থসংকটে,
 দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে। তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই মুত্তাকী ১ (২ : ১৭৭)

(২৩ : ১-২) ... “অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে”

৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ
 شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ .

৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ
 করেন, ঈমানের শাখা রয়েছে ষাটের কিছু বেশী। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

৪. بَابُ الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

৪. পরিচ্ছেদ : প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে

৯ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَشُعْبَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعْوِيَّةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯ আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু মু'আবিয়া (র) বলেছেন, আমার কাছে দাউদ ইবন আবু হিন্দ (র) 'আমির (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি এবং আবদুল আ'লা (র) দাউদ (র) থেকে, দাউদ (র) আমির (র) থেকে, আমির (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে, হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫. بَابُ أَيِّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

৫. পরিচ্ছেদ : ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম

১০ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

১০ সাঈদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ আল উমাবী আল কুরাশী (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন : যার জিহবা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

৬. بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

৬. পরিচ্ছেদ : খাবার খাওয়ানো ইসলামী গুণ

১১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

১১ আমর ইবন খালিদ (র)....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ

-কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাবার খাওয়াবে ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করবে।

৭. بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

৭. পরিচ্ছেদ : নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ঈমানের অংশ
 ১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

১২ মুসাদ্দাদ (র) ও হুসাইন আল মু'আল্লিম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করবে, যা নিজের জন্য পসন্দ করে।

৮. بَابُ حُبِّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ

৮. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ভালবাসা ঈমানের অংশ

১৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْإِيمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ .

১৩ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : সেই পবিত্র সন্তান কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

১৪ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

১৪ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ও আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

৯. بَابُ خَلْقَةِ الْإِيمَانِ

৯. পরিচ্ছেদ : ঈমানের স্বাদ

১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعَوَّدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ .

১৫ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায় : ১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে খালিস আল্লাহর জন্যই মুহব্বত করা; ৩। কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষেপ হওয়ার মত অপসন্দ করা।

১০. بَابُ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

১০. পরিচ্ছেদ : আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ

১৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ -

১৬ আবুল ওয়ালীদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : ঈমানের চিহ্ন হ'ল আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

১১. بَابُ

১১. পরিচ্ছেদ

১৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِثْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ .

১৭ আবুল ইয়ামান (র).....আয়িনুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল 'আকাবার একজন নকীব 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পার্শ্বে একজন সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ইরশাদ করেন : তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে

মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহর কাছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্যারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।

১২. بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتْنِ

১২. পরিচ্ছেদ : ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ

১৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

১৮ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা থেকে সে তার দীন নিয়ে পালিয়ে যাবে।

১৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ -

১৩. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর বাণী, 'আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর মারেফাত (আল্লাহর পরিচয়) অন্তরের কাজ

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : **وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ**

‘কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।’ (২ : ২২৫)

১৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ اتِّقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا .

১৯ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের যখন কোন ‘আমলের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যতটুকুর সামর্থ্য রাখতেন, ততটুকুরই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং

পরবর্তী সকল ক্রটি মা'ফ করে দিয়েছেন।' একথা শুনে তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের চাইতে আল্লাহকে আমিই বেশী ভয় করি ও বেশী জানি।

১৪. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعَوِّدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ -

১৪. পরিচ্ছেদ : কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষেপ্ত হবার ন্যায় অপসন্দ করা ঈমানের অংগ

২০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ - وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعَوِّدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ .

২০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় ; (২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোন বান্দাকে মুহক্বত করে এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষেপ্ত হওয়ার মতোই অপসন্দ করে।

১৫. بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

১৫. পরিচ্ছেদ : আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ

২১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْعَمَزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْتَوُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَاةِ شَكٌّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفَرَاءَ مَلْتَوِيَةً قَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ -

২১ ইসমাঈল (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। পরে আল্লাহ তা'আলা (ফিরিশতাদের) বলবেন, যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আস। তারপর তাদের দোযখ থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (র) শব্দ দু'টির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন] নদীতে ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো

কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায় ? উহাইব (র) বলেন, ‘আমর (র) আমাদের কাছে حيا এর স্থলে حياة এবং خردل من خير এর স্থলে خردل من ايمان করেছেন।

২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيِ وَمِنْهَا مَا تُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَائِلًا فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينُ .

২২ মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ (র).....আবু উমামা ইবন সাহল ইবন হুнайফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে হাযির করা হচ্ছে। আর তাদের পরণে রয়েছে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ পর্যন্ত। আর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমার সামনে হাযির করা হল এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (এত লম্বা যে) টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনি এর কী তা'বীর করেছেন? তিনি বললেন : (এ জামা মানে) দীন।

১৬. بَابُ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ -

১৬. পরিচ্ছেদ : লজ্জা ঈমানের অংগ

২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ .

২৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নসীহত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অংগ।

১৭. بَابُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ -

১৭. পরিচ্ছেদ : যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। (৯ : ৫)

২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَوْجٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

وَأَقْدِرَ بَنِي مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

২৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।

১৮. بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ -

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ -

১৮. পরিচ্ছেদ : যে বলে ‘ঈমান আমলেরই নাম’

আল্লাহ্ তা‘আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ (৪৩ : ৭২)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

সুতরাং কসম আপনার রবের। আমি তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে, যা তারা করে (১৫ : ৯০)। আল্লাহ্ তা‘আলার এ বাণী সম্পর্কে আলিমদের এক দল বলেন, لا اله الا الله -এর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : - لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ -

এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা। (৩৭ : ৬১)

২৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ،

قِيلَ لَكُمْ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ لَكُمْ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مُبَرَّرٌ .

২৫ আহমদ ইবন ইউনুস ও মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন আমলটি উত্তম?' তিনি বললেন : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন : 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন : 'মকবুল হজ্জ।'

১৯. بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمْنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - الآية

১৯. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণ যদি খাঁটি না হয় বরং বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বা হত্যার ভয়ে হয়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ মহান আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী হবে :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمْنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا -

“আরব মরুবাসিগণ বলে, আমরা ঈমান আনলাম; আপনি বলে দিন, “তোমরা ঈমান আন নি; বরং তোমরা বল, ‘আমরা বাহ্যত মুসলিম হয়েছি।’ (৪৯ : ১৪)

আর ইসলাম গ্রহণ খাঁটি হলে তা হবে আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী অনুযায়ী :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। (৩ : ১৯)

২৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ قَوْلَ اللَّهِ إِنَّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ قَوْلَ اللَّهِ إِنَّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنَّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكْبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَدَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ .

২৬ আবুল ইয়ামান (র)...সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাদ (রা) সেখানে বসে ছিলেন। সাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না।

সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় ছিল। তাই আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন : (মু'মিন) না মুসলিম? তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দানের ব্যাপারে বিরত রইলেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন : 'না মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও সেই জবাব দিলেন। তারপর বললেন : 'সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার কাছে তার চাইতে বেশী প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।

এ হাদীস ইউনুস, সালিহ, মা'মার এবং যুহরী (র)-এর ভাতিজা যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২০. بَابُ إِفْتَاءِ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ -

وَقَالَ عَمَارٌ ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْتَارِ -

২০. পরিচ্ছেদ : সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত

আম্মার (রা) বলেন, 'তিনটি গুণ যে আয়ত্ত্ব করে, সে (পূর্ণ) ঈমান লাভ করে : (১) নিজ থেকে ইনসাফ করা, (২) বিশ্বে সালামের প্রচলন, এবং (৩) অভাবগ্রস্ত অবস্থায়ও দান করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

২৭ কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের কোন্ কাজ সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন : তুমি লোকদের আহার করাবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করবে।

২১. بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرَةِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২১. পরিচ্ছেদ : স্বামী প্রতি অকৃতজ্ঞতা। আর এক কুফর অন্য কুফর থেকে ছোট। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيْ كَفَرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ

لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَا مِنْ الدَّاهِرِ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

২৮ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই জ্বীলোক; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন : 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে।' তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, 'আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি।'

২২. بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ -

وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا بِأَرْثِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ -

২২. পরিচ্ছেদ : পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব
আর শিরক ব্যতীত অন্য কোন পাপে লিপ্ত হওয়াতে ঐ পাপীকে কাফির বলা যাবে না।
যেহেতু নবী করীম ﷺ [আবু যর (রা)-কে লক্ষ্য করে] বলেছেন : তুমি এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। আর আল্লাহর বাণী :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ -

‘আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।’ (৪ : ৪৮)

وَأَنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا -

‘মু’মিনদের দু’দল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।’ (৪৯ : ৯)।
(সংঘর্ষের পাপে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও) তাদের তিনি মু’মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُوسُفُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ .

২৯ ‘আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক (র).....আহনাফ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে [আলী (রা)-কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবু বাক্রা (রা)-এর সাথে

আমার সাক্ষাত হলে তিনি বললেন : ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ আমি বললাম, ‘আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।’ তিনি বললেন : ‘ফিরে যাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, দু’জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।’ আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।’

৩০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبِذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتُهُ بِأَمْرِ إِنْكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلَكُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ يَأْكُلْ وَيَلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْفُرُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفَفْتُمُوهُمْ فَاعْيُونُوهُمْ .

৩০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....মা'রুর (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আমি একবার রাবাযা নামক স্থানে আবু যর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর চাকরের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাঁকে এর (সমতার) কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : ‘আবু যর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য খুব বেশী কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।

২২. بَابُ ظُلْمِ دُونِ ظَلَمٍ

২৩. পরিচ্ছেদ : যুলুমের প্রকারভেদ

৩১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَيْثِدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ع قَالَ وَ حَدَّثَنِي بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

৩১ আবুল ওয়ালীদ এবং বিশ্র (র).....আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ -

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি” (৬ : ৮২) এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ বললেন, ‘আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করে নি?’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -

“নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম ।” (৩১ : ১৩)

২৪. بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ -

২৪. পরিচ্ছেদ : মুনাফিকের আলামত

৩২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ .

৩২ সুলায়মান আবুর রাবী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ; ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ; এবং ৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে ।

৩৩ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِمَّنْهُنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ -

৩৩ কাবীসা ইব্ন ‘উকবা (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাঁটি মুনাফিক । যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায় । ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে ; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে ; এবং ৪. বিবাদে লিগু হলে অশ্লীল গালি দেয় । শু‘বা আ‘মাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন ।

২৫. بَابُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ -

২৫. পরিচ্ছেদ : লায়লাতুল কদরে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

৩৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩৪ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদর-এ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

২৬. بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ -

২৬. পরিচ্ছেদ : জিহাদ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

৩৫ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انْتَبِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا إِيْمَانًا بِيٍّ وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوْ دِدْتُ إِنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلُ .

৩৫ হারমীয়া ইব্ন হাফ্‌স (র).....আবু যুর'আ ইব্ন 'আমর ইব্ন জারীর (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনব তার সওয়াব বা গনীমত (ও সওয়ার) সহ কিংবা তাকে জান্নাতে দাখিল করব।

আর আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোন সেনাদলের সাথে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা পসন্দ করি যে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

২৭. بَابُ تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ -

২৭. পরিচ্ছেদ : রমযানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংগ

৩৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩৬ ইসমাঈল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

২৮. بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ إِحْتِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ -

২৮. পরিচ্ছেদ : সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন ঈমানের অংগ

৩৭ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩৭ ইবন সালাম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

২৯. بَابُ الدِّينِ يُسْرَ -

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَيْفَةُ السُّخَّةُ -

২৯. পরিচ্ছেদ : দীন সহজ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচাইতে পসন্দনীয় হল দীন-ই হানীফিয়া যা সহজ সরল

৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّتُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَنَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَرُّهُ مِنَ الدَّلْجَةِ .

৩৮ আবদুস সালাম ইবন মুতাহহার (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই দীন সহজ-সরল। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।

৩০. بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ -

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ يَغْنَى صَلَاتُكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

৩০. পরিচ্ছেদ : সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

আর আল্লাহর বাণী : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ আল্লাহ এরূপ নন যে তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করবেন। (২ : ১৪৩) অর্থাৎ বায়তুল্লাহর নিকট (বায়তুল মুকাদ্দস মুখী হয়ে) আদায় করা তোমাদের সালাতকে তিনি নষ্ট করবেন না।

۳۹ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِمْ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قَبْلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قَبْلَ الْبَيْتِ انْكُرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُولَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ .

৩৯ 'আমর ইব্ন খালিদ (র).....বারা (ইব্ন 'আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদীনায হিজরত করে সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তাঁর নানাদের গোত্র [আবু ইসহাক (র) বলেন] বা মামাদের গোত্রে এসে ওঠেন। তিনি ষোল-সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তাঁর পসন্দ ছিল যে, তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহর দিকে হোক। আর তিনি (বায়তুল্লাহর দিকে) প্রথম যে সালাত আদায় করেন, তা ছিল আসরের সালাত এবং তাঁর সঙ্গে একদল লোক উক্ত সালাত আদায় করেন। তাঁর সঙ্গে যারা সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন লোক বের হয়ে এক মসজিদে মুসল্লীদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তখন রুকু'র অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন : “আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এইমাত্র আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সঙ্গে মক্কার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এসেছি। তখন তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায়ই বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলেন। রাসূলে করীম ﷺ যখন বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে সালাত আদায় করতেন তখন ইয়াহুদীদের ও আহলি-কিতাবদের কাছে এটা খুব ভাল লাগত ; কিন্তু তিনি যখন বায়তুল্লাহর দিকে (সালাতের জন্য) তাঁর মুখ ফিরালেন তখন তারা এর প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হল।

যুহায়র (র) বলেন, আবু ইসহাক (র) বারা' (রা) থেকে আমার কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথাও রয়েছে যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বেশ কিছু লোক ইন্তিকাল করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে আমরা কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না, তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ .

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সালাতকে (যা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে আদায় করা হয়েছিল) বিনষ্ট করবেন না।

৩১. بَابُ: حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ يَكْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا -

৩১. পরিচ্ছেদ : উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ

মালিক (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়, আল্লাহ তা'আলা তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেন। এরপর শুরু হয় প্রতিদান; একটি সৎ কাজের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; আর একটি মন্দ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ প্রতিফল। অবশ্য আল্লাহ যদি মাফ করে দেন তবে ভিন্ন কথা।

৪০. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا .

৪০. ইসহাক ইবন মানসূর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর কায়ম থাকে তখন সে যে নেক আমল করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লেখা হয়। আর সে যে মন্দ কাজ করে তার প্রত্যেক-টির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই মন্দ লেখা হয়।

৩২. بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْوَمُهُ -

৩২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়

৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَتْ هَذِهِ قُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَتْ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একবার তাঁর কাছে আসেন, তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : ‘ইনি কে?’ আয়িশা (রা) উত্তর দিলেন, অম্লক মহিলা, এ বলে তিনি তাঁর সালাতের উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘থাম, বুখারী শরীফ (১) — ৫

তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা ক্লান্ত হয়ে পড়। আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল তা-ই, যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।

২২. بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَتُقْصَانِهِ -

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَزِدْنَهُمْ هُدًى- وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ.

৩৩. পরিচ্ছেদ : ঈমানের বাড়া-কমা

আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী : আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ : ১৩) যাতে মু'মিনদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। (৭৪ : ৩১) তিনি আরও ইরশাদ করেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। (৫ : ৩) পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেওয়া হলে তা অসম্পূর্ণ হয়।

৪২ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ إِيْمَانٍ مَّكَانٍ مِنْ خَيْرٍ .

৪২ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, আবান (র).....কাতাদা (র).....আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নেকী (খির)-এর স্থলে 'ঈমান' শব্দটি রিওয়ায়ত করেছেন।

৪৩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّهُ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا . قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

৪৩ হাসান ইবনুস সাব্বাহ্ (রা)..... ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহুদী তাঁকে বলল : হে আমীরুল মু‘মিনীন ! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহুদী জাতির উপর নাযিল হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।” (৫ : ৩)

‘উমর (রা) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী করীম ﷺ এর উপর নাযিল হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন ‘আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুম‘আর দিন।

৩৪. بَابُ الزُّكَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزُّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ .

৩৪. পরিচ্ছেদ : যাকাত ইসলামের অঙ্গ

আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : “তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে, যাকাত দিতে। আর এ—ই সঠিক দীন।” (৯৮ : ৫)

৪৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو أَبِي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ الرَّأْسِ نَسَمِعُ نَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَاذًا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَامٌ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ .

৪৪ ইসমাঈল (র).....তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজ্দবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পারছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত’। সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো সালাত আছে?’ তিনি বললেন : ‘না, তবে নফল আদায় করতে পার।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘আর রমযানের সিয়াম।’ সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো সওয়াব আছে?’ তিনি বললেন : ‘না, তবে নফল আদায় করতে পার।’ বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো দেয় আছে?’ তিনি বললেন : ‘না, তবে নফল হিসেবে দিতে পার।’

বর্ণনাকারী বলেন, ‘সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন; ‘আল্লাহর কসম! আমি এর চেয়ে বেশীও করব না এবং কমও করব না।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘সে সফলকাম হবে যদি সত্য বলে থাকে।’

২৫. بَابُ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

৩৫. পরিচ্ছেদ : জানাযার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ

৪৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَقْرِغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحْدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪৫ আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আলী আল-মানজুফী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার সালাত-ই-জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।

‘উসমান আল-মুয়াযযিন (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬. بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُمْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ -

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانٍ جِبْرِيلُ

وَمِكَائِيلَ وَيُذَكِّرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ الْأُمُومِينَ وَلَا أَمِنَهُ الْأُمُنَافِقُ وَمَا يُحْذَرُونَ مِنَ الْإِسْرَارِ عَلَى النَّقَاتِلِ
وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

৩৬. পরিচ্ছেদ : অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা
ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন : আমার আমলের সাথে যখন আমার কথা তুলনা করি, তখন
আশঙ্কা হয়, আমি না মিথ্যাবাদী হই। ইব্ন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আমি নবী করীম
ﷺ -এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, যারা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয়
করতেন। তাঁরা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরীল (আ) ও মীকাঈল (আ) -এর
তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণিত, নিফাকের ভয় মু'মিনই করে
থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিত থাকে। তওবা না করে পরস্পর লড়াই
করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

“এবং তারা (মুত্তাকীরা) যা করে ফেলে, জেনে শুনে তার (শুনাহর) পুনরাবৃত্তি করে না।” (৩ : ১৩৫)

৪৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمَرْجِنَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরা (র).....যুবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু ওয়াইল (র)-
কে মুরজিআ" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'উদ) আমার কাছে বর্ণনা
করেছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা
কুফরী।

৪৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِبَلِيلَةِ
الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاخَى فَلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ إِنْ تَمَسَّوْهَا فِي السَّبْعِ وَالتَّسْعِ وَالْخَمْسِ .

৪৭ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র).....উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ
লায়লাতুল কদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলমান পরস্পর বিবাদ করছিল।
তিনি বললেন : আমি তোমাদের লায়লাতুল কদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন
অমুক অমুক বিবাদে লিপ্ত থাকায় তা (নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর হয়তো বা
এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা অনুসন্ধান কর ২৭, ২৯ ও ২৫তম রাতে।

১. একটি বাতিল ফিরকা, যাদের মত হল, ভাল হোক বা মন্দ কোন আমলের মূল্য নেই এবং ঈমান আনার পর কোন
শুনাহ ক্ষতিকর নয়।

২৭. بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْإِيمَانِ ، وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ -

وَبَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ لَوْفِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .

৩৭. পরিচ্ছেদ : জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন

জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন আর তাঁকে দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর উত্তর। তারপর তিনি বললেন : জিবরীল (আ) তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। তিনি এসব বিষয়কে দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈমান সম্পর্কে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিবরণ দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .

“কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না। (৩ : ৮৫)

৪৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ، قَالَ مَا الْإِسْلَامُ ، قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ ، قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْأَيْلِ الْبُهِمُ فِي الْبُتْيَانِ فِي خُمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةُ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُبُّهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ .

৪৮ মুসাদ্দাদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জনসমক্ষে বসে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ‘ঈমান কি?’ তিনি বললেন : ‘ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।’ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইসলাম কি?’ তিনি বললেন : ‘ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে

শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযান-এর সাওম পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইহসান কি?' তিনি বললেন : 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন : 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি : বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অটালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.....الْآيَةُ

'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট.....।' (৩১ : ৩৪)

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন : 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জীবরীল (আ)। লোকদেরকে তাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন।'

আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

بَابُ ٣٨

৩৮. পরিচ্ছেদ :

৪৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ مِرْقَلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبُ لَا بِسَخَطِهِ أَحَدٌ .

৪৯ ইবরাহীম ইবন হামযা (র).....আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু সুফিয়ান ইবন হারব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্ল তাঁকে বলেছিল, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা (ঈমানদারগণ) সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি উত্তর দিয়েছিলে, তারা সংখ্যায় বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপার এরূপই থাকে যতক্ষণ না তা পূর্ণতা লাভ করে। আর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, কেউ তাঁর দীন গ্রহণ করার পর তা অপসন্দ করে মুরতাদ হয়ে যায় কি-না? তুমি জবাব দিয়েছ, 'না।' প্রকৃত ঈমান এরূপই, ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপসন্দ করে না।

بَابُ ٣٩ فَضْلٌ مِّنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

৩৯. পরিচ্ছেদ : দীন রক্ষাকারীর ফযীলত

৫০ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ .

৫০ আবু নু'আয়ম (র).....নুমান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, 'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় - যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আব্দাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল কলব।

১০. بَابُ آدَاءِ الْخُمْسِ مِنَ الْإِيمَانِ -

৪০. পরিচ্ছেদ : গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

৫১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَّالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا رِبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُّضَرٍّ فَمَرْنَا بِأَمْرِ فَصَلِّ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَدَّاءَ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَآيَتَاءَ الزُّكَاةَ ، وَصِيَامَ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالِدُبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزْفَتِ ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ ، وَقَالَ

أَحْفَظُوهُمْ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

৫১ আলী ইব্নুল জা'দ (র).....আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-র সঙ্গে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন : তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে কিছু অংশ দেব। আমি দু' মাস তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তারপর একদিন তিনি বললেন, আবদুল কায়স-এর একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কোন্ কওমের? অথবা বললেন, কোন্ প্রতিনিধিদলের? তারা বলল, 'রাবী' আ গোত্রের।' তিনি বললেন : মারহাবা সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। (কারণ) আমাদের এবং আপনার মাঝখানে মুযার গোত্রীয় কাফিরদের বাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট হুকুম দিন, যাতে আমরা যাদের পিছনে রেখে এসেছি তাদের জানিয়ে দিতে পারি এবং যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিয়ে বললেন : 'এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কিভাবে হয় তা কি তোমরা জান? তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন : 'তা হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত কায়ম করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের সিয়াম পালন করা; আর তোমরা গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে। তিনি তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তা হলো : সবুজ কলসী, শুকনো লাউয়ের খোল, খেজুর গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরীকৃত পাত্র এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র।' রাবী বলেন, বর্ণনাকারী (মুফত) কখনও المقير উল্লেখ করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই)। তিনি আরো বলেন, তোমরা এগুলো ভালো করে আয়ত্ত্ব করে নাও এবং অন্যদেরও এগুলি জানিয়ে দিও।

১১. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنَّبِيِّ وَالْحِسْبَةِ -

وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَدْخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصُّوْمُ وَالْأَحْكَامُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - عَلَىٰ نَبِيِّهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ .

৪১. পরিচ্ছেদ : আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী

১. এ পাত্রগুলিতে সে সময় মদ প্রস্তুত করা হত।

প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব ঈমান, উযু, সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম এবং অন্যান্য আহকাম সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ .

বলুন প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। (১৭ : ৮৪)

شَاكِلَتِهِ অর্থাৎ নিয়ত অনুযায়ী। মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যা খরচ করে, তা সদকা। নবী ﷺ বলেন, (এখন মক্কা থেকে হিজরত নেই) তবে কেবল জিহাদ ও নিয়ত বাকী আছে।

৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

৫২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হসিলের জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

৫৩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ .

৫৩ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যখন খরচ করে তখন তা হয় তার সদকা স্বরূপ।

৫৪ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ .

৫৪ হাকাম ইবন নাকি' (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।'

১২. **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ النُّصِيْحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِائِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .**

৪২. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর বাণীঃ 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর রেজামন্দীর জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী :

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি তাদের অবিশ্রাম অনুরাগ থাকে। (৯ : ৯১)

৫৫ **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُبَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .**

৫৫ মুসাদ্দাদ (র).....জারীর ইবন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি সালাত কয়েম করার, যাকাত দেওয়ার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার।

৫৬ **حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسُّكِينَةَ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ .**

৫৬ আবু নুমান (র).....যিয়াদ ইবন 'ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুগীরা ইবন শু'বা (রা) যদি ইত্তিকাল করেন সেদিন আমি জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (মিথরে) দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা ভয় কর এক আল্লাহকে যার কোন শরীক নাই, এবং নতুন কোন আমীর না আসা পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ, অনতিবিলম্বে তোমাদের আমীর আসবেন। এরপর জারীর (রা) বললেন, তোমাদের আমীরের জন্য মাগফিরাত কামনা কর, কেননা তিনি ক্ষমা করা

ভালবাসতেন। তারপর বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললাম, আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত আরোপ করলেন : আর সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবে। তারপর আমি তাঁর কাছে এ শর্তের উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম। এ মসজিদের রবের কসম! আমি তোমাদের কল্যাণকামী। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করলেন এবং (মিন্বর থেকে) নেমে গেলেন।

کتابُ الْعِلْمِ

ইল্ম অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كِتَابُ الْعِلْمِ

ইলম অধ্যায়

٤٣ بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا .

৪৩. পরিচ্ছেদ : 'ইলমের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।” (৫৮ : ১১)

মহান আল্লাহর বাণী :

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

হে আমার রব! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর। (২০ : ১১৪)

٤٤. بَابُ مَنْ سَأَلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ -

৪৪. পরিচ্ছেদ : আলোচনায় মশগুল অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আলোচনা শেষ করার পর প্রশ্নকারীর উত্তর প্রদান

٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ
يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ
فَكَرَهُ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قُضِيَ حَدِيثُهُ قَالَ آيُنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا

أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .

৫৭ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) ও ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে লোকদের সামনে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে একজন কেদুঈন এসে প্রশ্ন করলেন, ‘কিয়ামত কবে?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আলোচনায় রত রইলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পসন্দ করেন নি। আর কেউ কেউ বললেন বরং তিনি শুনেই পান নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচনা শেষ করে বললেন : ‘কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?’ সে বলল, ‘এই যে আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ!’ তিনি বললেন : ‘যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।’ সে বলল, ‘কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়?’ তিনি বললেন : ‘যখন কোন কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত লোকের প্রতি ন্যস্ত হয়, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।’

৫৫. بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ -

৪৫. পরিচ্ছেদ : উচ্চস্বরে ‘ইলমের আলোচনা

৫৮ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَا مَا فَادَرَكْنَا وَقَدْ أَرْمَقْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

৫৮ আবু'ন নু'মান (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন, এদিকে আমরা (আসরের) সালাত আদায় করতে দেরী করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযু করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে বললেন : পায়ের গোড়ালিগুলোর (গুহতার) জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন।

৫৬. بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا وَآخِبَرْنَا وَأَنْبَأَنَا وَقَالَ لَنَا الْحَمِيدِيُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَآخِبَرْنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَلِمَةً كَذَا وَقَالَ حَذِيفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوَى عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

৪৬. পরিচ্ছেদ : মুহাদিসের উক্তি : হাদীসানা, আখবারানা ও আশ্বা'আনা মুহাদিসের উক্তি : **انْبَانَا ، اخْبَرْنَا ، حَدَّثْنَا** ; হুমায়দী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন 'উয়ায়না (র) —এর মতে **سمعت** ও **انْبَانَا** , **اخْبَرْنَا** , **حَدَّثْنَا** একই অর্থবোধক । ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, **حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ** 'রাসূলুল্লাহু **ﷺ** আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ; আর তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত ।' শাকীক (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ** 'আমি নবী **ﷺ** থেকে এরূপ উক্তি শুনেছি'..... । হুমায়ফা (রা) বলেন, **حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ** 'রাসূলুল্লাহু **ﷺ** আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন ।' আবু'ল 'আলিয়া (র) ইব্ন 'আক্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **يُرْوَى عَنْ رَبِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ** 'নবী **ﷺ** থেকে, তিনি তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন'... । আনাস (রা) বলেন, **عَنِ النَّبِيِّ ﷺ** 'নবী **ﷺ** থেকে, তিনি বর্ণনা করেন তাঁর রব থেকে'..... । আবু হুরায়রা (রা) বলেন, **عَنِ النَّبِيِّ ﷺ** 'নবী **ﷺ** থেকে, তিনি তোমাদের মহিমময় ও সুমহান রব থেকে বর্ণনা করেন'..... ।

৫৭ **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .**

৫৯ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র)..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** একবার বললেন : গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না । আর তা মুসলিমের উপমা । তোমরা আমাকে বল 'সেটি কি গাছ ?' রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-পালার নাম চিন্তা করতে লাগল । আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ ।' কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম । তারপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহু! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ ?' তিনি বললেন : 'তা হল খেজুর গাছ ।'

৪৭. **بَابُ طَرَحِ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ -**

৪৭. পরিচ্ছেদ : শাগরিদগণের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উস্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা

১. ইমাম বুখারীর মতে এগুলো হাদীস রিওয়ায়াতের সমর্থক পারিভাষিক শব্দ ; মুহাদিসগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে ।

৬০. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثُونِي مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا هِيَ ، قَالَ هِيَ النُّخْلَةُ .

৬০ খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একবার বললেন : 'গাছ-পালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল দেখি, সেটি কি গাছ?' রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছপালার নাম চিন্তা করতে লাগল। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু তা বলতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম।' তারপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ?' তিনি বললেন : 'তা হল খেজুর গাছ।'

৪৮. بَابُ الْقِرَامَةِ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْبِيُّ وَمَالِكُ الْقِرَامَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَامَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ قِرَامَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّلَاةِ يَقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدْنَا فَلَانٌ وَيَقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فَلَانٌ .

৪৮. পরিচ্ছেদ : হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা
হাসান (বসরী), সাওরী এবং মালিক (র)—এর মতে মুহাদ্দিসের সামনে পাঠ করা জায়েয।
কোন কোন মুহাদ্দিস উস্তাদের সামনে পাঠ করার সপক্ষে যিমাম ইবন সা'লাবা (রা)—র হাদীস পেশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ'। রাবী বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পাঠ করা। যিমাম (রা) তাঁর কাণ্ডের কাছে এ নির্দেশগুলো জানান এবং তাঁরা তা গ্রহণ করেন। (ইমাম) মালিক (র) তাঁর মতের সমর্থনে লিখিত দলীলকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, যা লোকদের সামনে পাঠ করা হলে তারা বলে, 'অমুক আমাদের সাক্ষী বানিয়েছেন'। শিক্ষকের সামনে পাঠ করে পাঠক বলে, 'অমুক আমাকে পড়িয়েছেন।'

৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ

عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سَفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسَفْيَانَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَةً سَوَاءً .

৬১ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উস্তাদের সামনে শাগরিদের পাঠ করাতে কোন বাধা নেই। 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন মুহাদিসের সামনে (কোন হাদীস) পাঠ করা হয় তখন حَدَّثَنِي (তিনি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলায় কোন আপত্তি নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু 'আসিমকে মালিক ও সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, 'উস্তাদের সামনে পাঠ করা এবং উস্তাদের নিজে পাঠ করা একই পর্যায়ে।'

৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ نَخْلُ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكَبِّرٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ ، فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكَبِّرُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَجَبَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشَدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَاكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ أَلَا اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ أَلَا اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ أَلَا اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَتَّخِذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقَرَانِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أُمِنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَأَنَا رَسُولٌ مِنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامٌ بِنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدٍ بَنٍ بَكْرِ رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ ثَابِتٍ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا .

৬২ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে বেঁধে রাখল। এরপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ কে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে বসা ফর্সা রঙের ব্যক্তিই হলেন তিনি।'

তারপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র!' নবী করীম ﷺ তাকে বললেন : 'আমি তোমার জগ্জাব দিচ্ছি।' লোকটি বলল, 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন না।' তিনি বললেন, 'তোমার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন কর।'

সে বলল, ‘আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে সকল মানুষের প্রতি রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহ্‌ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহ্‌ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযান) সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহ্‌ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদকা (যাকাত) উসূল করে গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে?’ নবী ﷺ বললেন : ‘আল্লাহ্‌ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ এরপর লোকটি বলল, ‘আমি ঈমান আনলাম আপনি যা (যে শরী‘আত) এনেছেন তার ওপর। আর আমি আমার কণ্ঠের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইব্ন সা‘লাবা, বনী সা‘দ ইব্ন বকর গোত্রের একজন।’

মূসা ও আলী ইব্ন আবদুল হামীদ (র).....আনাস (রা) সূত্রেও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَيْنَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ إِنَّا رَسَوُكَ فَأَخْبَرْنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسَوُكَ أَنْ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكَاةٍ فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسَوُكَ أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسَوُكَ أَنْ عَلَيْنَا حِجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

৬৩ মূসা ইব্ন ইসমা‘ঈল (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনুল করীমে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আমরা পসন্দ করতাম, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে একজন লোক এসে বলল, ‘আমাদের কাছে আপনার একজন দূত গিয়েছে। সে আমাদের খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা‘আলা আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন।’ তিনি বললেন : ‘সে সত্য বলেছে।’ সে বলল, ‘আসমান কে সৃষ্টি করেছেন?’ তিনি বললেন : ‘মহিমময় আল্লাহ্‌ তা‘আলা।’ সে বলল, ‘পৃথিবী ও পর্বতমালা কে সৃষ্টি

করেছেন?’ তিনি বললেন : ‘মহিমময় আল্লাহ তা‘আলা।’ সে বলল, ‘এসবের মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ কে রেখেছেন?’ তিনি বললেন : ‘মহিমময় আল্লাহ তা‘আলা।’ সে বলল, ‘তাহলে যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, যমীন সৃষ্টি করেছেন, পর্বত স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ রেখেছেন, তাঁর কসম, সেই আল্লাহই কি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের উপর পাঁচ ওয়াস্ত সালাত আদায় করা এবং আমাদের মালের যাকাত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।’ তিনি বললেন : ‘সে সত্য বলেছে।’ সে বলল, ‘যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের উপর বছরে একমাস সাওম পালন অবশ্য কর্তব্য।’ তিনি বললেন : ‘সে সত্য বলেছে।’ সে বলল, ‘যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে যার যাতায়াতের সামর্থ্য আছে, তার উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য।’ তিনি বললেন : ‘সে সত্য বলেছে।’ সে বলল, ‘যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ।’ লোকটি বলল, ‘যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আমি এতে কিছু বাড়াবোও না, কমাবোও না। নবী ﷺ বললেন : ‘সে যদি সত্য বলে থাকে তবে অবশ্যই সে জান্নাতে দাখিল হবে।’

৪৯. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْمُنَاقَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنَسٌ نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْأَفَاقِ وَدَايَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاقَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كُتِبَ لِإِمِيرِ السَّرِيَةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৯. পরিচ্ছেদ : শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং ‘আলিম কর্তৃক ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ

আনাস (রা) বলেন, ‘উসমান (রা) কুরআন করীমের বহু কপি তৈরী করিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠান। ‘আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা), ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ও মালিক (র) এটাকে জায়েয মনে করেন। কোন কোন হিজাবাসী ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর এ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন যে, তিনি একটি সেনাদলের প্রধানকে একখানি পত্র দেন এবং তাঁকে বলে দেন, অমুক অমুক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত এটা পড়ো না। এরপর তিনি যখন সে স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকের সামনে তা পড়ে শোনান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ তাদেরকে জানান।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَاهِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَنْ يُدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ يَمَزُقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ .

৬৪ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং তাকে বাহরায়নের গভর্নর-এর কাছে তা পৌছে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহরায়নের গভর্নর তা কিসরা (পারস্য সম্রাট)-এর কাছে দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। [বর্ণনাকারী ইবন শিহাব (র) বলেন] আমার ধারণা ইবন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, (এ ঘটনার খবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদদু'আ করেন যে, তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَسٌ .

৬৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একখানি পত্র লিখলেন অথবা একখানি পত্র লিখতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, তারা (রোমবাসী ও অনারবরা) সীলমোহরযুক্ত ছাড়া কোন পত্র পড়ে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি (মোহর) তৈরী করালেন যার নকশা ছিল مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ আমি যেন তাঁর হাতে সে আংটির ঔজ্জ্বল্য (এখনো) দেখতে পাচ্ছি [ও'বা (র) বলেন] আমি কাতাদা (র) কে বললাম, কে বলেছে যে, তার নকশা مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ছিল? তিনি বললেন, 'আনাস (রা)।

৫০. بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا -

৫০. পরিচ্ছেদ : মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফাঁক দেখে সেখানে বসা

৬৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوْقًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ﷺ قَالَ لَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .

৬৬ ইসমাঈল (র).....আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মসজিদে বসেছিলেন; তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনজন লোক এলেন। তন্মধ্যে দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এলেন এবং একজন চলে গেলেন। আবু ওয়াকিদ (রা) বলেন, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তাঁদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অন্যজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিস শেষ করে (সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে) বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব? তাদের একজন আল্লাহর দিকে এগিয়ে এসেছে তাই আল্লাহ তাকে স্থান দিয়েছেন। অন্যজন (ভীড় ঠেলে অগ্রসর হতে অথবা ফিরে যেতে) লজ্জাবোধ করেছে, তাই আল্লাহও তার ব্যাপারে (তাকে শক্তি দিতে এবং রহমত থেকে বঞ্চিত করতে) লজ্জাবোধ করেছেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

৫১. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رَبُّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

৫১. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর বাণী : যাদের কাছে হাদীস পৌছান হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারী-র) চাইতে বেশী মুখস্থ রাখতে পারে

৬৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِسْهَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ سَوَى إِسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النُّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فَيَوْمِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ .

৬৭ মুসাদ্দাদ (র).....আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী করীম ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, (মিনায়) তিনি তাঁর উটের ওপর বসেছিলেন। একজন লোক তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তিনি বললেন : 'আজ কোন্ দিন?' আমরা চুপ থাকলাম এবং ধারণা করলাম যে, এ দিনটির আলাদা কোন নাম তিনি দেবেন। তিনি বললেন : "এটা কুরবানীর দিন নয় কি?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন : 'এটা কোন্ মাস?' আমরা চুপ থাকলাম এবং ধারণা করতে লাগলাম যে, তিনি হয়ত এর (প্রচলিত) নাম

ছাড়া অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন : ‘এটা যিলহজ্জ নয় কি?’ আমরা বললাম, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন : (জেনে রাখ) ‘তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের এ মাস, তোমাদের এ শহর, আজকের এ দিন সম্মানিত। এখানে উপস্থিত ব্যক্তি (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার থেকে বেশী মুখস্থ রাখতে পারবে।’

৫২. **بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -** وَدَرُّوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، وَقَالَ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمُ الصُّمُصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي الْفُزُّ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لَأَنْفُذْتُهَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُتِبُوا رَبَّانِيَيْنِ حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ فَقَهَاءُ، وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِفَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ -

৫২. পরিচ্ছেদ : কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী

আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ : **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** “সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।” (৪৭ : ১৯)

এখানে আল্লাহ তা‘আলা ইলমের কথা আগে বলেছেন। আলিমগণই নবীগণের ওয়ারিস। তাঁরা ইলমের ওয়ারিস হয়েছেন। তাই যে ইলম হাসিল করে সে বিরাট অংশ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাঁকে ভয় করে (৩৫ : ২৮)। আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন : **وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ** “আলিমগণ ছাড়া তা কেউ বুঝে না।” অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

তারা বলবে, ‘যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামী হতাম না (৬৭ : ১০)। আরো ইরশাদ করেন :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“বল, যাদের ইল্ম আছে এবং যাদের ইল্ম নেই তারা কি সমপর্যায়ের ?” (৩৯ : ৯)

নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইল্ম অর্জিত হয়। আবু যর (রা) তাঁর ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী ধর, এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা আমার ওপর সে তরবারী চালাবার আগে আমি একটু কথা বলতে পারব, যা নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি, তবে অবশ্যই আমি তা বলে ফেলব। নবী করীম ﷺ—এর বাণী : উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **كونوا ربربانين** (তোমরা রব্বানী হও)। এখানে **ربانين** মানে প্রজ্ঞাবান, আলিম ও ফকীহগণ। আরো বলা হয় **رباني** সে ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন।

৫২. **بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا -**

৫৩. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ায-নসীহতে ও ইল্ম শিক্ষা দানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে

৬৮ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .**

৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে ওয়ায-নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

৬৯ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا .**

৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে না, মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।

৫৪. **بَابُ مَنْ جَعَلَ لِاهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً -**

৫৪. পরিচ্ছেদ : ইল্ম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা

৭০ **حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ**

فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِأَلْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

৭০ 'উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র).....আবু ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইব্ন মাস'উদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের ওয়ায-নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বলল, 'হে আবু আবদুর রহমান! আমার মন চায়, যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহত করেন। তিনি বললেন : এ কাজ থেকে আমাকে যা বিরত রাখে তা হল, আমি তোমাদের ক্লান্ত করতে পসন্দ করি না। আর আমি নসীহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য রাখি, যেমন নবী ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন আমাদের ক্লান্তির আশংকায়।

৫৫. بَابٌ مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ -

৫৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন

৭১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَانِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .

৭১ সাঈদ ইব্ন 'উফায়র (র).....হুমায়দ ইব্ন 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বক্তৃতারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহ্ই দানকারী। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৫৬. بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ -

৫৬. পরিচ্ছেদ : ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন

৭২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى بِجُمَارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِثْلُهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْفَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ .

৭২ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সফরে মদীনা পর্যন্ত

ইবন 'উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি মাত্র হাদীস রেওয়ায়েত করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। তারপর তিনি বললেন : গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের ন্যায়। তখন আমি বলতে চাইলাম যে, তা হল খেজুর গাছ, কিন্তু আমি ছিলাম উপস্থিত সবার চাইতে বয়সে ছোট। তাই চুপ করে রইলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : 'গাছটি হলো খেজুর গাছ।'

৫৭. **بَابُ الْأَغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَقَالَ عُمَرُ تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَعْدَ أَنْ تُسَوِّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ كِبَرِ سِنِهِمْ -**

৫৭. পরিচ্ছেদ : ইল্ম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ

'উমর (রা) বলেন, তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই জ্ঞান হাসিল করে নাও। আবু 'আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, আর নেতা বানিয়ে দেওয়ার পরও, কেননা নবী ﷺ -এর সাহাবীগণ বয়োবৃদ্ধকালেও ইল্ম শিক্ষা করেছেন

৭৩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَى هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا .

৭৩ হুমায়দী (র).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেবলমাত্র দু'টি ব্যাপারেই ঈর্ষা করা যায়; (১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন, এরপর তাকে হক পথে অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দেন; (২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

৫৮. **بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا -**

৫৮. পরিচ্ছেদ : সমুদ্রে খিযর (আ)-এর কাছে মুসা (আ)-এর যাওয়া

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : **هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا** (আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন)। (১৮ : ৬৬)

৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ

بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ لَأَكْرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ غَزْوَجُلُ فِي كِتَابِهِ .

৭৪ মুহাম্মদ ইবন গুরায়র আয-যুহরী (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং ছর ইবন কায়স ইবন হিসন আল-ফায়ারী মূসা (আ)-এর সঙ্গে সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিলেন। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন খিয়র। ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে উবাইদ ইবন কা'ব (রা) যাচ্ছিলেন। ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন : আমি ও আমার এ ভাই মতবিরোধ পোষণ করছি মূসা (আ)-এর সেই সঙ্গীর ব্যাপারে যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মূসা (আ) আল্লাহর কাছে পথের সন্ধান চেয়েছিলেন—আপনি কি নবী ﷺ-কে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের কোন এক মজলিসে হাযির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে জানেন কি?' মূসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন : হ্যাঁ, আমার বান্দা খিয়র।' অতঃপর মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করার রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা মাছকে তার জন্য নিশানা বানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলা হল, তুমি যখন মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন ফিরে আসবে। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে। তখন তিনি সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসরণ করতে লাগলেন। মূসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী যুবক বললেন, (কুরআন মজীদে ভাষায় :)

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ لَأَكْرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا .

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।.....মূসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (১৮ : ৬৩-৬৪)

তাঁরা খিয়রকে পেলেন। তাদের ঘটনা তা-ই, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

৫৯. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ -

৫৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ - এর উক্তি : হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন
 ৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَنْتُ رَسُولَ
 اَللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ .

৭৫ আবু মা'মর (র).....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিন।'

৬০. بَابُ مَتَى يَصْبِحُ سِمَاعُ الصَّغِيرِ -

৬০. পরিচ্ছেদ : বালকদের কোন্ বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়
 ৭৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِمَنْى إِلَى
 غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْإِتَانَ تَرْتَعُ فَدْخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ .

৭৬ ইসমা'ঈল (র).....'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বালিগ হবার নিকটবর্তী বয়সে একবার একটি মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন কোন দেওয়াল সামনে না রেখেই মিনায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আমি কোন এক কাতারের সামনে দিয়ে গেলাম এবং মাদী গাধাটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি কাতারের ভেতর ঢুকে পড়লাম কিন্তু এতে কেউ আমাকে নিষেধ করলেন না।

৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجْهًا فِي وَجْهِهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ .

৭৭ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....মাহমূদ ইবনুর-রাবী' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মনে আছে, নবী ﷺ একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক।

৬১. بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ -

وَدَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ

৬১. পরিচ্ছেদ : ইলম হাসিলের জন্য বের হওয়া

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) একটি মাত্র হাদীসের জন্য 'আবদুল্লাহ্ ইবন উনায়স (রা)-এর কাছে এক মাসের পথ সফর করে গিয়েছিলেন।

۷۸ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيفٍ قَاضِي حِمصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرُ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَرَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرُّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أَبِي نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحَوْتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحَوْتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَّبِعُ أَثَرِ الْحَوْتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ قَتَى مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَتَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ . قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ .

[৭৮] হিম্স নগরের কাথী আবুল কাসিম খালিদ ইব্ন খালীযি (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এবং হর ইব্ন কায়স ইব্ন হিসন আল-ফারারী মূসা (আ)-র সঙ্গী ব্যাপারে বাদানুবাদ করছিলেন। তখন উবাইদ ইব্ন কা'ব (রা) তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন : আমি ও আমার এ ভাই মূসা (আ)-র সেই সঙ্গী ব্যাপারে মতবিরোধ করছি, যার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান চেয়েছিলেন—আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে স্মরণ করেন ?

উবাইদ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর প্রসঙ্গে বলতে স্মরণ করেনি যে, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাইলের কোন এক মজলিসে হাযির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার তুলনায় অধিক জানী বলে জানেন?' মূসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-র কাছে ওহী পাঠালেন : 'হ্যাঁ, আমার বান্দা বিয়র।' এরপর তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মাছকে তার নিশানা বানিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দেওয়া হল, 'যখন তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন তুমি প্রত্যাবর্তন করবে। তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে।' তিনি সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। যা হোক, মূসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী যুবকটি বললেন : (পবিত্র কুরআনের ভাষায় :)

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَتَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ .

“আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা (বলতে) ভুলে গিয়েছিলাম। আর শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল” (১৮ : ৬৩)।.....মূসা

(আ) বললেন : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدُّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا “আমরা সে স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম।” (১৮ : ৬৪)

তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। শেষে তাঁরা খিয়র (আ)-কে পেয়ে গেলেন। তাঁদের (পরবর্তী) ঘটনা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে বর্ণন করেছেন।

৬২. بَابُ فَضْلِ مَنْ عِلِمَ وَعَلِمَ -

৬২. পরিচ্ছেদ : ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফযীলত

৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَانْتَبَتِ الْكَلَاءُ وَالْعُشْبُ الْكَثِيرُ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَابُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَتَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَ لَا تَنْتَبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعِلِمَ وَ عِلْمَ وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَ لَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَقُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَ كَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَعْيَلُوهُ الْمَاءَ وَ الصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِيُّ مِنَ الْأَرْضِ .

৭৯ মুহাম্মদ ইব্নুল-‘আলা (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা আমাকে যে হিদায়ত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল ব্যক্তির ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি ওষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুণতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা‘আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ তা‘আলা আমাকে যা দিয়ে ধারণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপনকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত -যে সে দিকে মাথা তুলে তাঁকায়ই না এবং আল্লাহর যে হিদায়ত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।

আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন : ইসহাক (র) আবু উসামা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন : قَبِلَتْ এর স্থলে قَبِلَتْ (আটকিয়ে রাখে) ব্যবহার করেছেন। ع হল এমন ভূমি যার উপর পানি জমে থাকে। আর الصَّفْصَفُ হল সমতল ভূমি।

৬২. **بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ -**

৬৩. পরিচ্ছেদ : ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার

রাবী‘আ (র) বলেন, ‘যার কাছে কিছুমাত্র ইলম আছে, তার উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা

৮০. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا .

৮০. ইমরান ইব্ন মায়সারা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হল : ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটবে, মদপান ব্যাপক হবে এবং ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়বে।

৮১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ . وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيمُ الْوَاحِدُ .

৮১. মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের কাছে আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হল : ইলম কমে যাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে তত্ত্বাবধায়ক।

৬৪. **بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ -**

৬৪. পরিচ্ছেদ : ইলমের ফযীলত

৮২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هَمَزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى أَنَّى لَارَى الرِّىَ يَخْرُجُ فِى أَظْفَارِى ، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ .

৮২. সাঈদ ইব্ন ‘উফায়র (র).....ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পিয়লা দুধ আনা হল। আমি তা পান করলাম (তার পরিতৃপ্তি আমার সর্বান্তে ছড়িয়ে পড়ল।) এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে,

৬৫. পরিচ্ছেদ : প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া

৮৩ ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ~~সঃ~~ বিদায় হজ্জের দিনে মিনায় মানুষের (প্রশ্নের উত্তর দানের) জন্য (বাহনের উপর) বসা ছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করছিল। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি ভুলবশত কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : যবেহ কর, কোন ক্ষতি নেই। আর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভুলবশত কঙ্কর নিষ্ক্ষেপের আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কঙ্কর ছুঁড়ো, কোন অসুবিধা নেই।

৬৬. পরিচ্ছেদ : হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান

৮৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হজ্জের সময় নবী ﷺ-কে (নানা বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হল। কোন একজন বলল : আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : কোন অসুবিধা নেই। আর এক ব্যক্তি বলল : আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন : কোন অসুবিধা নেই (যেহেতু ভুলবশতঃ করা হয়েছে)।

৪৫ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرَجُ ، فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ .

৮৫ মাঈ ইবন ইবরাহীম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : (শেষ যামা-নায়) ‘ইলম তুলে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফিতনার প্রসার ঘটবে এবং ‘হারাজ’ বেড়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ‘হারাজ’ কী? তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : ‘এ রকম’। যেন তিনি এর দ্বারা ‘হত্যা’ বুঝিয়েছিলেন।

৪৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تَصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ أَيْهَ . فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشَى فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَتْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أَرِيْتُهُ إِلَّا أَرَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَأَوْجَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ ، يُقَالُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤَقِّنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجْبِنَا وَاتَّبِعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ .

৮৬ মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি বললাম, ‘মানুষের কি হয়েছে?’ তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন (দেখ, সূর্য গ্রহণ লেগেছে)। তখন সকল লোক (সালাতে কুসূফ আদায়ের জন্য) দাঁড়িয়ে রয়েছে। আয়িশা (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করলেন, ‘হ্যাঁ।’ এরপর আমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি (সালাত এত দীর্ঘ ছিল যে,) আমার বেহুঁশ হয়ে পড়ার উপক্রম হল। তাই আমি মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। পরে (সালাত শেষে) নবী ﷺ আল্লাহর হাম্দ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন : যা কিছু আমাকে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানেই দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখেছি। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, ‘তোমাদেরকে কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ন্যায় (কঠিন) পরীক্ষা অথবা তার কাছাকাছি।’

ফাতিমা (রা) বলেন, আসমা (রা) مثل (অনুরূপ) শব্দ বলেছিলেন, না قریب (কাছাকাছি) শব্দ, তা ঠিক আমার মনে নেই। (কবরের মধ্যে) বলা হবে, ‘এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান?’ তখন মু‘মিন ব্যক্তি বা মু‘কিন

(বিশ্বাসী) ব্যক্তি [ফাতিমা (রা) বলেন] আসমা (রা) এর কোন্ শব্দটি বলেছিলেন ঠিক আমার মনে নেই, বলবে, ‘তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আল্লাহর রসূল। আমাদের কাছে মুজিয়া ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ।’ তিনবার একরূপ বলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমাও, আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর ওপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) ফাতিমা বলেন, আসমা কোন্টি বলেছিলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না – বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে (তাঁর সম্পর্কে) কি যেন বলতে শুনেছি, তাই আমিও তাই বলেছি।

৬৭. ۶۷. بَابُ تَحْرِيزِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وُدِّعَ مِنْهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحَوَارِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِرْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ -

৬৭. পরিচ্ছেদ : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফাযত করা এবং পরবর্তীদেরকে তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর উৎসাহ দান।

মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (র) বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের কাওমের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।

۸۷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتْرَجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مِنَ الْقَوْمِ قَالُوا رِبِيعَةٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى ، قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وُدِّعَ نَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحَدَّهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَّهُ ، قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ ، وَآتَاءُ الزُّكَاةَ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الثَّمَنِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْفَتِ ، قَالَ شُعْبَةُ رَبِّمَا قَالَ النَّقِيرُ رَبِّمَا قَالَ الْمُقِيرُ قَالَ إِحْفَظُوهُ وَآخِبُوهُ مَنْ وُدِّعَ كُمْ .

৮৭ ‘মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একদিন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর কাছে এলে, তিনি বললেন : তোমরা কোন্ প্রতিনিধি দল? অথবা বললেন: তোমরা কোন্ গোত্রের? তারা বলল, ‘রাবী’আ গোত্রের। তিনি বললেন : ‘মারহাবা। এ গোত্রের প্রতি অথবা

এ প্রতিনিধি দলের প্রতি, এরা কোনরূপ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, ‘আমরা বহু দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে কাফিরদের এই ‘মুযার’ গোত্রের বাস। আমরা শাহর-ই-হারাম ছাড়া আপনার কাছে আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন, যা আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের কাছে পৌছাতে এবং তার ওসীলায় আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারি।’ তখন তিনি তাদের চারটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন : এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা কিরূপে হয় জান ? তারা বলল : ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।’ তিনি বললেন : ‘তা হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়ম করা, যাকাত দেওয়া এবং রমযান-এর সিয়াম পালন করা আর তোমরা গনীমাতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে।’ আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো লাউয়ের খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র ব্যবহার করতে। শু’বা বলেন, কখনও (আবু জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরী পাত্রের কথাও বলেছেন আবার তিনি কখনও (النقيير)-এর স্থলে (المقيير) বলেছেন। রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের পৌছে দাও।

৬৮. بَابُ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْئَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ -

৬৮. পরিচ্ছেদ : উদ্ভূত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া

৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِيَّابِ بْنِ عَزِيزٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالتَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ففَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

৮৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র).....উকবা ইব্নুল হারিস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি আবু ইহাব ইব্ন আযীয (র)-এর কন্যাকে বিবাহ করলে তাঁর কাছে একজন স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি উকবা (রা)-কে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে (আবু ইহাবের কন্যাকে) দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রা) তাকে বললেন : আমি জানি না যে, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ। আর (ইতিপূর্বে) তুমি আমাকে একথা জানাও নি। এরপর তিনি মদীনায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ কথার পর তুমি কিভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে ? এরপর উকবা তাঁর স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল।

৬৯. بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ -

৬৯. পরিচ্ছেদ : পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা

৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوَيْتُهُ فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَنْتُمْ هُوَ فَقَزَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطْلَقْكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ لَا أُدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ .

৮৯ ‘আবুল ইয়ামান (র) ও ইব্ন ওহব (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনি উমায়্যা ইব্ন যায়দের মহল্লায় বাস করতাম। এ মহল্লাটি ছিল মদীনার উঁচু এলাকায় অবস্থিত। আমরা দু’জনে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হতাম। তিনি একদিন আসতেন আর আমি একদিন আসতাম। আমি যেদিন আসতাম, সেদিনের ওহী প্রভৃতির খবর নিয়ে তাঁকে পৌছে দিতাম। আর তিনি যেদিন আসতেন সেদিন তিনি অনুরূপ করতেন। এরপর একদিন আমার আনসারী সঙ্গী তাঁর পালার দিন এলেন এবং (সেখান থেকে ফিরে) আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করতে লাগলেন। (আমার নাম নিয়ে) বলতে লাগলেন, তিনি কি এখানে আছেন? আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর দিকে গেলাম। তিনি বললেন, এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে [রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন]। আমি তখন (আমার কন্যা) হাফসা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি বললেন, ‘আমি জানি না।’ এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম : আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : ‘না।’ আমি তখন ‘আল্লাহ আকবার’ বলে উঠলাম।

৭০. بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ -

৭০. পরিচ্ছেদ : অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়ায-নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা

৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَكَادُ أَتْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوَّلُ بِنَا فَلَانٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي

مَوْعِظَةً أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُتَفَرِّقُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنْ فِيهِمْ الْمَرِيضُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯০ মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর (র)..... আবু মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি সালাতে (জামাতে) शामिल হতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুব লম্বা করে সালাত আদায় করেন। [আবু মাস'উদ (রা) বলেন,] আমি নবী ﷺ কে কোন ওয়াযের মজলিসে সেদিনের তুলনায় বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। (রাগত স্বরে) তিনি বললেন : হে লোক সকল ! তোমরা মানুষের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি কর। অতএব যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে।

৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا أَوْ قَالَ وَعَاءٌ هَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادِّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَةُ الْأَيْلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّتْ وَجْهَهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ .

৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তার বাঁধনের রশি অথবা বললেন, থলে-ঝুলি ভাল করে চিনে রাখ। এরপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাক। তারপর (মালিক পাওয়া না গেলে) তুমি তা ব্যবহার কর। এরপর যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। সে বলল, 'হারানো উট পাওয়া গেলে?' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন রেগে গেলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : 'উট নিয়ে তোমার কি হয়েছে? তার তো আছে পানির মশক ও শক্ত পা। পানির কাছে যেতে পারে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে পারে। তাই তাকে ছেড়ে দাও, যাতে তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।' সে বলল, 'হারানো বকরী পাওয়া গেলে?' তিনি বললেন, 'সেটি তোমার, নয়ত তোমার ভাইয়ের, নয়ত বাঘের।'

৯২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حَذَافَةٌ فَقَالَ مِنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৯২ মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ কে কয়েকটি অপসন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা যখন বেশী হয়ে গেল, তখন তিনি রেগে গিয়ে লোকদের বললেন : 'তোমরা আমার কাছে যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর।' এক ব্যক্তি বলল, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেন : 'তোমার পিতা হুযাফা।' আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে?' তিনি বললেন : তোমার পিতা হল শায়বার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম।' তখন হযরত 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার অবস্থা দেখে বললেন : 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করছি।'।

৭১. بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحَدِّثِ -

৭১. পরিচ্ছেদ : ইমাম বা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা

৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلَوْنِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ، ثَلَاثًا فَسَكَتَ .

৯৩ আবুল ইয়ামান (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেন : 'তোমার পিতা হুযাফা।' এরপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর।' 'উমর (রা) তখন হাঁটু গেড়ে বসে বললেন : 'আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিন্তে গ্রহণ করে নিয়েছি।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হলেন।

৭২. بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيَفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا وَقَوْلُ الزُّنْدَرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا .

৭২. পরিচ্ছেদ : ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিনবার বলা

নবী করীম ﷺ বলেন : 'মিথ্যা কথা থেকে সাবধান!' এ কথাটি তিনি বারবার বলতে লাগলেন। ইবন 'উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ (বিদায় হজ্জে) বলেছেন : আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا .

৯৪ 'আবদা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন।

৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا .

৯৫ 'আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন যাতে তা বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন তিনি কোন কওমের নিকট এসে সালাম করতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম করতেন।

৯৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكْنَا وَقَدْ أَرَهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

৯৬ মুসাদ্দাদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে রয়ে গেলেন। এরপর তিনি আমাদের নিকট এমন সময় পৌছলেন যখন আমাদের সালাতুল আসরের প্রস্তুতিতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওযু করতে গিয়ে আমাদের পা মোটামুটিভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন : 'পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকার জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।' তিনি একথা দু'বার কিংবা তিনবার বললেন।

৭৩. بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَآهْلَهُ

৭৩. পরিচ্ছেদ : আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান

৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشُّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَاءُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يَرْكَبُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِلَى الْمَدِينَةِ .

৯৭ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....আবু বুরদা (র), তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে : (১) আহলে কিতাব--যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর

ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হুক আদায় করে এবং তার মালিকের হুকও (আদায় করে)। (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দীনী ইলম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমের (র) (তাঁর ছাত্রকে) বলেন, তোমাকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম, অথচ আগে এর চাইতে ছোট হাদীসের জন্যও লোকে (দূর-দূরান্ত থেকে) সওয়ার হয়ে মদীনা আসত।

৭৪. بَابُ عِظَةِ الْأِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ

৭৪. পরিচ্ছেদ : আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া

৯৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطُ وَالْخَاتِمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرْفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ اسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৯৮ সুলায়মান ইবন হারব (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে সাক্ষ্য রেখে বলছি, অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারী 'আতা (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাসকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী করীম ﷺ (ঈদের দিন পুরুষের কাতার থেকে) বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ মনে করলেন যে, দূরে থাকার কারণে তাঁর ওয়ায মহিলাদের কাছে পৌঁছে নি। তাই তিনি (পুনরায়) তাঁদের নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দুল ও হাতের আংটি দিয়ে দিতে লাগলেন। আর বিলাল (রা) সেগুলি তাঁর কাপড়ের আঁচলে নিতে লাগলেন। ইসমাঈল (র) 'আতা (র) সূত্রে বলেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে সাক্ষী রেখে বলছি।

৭৫. بَابُ الْحَرَمِ عَلَى الْحَدِيثِ -

৭৫. পরিচ্ছেদ : হাদীসের প্রতি আশ্রয়

৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ .

٧٦. بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ أَنْظِرْنَا مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَبَهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَفْسُوا الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا.

‘উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) মদীনায আবু বকর ইব্ন হাযম (র)—এর কাছে এক পত্রে লিখেন : খোঁজ কর, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যে হাদীস পাও তা লিখে নাও । আমি ইলম লোপ পাওয়ার এবং আলিমদের বিদায় নেওয়ার আশংকা করছি এবং জেনে রাখ, নবী করীম ﷺ —এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ইলমের প্রচার—প্রসার করা, আর তারা যেন একত্রে বসে (ইলমের চর্চা করে), যাতে যে জানে না সে শিক্ষা লাভ করতে পারে । কারণ ইলম গোপনীয় বিষয় না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না ।

١٠٠ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلَمَاءُ .

১০০ 'আলা' ইব্ন 'আবদুল জব্বার (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতে উমর ইব্ন আবদুল-আযীয (র)-এর উপরোক্ত হাদীসে 'আলিমগণের বিদায় নেওয়া' পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

١٠١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَرَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ
 الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
 قَالَ الْفَرَبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ .

১০১ ইসমাঈল ইব্ন আবু উওয়ায়স (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার অন্তর থেকে ইল্ম বের

করে উঠিয়ে নেবেন না ; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইল্ম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিম বাকী থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে।

ফিরাবরী (র) বলেন, আব্বাস (র).....হিশাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৭. بَابُ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ -

৭৭. পরিচ্ছেদ : ইল্ম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায়?

১০২ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَ هُنَّ فَكَانَ فِيهِمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مَنَكُنَّ امْرَأَةً تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَأَثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَأَثْنَتَيْنِ .

১০২ আদম (র).....আবু সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মহিলারা একবার নবী করীম ﷺ-কে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চাইতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি সন্তান আগেই পাঠাবে, তার জন্য জাহান্নামের পর্দাস্বরূপ হয়ে থাকবে। তখন এক স্ত্রীলোক বলল, আর দু'টি পাঠালে? তিনি বললেন : দু'টি পাঠালেও।

১০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكَوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَنْثَ .

১০৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আল-আসবাহানী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এমন তিন সন্তান, যারা সাবালক হয়নি।

৭৮. ১০৪. **بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ -**

৭৮. পরিচ্ছেদ : কোন কথা শুনে না বুঝলে জানার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা
 ১০৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حُسِبَ عَذَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرًا ، قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ .

১০৪ সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র).....ইবন আবু মুলায়কা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) কোন কথা শুনে বুঝতে না পারলে ভালভাবে না বুঝা পর্যন্ত বার বার প্রশ্ন করতেন। একবার নবী করীম ﷺ বললেন, “(কিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে।” ‘আয়িশা (রা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্ তা’আলা কি ইরশাদ করেন নি, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا (তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে) (৮৪ : ৮)। তখন তিনি বললেন : তা কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে।

৭৯. ১০৫. **بَابُ لِيُبْلَغَ الْعِلْمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -**

৭৯. পরিচ্ছেদ : উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইল্ম পৌছে দেবে

ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেন।

১০৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذُنُّ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أُذْنًا ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُهَا اللَّهُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذَنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا آذَنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرُو ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا تُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ .

১০৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু শুরায়হ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ‘আমর ইবন সাঈদ (মদীনার গভর্নর)-কে বললেন, যখন তিনি মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন-- ‘হে আমীর! আমাকে

অনুমতি দিন, আমি আপনাকে এমন একটি হাদীস শুনাব, যা মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। আমার দু' কান তা শুনেছে, আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে, আর আমার দু' চোখ তা দেখেছে। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন : মক্কাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। তাই যে লোক আল্লাহর উপর এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা এবং সেখানকার কোন গাছপালা কাটা হালাল নয়। কেউ যদি রাসূলুল্লাহর (সেখানকার) লড়াইকে দলীল হিসেবে পেশ করে তবে তোমরা বলে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু তোমাদের অনুমতি দেন নি। আমাকেও সে দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আগের মতো আজ আবার এর নিষেধাজ্ঞা ফিরে এসেছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (এ বাণী) পৌঁছে দেয়।' তারপর আবু শুরায়হ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার এ হাদীস শুনে 'আমর কি বলল?' (আবু শুরায়হ (রা) উত্তর দিলেন) সে বলল : 'হে আবু শুরায়হ ! (এ বিষয়ে) আমি তোমার চাইতে ভাল জানি। মক্কা কোন বিদ্রোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেয় না।'

১০৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلْ بُلِّغَتْ مَرَّتَيْنِ .

১০৬ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র).....আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের জান, তোমাদের মাল --বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন, 'আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন : এবং তোমাদের মান-সম্মান (অন্য মুসলমানের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদা সম্পন্ন। শোন, (আমার এ বাণী যেন) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, তা-ই (তাবলীগ) হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার করে বললেন, হে লোক সকল ! 'আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?'

১. ۸. بَابُ إِثْمٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৮০. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর উপর মিথ্যারোপ করার গুনাহ

১০৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِجِ النَّارَ .

১০৭ আলী ইবনুল জা'দ (র)..... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১০৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَنْ وَفَلَنْ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৮ আবুল ওয়ালীদ (র).....আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতা যুবায়রকে বললাম : আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন : 'জেনে রাখ, আমি তাঁর থেকে দূরে থাকিনি, কিন্তু (হাদীস বর্ণনা করি না এজন্য যে,) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

১০৯ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسُ أَنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৯ আবু মা'মার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এ কথাটি তোমাদেরকে বহু হাদীস বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেয় যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

১১০ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ هُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১১০ মাকী ইবন ইবরাহীম (র).....সালমা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

১১১ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسْمَوُا بِإِسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي ، وَمَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمُّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১১১ মূসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : 'আমার নামে তোমরা নাম রেখ; কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) তোমরা উপনাম রেখ না। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতির ন্যায় রূপ ধারণ করতে পারে না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘হত্যা’ বলেছেন না ‘হাতী’ বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবু নু‘আয়ম সন্দেহ পোষণ করেন। অন্যেরা শুধু ‘হাতী’ শব্দ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মক্কাবাসীদের উপর

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মু'মিনগণকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয়ী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারো জন্য মক্কা (নগরীতে লড়াই করা) হালাল করা হয়নি এবং আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রাখ, তাও আমার জন্য দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হয়েছিল। আরো জেনে রাখ যে, আমার এই কথা বলার মুহূর্তে আবার তা হারাম হয়ে গেছে। সেখানকার কোন কাঁটা ও কোন গাছপালা কাটা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না। তবে ঘোষণা করার জন্য নিতে পারবে। আর যদি কেউ নিহত হয়, তবে তার আপনজনের জন্য দুটি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রয়েছে। হয় তার 'দিয়াত' নিবে নয় 'কিসাস' গ্রহণ করবে। এরপর ইয়ামানবাসী এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাহাবীদের) বললেন : তোমরা তাকে (আবু শাহকে) লিখে দাও। তারপর একজন কুরায়শী [আব্বাস (রা)] বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হতে ইযখির বাদ রাখুন। কারণ তা আমরা আমাদের ঘরে ও কবরে ব্যবহার করি।' নবী ﷺ বললেন, 'ইযখির ছাড়া, ইযখির ছাড়া।'১

১১৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنْبِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১১৪ 'আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্য 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে আমার চাইতে বেশী হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না। মা'মর (র) হাম্মাম (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ اتَّوْنِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قَوْمُوا عَنِّي وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ .

১১৫ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন : 'আমার কাছে কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরবর্তীতে তোমরা আর ভ্রান্ত না হও।' উমর (রা) বললেন, 'নবী ﷺ-এর রোগ-যজ্ঞা প্রবল হয়ে গেছে (এমতাবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তাঁর কষ্ট হবে)। আর আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব রয়েছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ

করা উচিত নয়।’ এ পর্যন্ত বর্ণনা করে ইব্ন আব্বাস (রা) (যেখানে বসে হাদীস বর্ণনা করছিলেন সেখান থেকে) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, ‘হায় বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ ! রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে যা বাধ সেধেছে।’

৪২. بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ -

৮২. পরিচ্ছেদ : রাতে ইলম শিক্ষাদান এবং ওয়ায-নসীহত করা

১১৬ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ح وَعَمْرُو وَيْحَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ قُرْبُ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ .

১১৬ সাদাকা, ‘আমর ও ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক রাতে নবী করীম ﷺ ঘুম থেকে জেগে বলেন : সুবহানআল্লাহ! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে আসছে এবং কতই না জাগর খুলে দেওয়া হচ্ছে! অন্য সব ঘরের মহিলাগণকেও জানিয়ে দাও, ‘বহু মহিলা যারা দুনিয়ায় বস্ত্র পরিহিতা, তারা আখিরাতে হবে বস্ত্রহীনা।’

৪২. بَابُ السَّمْرِ فِي الْعِلْمِ -

৮৩. পরিচ্ছেদ : রাতে ইলমের আলোচনা করা

১১৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنْ رَأَسَ مِائَةَ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْهُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ .

১১৭ সাঈদ ইব্ন ‘উফায়র (র).....‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর জীবনের শেষের দিকে আমাদের নিয়ে ‘ইশার সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরাবার পর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা কি এ রাতের সম্পর্কে জান? বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ আর বাকী থাকবে না।

১১৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْتٌ فِي بَيْتِ خَالَتِي مِثْمُونَةَ بَيْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا قِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

العِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيْمُ أَوْ كَلِمَةً تُشَبِّهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيظَهُ أَوْ خَطِيظَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

১১৮ আদম (র).....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা)-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করছিলাম। নবী ﷺ তাঁর পালার রাতে সেখানে ছিলেন। নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাক'আত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন : বালকটি কি ঘুমিয়ে গেছে ? বা এ ধরনের কোন কথা বললেন। তারপর (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও তাঁর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। পরে আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। এরপর শুয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হলেন।

৪৬. بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ -

৮৪. পরিচ্ছেদ : ইলম মুখস্থ করা

১১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُوَانِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنْ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ .

১১৯ 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : লোকে বলে, আবু হুরায়রা (রা) বড় বেশী হাদীস বর্ণনা করে। (জেনে রাখ,) কিতাবে দু'টি আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

“আমি সেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয় কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ওরাই

তারা, যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (২ : ১৫৯-১৬০) (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা জমা-জমির কাজে মশগুল থাকত। আর আবু হুরায়রা (রা) (খেয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখস্থ করত না সে তা মুখস্থ রাখত।

১২০. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْشَاءُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَّمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ .

১২০ আবু মুস‘আব আহমদ ইবন আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই।’ তিনি বললেন : তোমার চাদর খুলে ধর। আমি তা খুলে ধরলাম। তিনি দু’হাত অঙ্গুলী করে তাতে কিছু টেলে দেওয়ার মত করে বললেন : এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।

১২১. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَذَا وَقَالَ غَرَفَ بِيَدَيْهِ فِيهِ .

১২১ ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (র)..... ইবন আবু ফুদায়ক (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে সে চাদরের মধ্যে (কিছু) দিলেন।

১২২. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَاءَ يَنْ فَا مَأْ أَحَدُهُمَا فَبَشَّتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشَّتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْعُومُ مَجْرَى الطَّعَامِ .

১২২ ইসমা‘ঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইলমের দুটি পাত্র মুখস্থ করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেওয়া হবে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত بلعوم শব্দের অর্থ খাদ্যনালী।

৪০. بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ -

৮৫. পরিচ্ছেদ : আলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চুপ করানো

১২৩. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِبِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

১২৩ হাজ্জাজ (র).....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন : ‘আমার পরে তোমরা কাফির (এর মত) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে।’

৪১. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ -

৮৬. পরিচ্ছেদ : আলিমের জন্য মুস্তাহাব এই যে, তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় : সবচাইতে জ্ঞানী কে? তখন তিনি ইহা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবেন।

১২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ نَوَّاهُ الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَارَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصُّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصُّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًى بِثُوبٍ أَوْ قَالَ تَسْجَى بِثُوبٍ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنْتَ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَمْنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عِلْمَكَ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَتَفَرَّقَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ

فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةٍ هَذَا الْعُصْفُورُ فِي الْبَحْرِ
فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْأَوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ
فَخَرَقْتَهَا لِتُفْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ
أَمْرِي عُسْرًا قَالَ فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ، فَأَنْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ فَآخَذَ الْخَضِرُ
بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَأَقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ - قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ
إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ، قَالَ ابْنُ عِيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ ، فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ
اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ
الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتُ لَأَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقْصُرَ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ
ثَنَابِهِ عَلَى بْنِ خَشْرَمٍ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عِيْنَةَ بِطَوْلِهِ .

১২৪ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (র).....সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইবন 'আব্বাস (রা)-কে বললাম, নাওফ আল-বাকালী দাবী করে যে, মূসা (আ) [যিনি খায়ির (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি] বনী ইসরাঈলের মূসা নন বরং তিনি অন্য এক মূসা। (একথা শুনে) তিনি বললেন : আব্বাহর দূশমন মিথ্যা বলেছে। উবাইদ ইবন কা'ব (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন : মূসা (আ) একবার বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সবচাইতে জ্ঞানী কে ? তিনি বললেন, 'আমি সবচাইতে জ্ঞানী।' মহান আব্বাহ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি ইল্মকে আব্বাহর প্রতি ন্যস্ত করেন নি। তারপর আব্বাহ তাঁর নিকট এ ওহী পাঠালেন : দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী। তিনি বলেন, 'ইয়া রব! কিভাবে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?' তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও। এরপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং ইউশা' ইবন নুন নামক তাঁর একজন খাদিমও তাঁর সাথে চলল। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। চলার পথে তাঁরা একটি বৃহৎ পাথরের কাছে এসে, সেখানে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি (জীবিত হয়ে) থলে থেকে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মূসা (আ) ও তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। এরপর তাঁরা তাঁদের বাকী রাতটুকু এবং পরের দিনভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা নিয়ে এস, আমরা আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর মূসা (আ)-কে যে স্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। তারপর তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য

করছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি?’ মূসা (আ) বললেন, ‘আমরা তো সেই স্থানটিই খুঁজছিলাম।’ তারপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের কাছে পৌঁছে, কাপড়ে আবৃত (বর্ণনাকারী বলেন,) কাপড় মুড়ি দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খাযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা থেকে এল! তিনি বললেন, ‘আমি মূসা।’ খাযির জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বনী ইসরাঈলের মূসা (আ)?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, ‘আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন?’ খাযির বললেন, ‘তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। হে মূসা (আ)! আল্লাহর ইল্মের মধ্যে আমি এমন এক ইল্ম নিয়ে আছি যা তিনি আমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ইল্মের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি জানি না।’ মূসা (আ) বললেন, ‘আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না। তারপর তাঁরা দুজন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁদের কাছ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সঙ্গে তাদের আরোহণ করিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। তারা খাযিরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে দুই-একবার সমুদ্রে তার ঠোট মারল। খাযির বললেন, ‘হে মূসা (আ)! আমার ইল্ম এবং তোমার ইল্ম (সব মিলেও) আল্লাহর ইল্ম থেকে সমুদ্র থেকে চড়ুই পাখির ঠোটে যতটুকু পানি এসেছে ততটুকু পরিমাণও কমাতে পারবে না।’ এরপর খাযির নৌকার তক্তাগুলির মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা আমাদের ভাড়া ছাড়া আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করলেন?’ খাযির বললেন, ‘আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবে না?’ মূসা (আ) বললেন, ‘আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।’ বর্ণনাকারী বলেন, ইহা মূসা (আ)-এর প্রথমবারের ভুল। তারপর তাঁরা উভয়ে (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলছিল। খাযির তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিদ্র করে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, ‘আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন কোন হত্যার অপরাধ ছাড়াই?’ খাযির বললেন ‘আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না?’ ইবন ‘উয়ায়না (র) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে বেশী জোরালো। তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। খাযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি খাড়া করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, ‘আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।’ তিনি বললেন, ‘এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।’ নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ তা‘আলা মূসার ওপর রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবার করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।

মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আলী ইবন খাশরাম সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) এ হাদীসটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

৪৭. بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا -

৮৭. পরিচ্ছেদ : আলিমের বসা থাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা

১২৫ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ أَحَدُنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১২৫ উসমান (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কোন্টি, কেননা আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশীভূত হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, সে ছিল দাঁড়ানো। এরপর তিনি বললেন : 'আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য যে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাস্তায়।'

৪৮. بَابُ السُّؤَالِ وَالْفَتْيَا عِنْدَ رَمَى الْجِمَارِ -

৮৮. পরিচ্ছেদ : কংকর মারার সময় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা

১২৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ إِرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ أَنْحَرَ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

১২৬ আবু নু'আয়ম (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখলাম, জামরার নিকট তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি।' তিনি বললেন : 'কংকর মার, তাতে কোন ক্ষতি নেই।' অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা মুড়ে ফেলেছি।' তিনি বললেন : 'কুরবানী করে নাও, কোন ক্ষতি নেই।' বস্তুত আগে পিছু করার যে কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন : 'কর, কোন ক্ষতি নেই।'

৪৯. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

৮৯. পরিচ্ছেদ : আব্দুল্লাহ তা'আলার বাণী, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا তোমাদেরকে ইল্ম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই

১২৭ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَلِيمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرْبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرُّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَرٌّ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَائَتِنَا .

১২৭ কায়স ইবন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একখানি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, 'তাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর।' আর একজন বলল, 'তাকে কোন প্রশ্ন করো না, হয়ত এমন কোন জওয়াব দিবেন যা তোমরা পসন্দ করো না।' আবার তাদের কেউ কেউ বলল, 'তাকে আমরা প্রশ্ন করবই।' তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবুল কাসিম! রুহ কী?' রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি বললেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।" (১৭ : ৮৫)

আ'মাশ (র) বলেন, এভাবেই আয়াতটিকে আমাদের কিরাআতে অুতীতুম পড়া হয়েছে।

৯০. بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فِيهِمْ بَعْضُ النَّاسِ فَيَقْعُوا فِي أَشَدِّ مَنَةٍ -

৯০. পরিচ্ছেদ : কোন কোন মুস্তাহাব কাজ এই আশঙ্কায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে ভুল বুঝতে পারে এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিশ্রান্তিতে পড়তে পারে

১২৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَأَنَّكَ عَانِشَةٌ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثْتُكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَانِشَةُ لَوْلَا أَنْ

قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ .

১২৮ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র).....আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবনু যুবায়র (রা) আমাকে বললেন, ‘আয়িশা (রা) তোমাকে অনেক গোপন কথা বলতেন। বল তো কা’বা সম্পর্কে তোমাকে কী বলেছেন ? আমি বললাম, তিনি আমাকে বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : ‘আয়িশা! তোমাদের কণ্ঠম যদি (ইসলাম গ্রহণে) নতুন না হত, ইবন যুবায়র বলেন : কুফর থেকে; তবে আমি কা’বা ভেঙ্গে ফেলে তার দু’টি দরজা বানাতাম। এক দরজা দিয়ে লোক প্রবেশ করত আর এক দরজা দিয়ে বের হত। (পরবর্তীকালে মক্কার আধিপত্য পেলে) তিনি এরূপ করেছিলেন।

১১. بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا تَوَنَّى قَوْمٌ كَرَاهِيَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا -
وَقَالَ عَلَى حَدِيثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ -

৯১. পরিচ্ছেদ : বুঝতে না পারার আশংকায় ইলম শিক্ষায় কোন এক কণ্ঠম বাদ দিয়ে আর এক কণ্ঠম বেছে নেওয়া।

আলী (রা) বলেন, ‘মানুষের কাছে সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পসন্দ কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক ?

۱۲۹ حَدَّثَنَا بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرْبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ .

১২৯ এ হাদীস উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

۱۳۰ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مِشْأَمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيقُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِذَا يَتَكَلَّمُوا وَ أَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْلَمًا .

১৩০ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মু‘আয (রা) নবী ﷺ-এর পিছনে সাওয়াবীতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি তাকে ডাকলেন, হে মু‘আয ইবন জাবাল! মু‘আয (রা) উত্তর দিলেন, ‘আমি হাযির ইয়া রাসূলান্নাহ্ এবং (আপনার আদেশ পালনের জন্য) প্রস্তুত। তিনি ডাকলেন, মু‘আয! মু‘আয (রা) উত্তর দিলেন, আমি হাযির, ইয়া রাসূলান্নাহ্ এবং প্রস্তুত।’ তিনি আবার ডাকলেন, মু‘আয। তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি হাযির ইয়া রাসূলান্নাহ্ এবং প্রস্তুত’। এরূপ তিনবার করলেন।

এরপর বললেন : যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল’—তার জন্য আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু‘আয (রা) বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি মানুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?’ তিনি বললেন, ‘তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।’ মু‘আয (রা) (জীবনভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইল্ম গোপন রাখার) গুনাহ না হয়।

১৩১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ ذَكَرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ لَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّبُوا .

১৩১ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মু‘আয (রা)-কে বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ শিরক না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। (এ কথা শুনে) মু‘আয (রা) বললেন, ‘আমি কি লোকদের সুসংবাদ দেব না?’ তিনি বললেন, ‘না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে।’

৯২. بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعَمَ النِّسَاءِ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ -

৯২. পরিচ্ছেদ : ইল্ম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা মুজাহিদ (র) বলেন, ‘লাজুক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করতে পারে না। ‘আয়িশা (রা) বলেন, ‘আনসারদের মহিলারাই উত্তম। লজ্জা তাদের দীনের জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি।

১৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَغْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فِيمَ يَشْبِهُهَا وَلَدَهَا .

১৩২ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে উম্মে সুলায়ম (রা) এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী ﷺ বললেন : ‘হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।’ তখন উম্মে সালমা (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হয় কি?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক!’ (তা না হলে) তার সন্তান তার আকৃতি পায় কিরূপে?’

১৩৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ النُّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قَلَّتْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا .

১৩৩ ইসমাঈল (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : গাছের মধ্যে এমন এক গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা হ'ল মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বল তো সেটা কোন গাছ? তখন লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আর আমার মনে হতে লাগল যে, তা হ'ল খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম।' সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদের তা বলে দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'তা হ'ল খেজুর গাছ।' আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম।' তিনি বললেন, 'তুমি তখন তা বলে দিলে অমুক অমুক জিনিস লাভ করার চাইতে আমি বেশী খুশী হতাম।'

৯৩. بَابُ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

৯৩. পরিচ্ছেদ : নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা

১৩৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُثَنَّى التَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ أَنْ يُسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ .

১৩৪ মুসাদ্দাদ (র)..... 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অধিক পরিমাণে 'মযী' বের হত। তাই এ ব্যাপারে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করার জন্য মিকদাদকে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'এতে কেবল ওযু করতে হয়।'

৯৪. بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفَتْيَا فِي الْمَسْجِدِ -

৯৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে ইলম ও মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা করা

১৩৫ حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ ، وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيَهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ، وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يَلْمَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৩৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের কোথা থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘মদীনাবাসী ইহরাম বাঁধবে ‘যুল-ছলায়ফা’ থেকে, সিরিয়াবাসী ইহরাম বাঁধবে ‘জুহফা’ থেকে এবং নাজদবাসী ইহরাম বাঁধবে ‘করুন’ থেকে। ইব্ন ‘উমর (রা) বলেন, অন্যরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এও বলেছেন : ‘এবং ইয়ামানবাসী ইহরাম বাঁধবে ‘ইয়ালামলাম’ থেকে।’ ইব্ন ‘উমর (রা) বলেছেন, ‘এ কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বুঝে নিতে পারিনি।’

৯০. بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَأَلَهُ -

৯৫. পরিচ্ছেদ : প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাইতে বেশী উত্তর দেওয়া

১৩৬ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُنْسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرَسُ أَوْ الزُّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ .

১৩৬ আদম (র).....ইব্ন ‘উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘মুহরিম কী কাপড় পরবে?’ তিনি বললেন : ‘জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং কুসুম বা যাফরান রঙ্গে রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। জুতা না থাকলে চামড়ার মোজা পরতে পারে, তবে এমনভাবে কেটে ফেলতে হবে যাতে মোজা দু’টি পায়ের গিরার নিচে থাকে।

كِتَابُ الْوُضُوءِ

উষু অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كِتَابُ الْوُضُوءِ

উযু অধ্যায়

৯৬. بَابُ فِي الْوُضُوءِ -

مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ،
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَرَضَ الْوُضُوءِ
مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضُّأُ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا
فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৬. পরিচ্ছেদ : উযুর বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার বাণী : “(হে মু'মিনগণ !) যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে ও তোমাদের মাথায় মসেহ করবে এবং পা গিরা পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।” (৫ : ৬)

আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ বর্ণনা করেছেন : উযুর ফরয হ'ল এক- একবার করে ধোয়া। তিনি দু'-দু'বার করে এবং তিন-তিনবার করেও উযু করেছেন, কিন্তু তিনবারের বেশী ধৌত করেন নি। পানির অপচয় করা এবং নবী ﷺ-এর আমলের সীমা অতিক্রম করাকে উলামায়ে কিরাম মাকরুহ বলেছেন।

৯৭. بَابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ -

৯৭. পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ حَضَرَ مَوْتَ مَا أَحْدَثَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَسَاءَ أَوْ ضَرَّاطٌ .

১৩৭ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-হানযালী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ‘যে ব্যক্তির হাদস হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে উযু করে। হাযরা-মাওতের এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আবু হুরায়রা ! হাদস কী?’ তিনি বললেন, ‘নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া।’

৯৮. بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْفَرْغِ الْمُحْجِلُونَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ -

৯৮. পরিচ্ছেদ : উযুর ফযীলত এবং উযুর প্রভাবে যাদের উযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে

১৩৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نَعِيمِ الْمُجَمِّرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ أُمْتِيَ يَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ .

১৩৮ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র).....নু‘আয়ম মুজমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে মসজিদের ছাদে উঠলাম। তারপর তিনি উযু করে বললেন : ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, উযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।’

৯৯. بَابُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشُّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ -

৯৯. পরিচ্ছেদ : সন্দেহের কারণে উযু করতে হয় না যতক্ষণ না (উযু ভঙ্গের) নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে

১৩৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكََا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

১৩৯ ‘আলী (র).....‘আব্বাদ ইব্ন তামীম (র)-এর চাচা থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন : সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।

১০০. بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ

১০০. পরিচ্ছেদ : হালকাভাবে উযু করা

۱۴۰ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَرَبُّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ح ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنْ مَعْلَقٍ وَضَوًّا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرُو وَيَقْلِلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوَ مِمَّا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرَبُّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرِو إِنْ نَاسًا يَقُولُونَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَنَامَ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رَأَيْتُ الْأَنْبِيَاءَ وَحَى ، ثُمَّ قَرَأَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ .

১৪০ ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ (র).....ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ ঘুমিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন। সুফিয়ান (র) আবার কখনো বলেছেন, তিনি শুয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের আওয়ায হতে লাগল। এরপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। অন্য সূত্রে সুফিয়ান (র) ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি এক রাতে আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত কাটালাম। রাতে নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠলেন এবং রাতের কিছু অংশ চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঝুলন্ত মশক থেকে হাঙ্কা উযু করলেন। রাবী ‘আমর (র) বলেন যে, হাঙ্কাভাবে ধুলেন, পানি কম ব্যবহার করলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, তখন তিনি যেভাবে উযু করেছেন আমিও সেভাবে উযু করলাম এবং এসে তাঁর বাঁয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুফিয়ান (র) কখনো কখনো يسار (বাম) শব্দের স্থলে شمال বলতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এরপর আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতে থাকল। এরপর মুয়াযযিন এসে তাঁকে সালাতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তার সঙ্গে সালাতের জন্য রওয়ানা হলেন এবং সালাত আদায় করলেন, কিন্তু উযু করলেন না। আমরা ‘আমর (র)-কে বললাম : লোকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না। তখন ‘আমর (র) বললেন, ‘আমি উবায়দ ইব্ন ‘উমায়র (র)-কে বলতে শুনেছি, নবীগণের স্বপ্ন ওহী। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন - إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ‘আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি।’ (৩৭ : ১০২)।

১০১. بَابُ اسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اسْبَاغُ الْوُضُوءِ الْإِنْقَاءُ -

১০১. পরিচ্ছেদ : পূর্ণরূপে উষু করা

ইবন উমর (রা) বলেন, 'ভালভাবে পরিষ্কার করাই হল পূর্ণরূপে উষু করা।'

১৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُرْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ، فَأَسَبَّغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৪১ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফার ময়দান থেকে রওয়ানা হলেন। গিরিপথে গিয়ে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে পেশাব করলেন। এরপর উষু করলেন কিন্তু উত্তমরূপে উষু করলেন না। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত আদায় করবেন কি?' তিনি বললেন : 'সালাতের স্থান তোমার সামনে।' তারপর তিনি আবার সওয়ার হলেন। এরপর মুযদালিফায় এসে সওয়ারী থেকে নেমে উষু করলেন। এবার পূর্ণরূপে উষু করলেন। তখন সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হল। তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর সকলে তাদের অবতরণস্থলে নিজ নিজ উট বসিয়ে দিল। পুনরায় ঈশার ইকামত দেওয়া হল। তারপর তিনি ঈশার সালাত আদায় করলেন এবং উভয় সালাতের মধ্যে অন্য কোন সালাত আদায় করলেন না।

১০২. بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

১০২. পরিচ্ছেদ : এক আঁজলা পানি দিয়ে দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া

১৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحَزَائِيُّ مَنصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

১৪২ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উযূ করলেন এবং তার মুখমণ্ডল ধুলেন। এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে একরূপ করলেন অর্থাৎ আরেক হাতের সাথে মিলিয়ে মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে ডান হাত ধুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে তার বাঁ হাত ধুলেন। এরপর তিনি মাথা মসেহ করলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে বাম পা ধুলেন। তারপর বললেন : ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে উযূ করতে দেখেছি।’

১০৩. بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوَقَاعِ -

১০৩. পরিচ্ছেদ : সর্বাবস্থায়, এমনকি সহবাসের সময়েও বিস্মিল্লাহ্ বলা

১৪৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ .

১৪৩ ‘আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে, بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ (আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ্‌ ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ) — তারপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১০৪. بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ -

১০৪. পরিচ্ছেদ : শৌচাগারে কী বলতে হয় ?

১৪৪ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ تَابَعَهُ ابْنُ عَرَبَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَادٍ إِذَا دَخَلَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ .

১৪৪ আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রকৃতির ডাকে শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (“হে আল্লাহ্‌! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার শরণ নির্জি।”) ইবন আব্বাস (রা) ও বা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। গুনদার (র)

ও'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ (যখন শৌচাগারে যেতেন)। মুসা (র) হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, إِذَا دَخَلَ (যখন প্রবেশ করতেন)। সাঈদ ইবন য়াদ (র) 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেন, 'যখন প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন।'

১০৫. بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ -

১০৫. পরিচ্ছেদ : শৌচাগারের কাছে পানি রাখা

১৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأَخْبِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِهِ فِي الدِّينِ .

১৪৫ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য উয়ূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'এটা কে রেখেছে?' তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন : 'ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের জ্ঞান দান করুন।'

১০৬. بَابُ لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَانِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ -

১০৬. পরিচ্ছেদ : মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন কোন আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা।

১৪৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَانِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُولِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .

১৪৬ আদম (র).....আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এই নির্দেশ মদীনার বাসিন্দাদের জন্য)।

১০৭. بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لِبْنَتَيْنِ -

১০৭. পরিচ্ছেদ : দুই ইটের ওপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করা

১৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلْ

الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لَا أُدْرِي وَاللَّهِ قَالَ مَا لَكَ يَعْزِيءُ الذِّي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَا صِقٌ بِالْأَرْضِ .

১৪৭ ‘আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র)..... ‘আবদুল্লাহ্ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘লোকে বলে মল-মুত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না।’ ‘আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন, ‘আমি এক দিন আমাদের ঘরের ছাদের ওপর উঠলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দুটি ইঁটের ওপর তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন। তিনি [ওয়াসি (র)-কে] বললেন, তুমি বোধ হয় তাদের মধ্যে শামিল, যারা নিতম্বের ওপর ভর করে সালাত আদায় করে। আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম! আমি জানি না।’ মালিক (র) বলেন, (নিতম্বের উপর ভর করার অর্থ হলো) যারা সালাত আদায় করে এবং মাটি থেকে নিতম্ব না তুলে সিজদা করে।

১০৮. بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَاَزِ -

১০৮. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের বাইরে যাওয়া

১৪৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنْ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَحْجَبُ نِسَاءً كَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْتِكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزَلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ .

১৪৮ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র)..... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর পত্নীগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে খোলা ময়দানে যেতেন। আর ‘উমর (রা) নবী ﷺ-কে বলতেন, ‘আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দায় রাখুন।’ কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেন নি। এক রাতে ঈশার সময় নবী ﷺ-এর পত্নী সাওদা বিন্ত যাম ‘আ (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়। ‘উমর (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, ‘হে সাওদা! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি।’ পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগ্রহে তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।

১৪৯ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَاَزَ .

১৪৯ 'যাকারিয়া (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : 'তোমাদের প্রয়োজনের জন্য বের হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে।' হিশাম (র) বলেন, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

১০৯. بَابُ التَّبَرُّزِ فِي الْبَيْتِ -

১০৯. পরিচ্ছেদ : ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করা

১৫০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ .

১৫০ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফসা (রা)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শাম-এর দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন।

১৫১ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .

১৫১ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'একদিন আমি আমাদের ঘরের ওপর উঠলাম। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি ইটের উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।

১১০. بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ -

১১০. পরিচ্ছেদ : পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা

১৫২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَأَسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَغْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ .

১৫২ আবুল ওলীদ হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি ও আরেকটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। অর্থাৎ তিনি তা দিয়ে ইস্তিনজা করতেন।

১১১. بَابُ مَنْ حَمَلَ مَعَهُ الْمَاءَ لِطُهُورِهِ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطُّهُورِ وَالْوَسَادِ

১১১. পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি নিয়ে যাওয়া

আবুদ-দারদা (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কি জুতা, পানি ও বালিশ বহনকারী ব্যক্তি

[আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)] নেই?

১০২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَأَسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ

أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ .

১০৩ সুলায়মান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি এবং আমাদের আর একটি ছেলে তাঁর পিছনে পানির পাত্র নিয়ে যেতাম।

১১২. بَابُ حَمْلِ الْعَنْزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ

১১২. পরিচ্ছেদ : ইস্তিন্জার জন্য পানির সাথে (লৌহ ফলকযুক্ত) লাঠি নিয়ে যাওয়া

১০৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ تَابِعُهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنْزَةُ عَصَا عَلَيْهِ رُجٌّ .

১০৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগারে যেতেন তখন আমি এবং একটি ছেলে পানির পাত্র এবং 'আনাযা' নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা ইসতিন্জা করতেন।

নাযর' (র) ও শাযান (র) শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাদীসে বর্ণিত 'আনাযা' (عَنْزَةٌ) শব্দের অর্থ এমন লাঠি যার মাথায় লোহা লাগানো থাকে।

১১৩. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

১১৩. পরিচ্ছেদ : ডান হাতে ইসতিন্জা করার নিষেধাজ্ঞা

১০৫ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ .

১৫৫ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায় তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন ইসতিন্জা না করে।

১১৫. بَابُ لَا يُمَسِّكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ -

১১৪. পরিচ্ছেদ : প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না

১৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ .

১৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে ইসতিন্জা না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

১১৫. بَابُ الْأِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ -

১১৫. পরিচ্ছেদ : পাথর দিয়ে ইসতিন্জা করা

১৫৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا اسْتَنْفَضُ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَاعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اتَّبَعَهُ بِهِنَّ .

১৫৭ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মক্কী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। আর তিনি এদিক-ওদিক তাকাতে না। যখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন : 'আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইসতিন্জা করব।' (বর্ণনাকারী বলেন), বা এ ধরনের কোন কথা বললেন, আর আমার জন্য হাড় বা গোবর আনবে না।' তখন আমি আমার কাপড়ের কোচায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং আমি তাঁর থেকে সরে গেলাম। তিনি প্রয়োজন শেষে সেগুলো ব্যবহার করলেন।

১১৬. بَابُ لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ -

১১৬. পরিচ্ছেদ : গোবর দিয়ে ইসতিন্জা না করা

১৫৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرُّوثَةَ ، وَقَالَ هَذَا رِكَسٌ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

১৫৮ আবু নু'আয়ম (র).....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে আদেশ দিলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টির জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু পেলাম না। তাই একখণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র।

ইবরাহীম ইবন ইউসুফ (র), তার পিতা, আবু ইসহাক (র), 'আবদুর রহমান (র)-এর সূত্রে হাদীসখানা বর্ণনা করেন।

১১৭. بَابُ التَّوَضُّؤِ مَرَّةً مَرَّةً -

১১৭. পরিচ্ছেদ : উষুতে একবার করে ধোয়া

১৫৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً .

১৫৯ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'নবী ﷺ এক উষুতে একবার করে ধুয়েছেন।

১১৮. بَابُ التَّوَضُّؤِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -

১১৮. পরিচ্ছেদ : উষুতে দু'বার করে ধোয়া

১৬০ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ بَنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

১৬০ হুসায়ন ইবন 'ঈসা (র).....'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'নবী ﷺ উষুতে দু'বার করে ধুয়েছেন।

১১৯. بَابُ التَّوَضُّؤِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا -

১১৯. পরিচ্ছেদ : উষুতে তিনবার করে ধোয়া

১৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ

يَزِيدُ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بَنَ عَفَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ ادْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ * وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةُ مَا حَدَّثْتُكُمْوه سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحَسِّنُ وَضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ .

১৬১ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-উওয়ায়সী (র).....হুমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়া উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম উযু করবে, তারপর দু'রাক 'আত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

ইবরাহীম (র).....ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উরওয়া হুমরান থেকে বর্ণনা করেন, 'উসমান (রা) উযু করে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করব। যদি একটি আয়াতে কারীমা না হত, তবে আমি তোমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি সুন্দর করে উযু করবে এবং সালাত আদায় করবে, পরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তার মধ্যবর্তী যত গুনাহ আছে সব মা'ফ করে দেওয়া হবে। 'উরওয়া (র) বলেন, সে আয়াতটি হল :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি তা যারা গোপন করে(২ : ১৫৯)।

১২. بَابُ الْأِسْتِثْنَاءِ فِي الْوُضُوءِ -

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২০. পরিচ্ছেদ : উযুর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা

'উসমান (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَاهُ رِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَيْسَتْ تُنْتَرِ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلَيْوُتِرُ .

১৬২ আবদান (র).....আবু ইদরিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি উযূ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইসতিন্জা করে-সে যেন বেজোড় সংখ্যক টিলা-কুলুখ ব্যবহার করে।

১২১. بَابُ الْإِسْتِجْمَارِ وَتَرٍ

১২১. পরিচ্ছেদ : (ইসতিনজার জন্য) বেজোড় সংখ্যক টিলা-কুলুখ ব্যবহার করা

১৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْتَرَهُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

১৬৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উযূ করে তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয়, এরপর যেন ঝেড়ে নেয়। আর যে ইসতিন্জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক টিলা-কুলুখ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন উযূর পানিতে হাত দুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।

১২২. بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ -

১২২. পরিচ্ছেদ : দু'পা ধোয়া এবং মসেহ না করা

১৬৪ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكْنَا وَقَدْ أَرْمَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

১৬৪ মূসা (র).....আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক সফরে আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে পৌছে গেলেন। তখন আমরা আসরের সালাত শুরু করতে দেবী করে ফেলেছিলাম। তাই আমরা উযূ করছিলাম এবং (তাড়াতাড়ির কারণে) আমাদের পা মসেহ করার মতো হালকাভাবে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন : 'পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে।' দু'বার অথবা তিনবার তিনি একথা বললেন।

১২৩. بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ -

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২৩. পরিচ্ছেদ : উযুতে কুলি করা

ইবন আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

১৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوُضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِيَّانِهِ فغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ادْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرْتُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬৫ আবুল ইয়ামান (রা)..... 'উসমান ইবনে 'আফ্ফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'উসমান (রা)-কে উযূর পানি আনাতে দেখলেন। তারপর তিনি সে পাত্র থেকে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেন। এরপর তাঁর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন। এরপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেললেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, এরপর মাথা মসেহ করলেন। এরপর প্রত্যেক পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন : আমি নবী ﷺ-কে আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করে দু'রাক আত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে কোন বাজে খেয়াল মনে আনবে না, আল্লাহ তা'আলা তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

১২৪. بَابُ غَسْلِ الْأَعْقَابِ -

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ -

১২৪. পরিচ্ছেদ : পায়ের গোড়ালী ধোয়া

ইবনে সীরীন (রা) উযূ করার সময় তাঁর আংটির জায়গা ধুতেন।

১৬৬ حَدَّثَنَا آدمُ بْنُ أَبِي إِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤْنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

১৬৬ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র).....মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা সে সময় পাত্র থেকে উযূ করছিল। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তমরূপে উযূ কর। কারণ আবুল কাসিম রাঃ বলেছেন : পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

১২৫. بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ -

১২৫. পরিচ্ছেদ : চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা ধোয়া কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা

১৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتَكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتَكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، وَرَأَيْتَكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتَكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتَكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلُ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهَيْلَالَ وَلَمْ تَهْلُ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّروِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، وَأَمَا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبِغُ بِهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَصْبِغَ بِهَا ، وَأَمَا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تَتَّبِعَتْ بِهِ رَأِحَتَهُ .

১৬৭ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....‘উবায়দ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে বললেন, ‘হে আবু ‘আবদুর রহমান ! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোন সঙ্গীকে করতে দেখি না।’ তিনি বললেন, ‘ইব্ন জুরায়জ, সেগুলো কি?’ তিনি বললেন, আমি দেখি, (১) আপনি তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামানী দু’টি ব্যতীত অন্য রুকন স্পর্শ করেন না। (২) আপনি ‘সিবতী’ (পশমবিহীন) চপ্পল পরিধান করেন; (৩) আপনি (কাপড়ে) হলুদ রং ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মক্কায় থাকেন লোকে চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধে; কিন্তু আপনি তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) না এলে ইহরাম বাঁধেন না। ‘আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন : রুকনের কথা যা বলেছি, তা এজন্য করি যে আমি রাসূলুল্লাহ্ সঃ -কে ইয়ামানী রুকনদ্বয় ছাড়া আর কোনটি স্পর্শ করতে দেখিনি। আর ‘সিবতী’ চপ্পল, আমি রসূলুল্লাহ্ সঃ -কে পশমবিহীন চপ্পল পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উযূ করতে দেখেছি, তাই আমি তা পরতে ভালবাসি। আর হলুদ রং, আমি রাসূলুল্লাহ্ সঃ -কে তা দিয়ে কাপড় রঙিন করতে দেখেছি, তাই আমিও তা দিয়ে রঙিন করতে ভালবাসি। আর ইহরাম,-- রাসূলুল্লাহ্ সঃ -কে নিয়ে তাঁর সওয়াবী রওনা না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।

১২৬. بَابُ التَّيْمُنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْفُسْلِ -

১২৬. পরিচ্ছেদ : উযু এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা
 [১৬৮] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهْنٌ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ أَبْدَانٌ بِمَيَّامِنِهَا وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهَا .

[১৬৮] মুসাদ্দাদ (র).....উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর কন্যা [যায়নাব (রা)]-কে গোসল করানোর সময় তাঁদের বলেছিলেন : তোমরা তার ডানদিক এবং উযুর স্থান থেকে শুরু কর ।

[১৬৯] حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَلِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْغِيهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

[১৬৯] হাফস ইবন 'উমর (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন ।

১২৭. بَابُ اتِّيمَاسِ الْوُضُوءِ إِذَا حَانَتْ الصَّلَاةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتْ الصُّبْحُ فَاتَّيَسَّ الْمَاءُ فَلَمْ يَوْجَدْ فَنَزَلَ التَّيْمُنُ -

১২৭. পরিচ্ছেদ : সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উযুর পানি তালাশ করা

'আয়িশা (রা) বলেন : একবার ফজরের সময় হল, তখন পানি তালাশ করা হল; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না । তখন তায়াম্মুম (এর আয়াত) নাখিল হল ।

[১৭০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَاتَّيَسَّ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوُضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ .

[১৭০] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল । আর লোকজন উযুর পানি তালাশ করতে লাগল কিন্তু পেল না । তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু পানি আনা হল । রাসূলুল্লাহ ﷺ সে পানি তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে উযু করতে বললেন । আনাস (রা) বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উথলে উঠছে । এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তা দিয়ে উযু করল ।

১২৮. بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ -

وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهَا الْخَيْوُطَ وَالْحِبَالَ -

وَسُودِرَ الْكِلَابِ وَمَعْرَهَا فِي الْمَسْجِدِ -

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي إِنْاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضْوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وَهَذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ -

১২৮. পরিচ্ছেদ : যে পানি দিয়ে মানুষের চুল ধোয়া হয়

‘আতা (র) চুল দিয়ে সুতা এবং রশি প্রস্তুত করায় কোন দোষ মনে করতেন না—

কুকুরের ঝুটা এবং মসজিদের ভিতর দিয়ে কুকুরের যাতায়াত ।

যুহরী (র) বলেন, কুকুর যখন কোন পানির পাড়ে মুখ দেয় এবং সে পানি ছাড়া উষু করার মত অন্য কোন পানি না থাকে, তবে তা দিয়েই উষু করবে । সুফিয়ান (র) বলেন, হুবহু এ

মাসআলাটি বিধৃত হয়েছে আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীতে : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا :

‘তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর ।’ আর এ তো পানিই । কিন্তু অন্তরে যেহেতু কিছু সন্দেহ রয়েছে তাই তা দিয়ে উষু করবে, পরে তায়াম্মুমও করবে ।

১৭১ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ

شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْبَنَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْسٍ أَوْ مِنْ قَبْلِ أَهْلِ أَنْسٍ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةً مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

১৭১ মালিক ইবন ইসমাঈল (র).....ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবীদা (র)-কে বললাম, আমাদের কাছে নবী ﷺ-এর কেশ রয়েছে যা আমরা আনাস (রা)-এর কাছ থেকে কিংবা আনাস (রা)-এর পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছি । তিনি বললেন, তাঁর একটি কেশ আমার কাছে থাকাটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা পাওয়ার চাইতে বেশী পসন্দনীয় ।

১৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ

سِيرِينَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ .

১৭২ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা মুড়িয়ে ফেললে আবু তালহা (রা)-ই প্রথমে তাঁর কেশ সংগ্রহ করেন ।

১২৯. بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ -

১২৯. পরিচ্ছেদ : কুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে

১৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنْ رَسُوهُ اللَّهُ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا .

১৭৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা সাতবার ধুইবে।

১৭৪ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرَوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَادْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْكِلَابُ تُقْبَلُ وَتُدْبَرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْشُونُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

১৭৪ ইসহাক (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : (পূর্ব যুগে) এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পিপাসার তাড়নায় ভিজা মাটি চাটতে দেখতে পেল। তখন সে ব্যক্তি তার মোজা নিল এবং কুকুরটির জন্য কুয়া থেকে পানি এনে দিতে লাগল। এভাবে সে ওর তৃষ্ণা মিটাল। আল্লাহ এর বিনিময় দিলেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করলেন।

আহমদ ইবন শাবী (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় কুকুর মসজিদের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়া করত অথচ এজন্য তাঁরা কোথাও পানি ছিটিয়ে দিতেন না।

১৭৫ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمَعْلَمَ فَقَتَلَ فِكْلًا وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلْ كَلْبِي فَاجِدْ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمِيتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ .

১৭৫ হাফস ইবন উমর (রা).....আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর সম্পর্কে) নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন : তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার ধরতে ছেড়ে দাও, তখন সে হত্যা করলে তা তুমি খেতে পার। আর সে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেললে তুমি তা খাবে না। কারণ সে তা নিজের জন্যই ধরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কখনো কখনো আমি আমার কুকুর (শিকারে) পাঠিয়ে দেই, এরপর তার সাথে অন্য এক কুকুরও দেখতে পাই (এমতাবস্থায় শিকারকৃত প্রাণীর কি হুকুম) ? তিনি বললেন : তাহলে খেও না। কারণ তুমি বিসমিল্লাহ বলেছ কেবল তোমার কুকুরের বেলায়, অন্য কুকুরের বেলায় বিসমিল্লাহ বলনি।

১২. **بَابُ مَنْ لَمْ يَزِ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبْلِ وَالْأُخْرَى لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمَلَةِ يُعِيدُ الوُضُوءَ -**
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ضَجَّكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، وَيَذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرَمَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَتَزَقَّهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جَرَاحَاتِهِمْ، وَقَالَ طَائِفٌ مِنْهُمْ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَاهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمِ وَضُوءٌ، وَعَصْرَ ابْنُ عُمَرَ بِثَرَّةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَيَزِقْ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ أَحْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .

১৩০. পরিচ্ছেদ : সম্মুখ এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য কারণে যিনি উযুর প্রয়োজন মনে করেন না—আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর কারণে : **أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ** অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে (৪ : ৪৩)। 'আতা (র) বলেন, যার পেছনের রাস্তা দিয়ে পোকা বের হয় অথবা যার পুরুষাঙ্গ দিয়ে উকুনের ন্যায় কিছু বের হয়, তার পুনরায় উযু করতে হবে।

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কেউ সালাতের মধ্যে হেসে ফেললে কেবল সালাতই দোহরাবে, পুনরায় উযু করবে না। হাসান (র) বলেন, কেউ যদি চুল অথবা নখ কাটে অথবা তার মোজা খুলে ফেলে তবে তার পুনরায় উযু করতে হবে না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 'হাদাস' ছাড়া আর কিছুতে উযুর প্রয়োজন নেই। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ 'যাতুর রিকা'—এর যুদ্ধে ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হলেন এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, কিন্তু তিনি (সে অবস্থায়ই) রুকু করলেন, সিজদা করলেন এবং সালাত আদায় করতে থাকলেন। হাসান (র) বলেন, মুসলিমগণ সব সময়ই তাদের যখন অবস্থায় সালাত আদায় করতেন এবং তাউস (র), মুহাম্মদ ইবন 'আলী (র), 'আতা (র) ও হিজায়বাসীগণ বলেন, রক্তক্ষরণে উযু করতে হয় না। ইবন 'উমর (রা) একবার একটি ছোট ফোঁড়া টিপ দিলেন, তা থেকে রক্ত বের হল, কিন্তু তিনি উযু করলেন না। ইবন আবু আওফা (রা) রক্ত মিশ্রিত থুথু ফেললেন কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে থাকলেন। ইবন 'উমর (রা) ও হাসান (র) বলেন, কেউ শিঙ্গা লাগালে কেবল তার শিঙ্গা লাগানো স্থানই ধোয়া প্রয়োজন।

حَدَّثَنَا أَبُو إِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ ، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِي مَا الْحَدَّثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ .

[১৭৬] আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যে সময়টা মসজিদে থেকে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, তার সে পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয় যতক্ষণ না সে হাদাস করে । এক অনারব ব্যক্তি বলল, ‘হাদাস কি, আবু হুরায়রা?’ তিনি বললেন, ‘শব্দ করে বায়ু বের হওয়া ।’

[১৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

[১৭৭] আবুল ওয়ালীদ (র).....আবু ইব্ন তামীম (র), তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন : (কোন মুসল্লী) সালাত থেকে ফিরবে না যতক্ষণ না সে শব্দ শুনে বা গন্ধ পায় ।

[১৭৮] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ أَبِي يَعْلَى التُّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ .

[১৭৮] কুতায়বা (র).....মুহাম্মদ ইব্নুল হানফিয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আলী (রা) বলেছেন, আমার বেশী বেশী মযী বের হতো । কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছিলাম । তাই আমি মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন । তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি বললেন : এতে শুধু উযু করতে হয় । হাদীসটি শু‘বা (র) আ‘মশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন ।

[১৭৯] حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبِيَّ بَنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ .

[১৭৯] সা‘দ ইব্ন হাফস (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘উসমান ইব্ন ‘আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : ‘কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু মনী (বীর্য) বের না হয় (তবে তার হুকুম কি)?’ ‘উসমান (রা) বললেনঃ ‘সে উযু করে নেবে যেমন উযু করে থাকে সালাতের জন্য এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে । উসমান (রা) বলেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি । (যায়দ বলেন) তারপর আমি

এ সম্পর্কে 'আলী (রা), যুযায়র (রা), তালহা (রা) ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।।

১৮০. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرْسِلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّنَا أُعْجِلَنَّكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطَتْ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ تَابِعَهُ وَهَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ .

১৮০ ইসহাক ইব্ন মনসূর (র).....আবু সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি চলে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন : 'সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াতাড়ি করতে বাধ্য করেছি।' তিনি বললেন, 'জী।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তুরার কারণে মনী বের না হয় (অথবা বললেন), মনীর অভাবজনিত কারণে তা বের না হয় তবে তোমার উপর কেবল উযু করা জরুরী। ওয়াহুব (র) শু'বা (র) সূত্রে এ রকমই বর্ণনা করেন। তিনি [শু'বা (র)] বলেন, আবু আবদুল্লাহ (র) বলেছেন : গুনদর (র) ও ইয়াহুইয়া (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে বর্ণনায় উযুর কথা উল্লেখ করেন নি।

১২১. بَابُ الرَّجُلِ يُوْضِئُ صَاحِبَهُ -

১৩১. পরিচ্ছেদ : শ্রদ্ধেয় জনকে কোন ব্যক্তির উযু করিয়ে দেওয়া

১৮১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّصَلِي فَقَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ .

১৮১ ইব্ন সালাম (র).....উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আরাফাত থেকে ফিরছিলেন, তখন তিনি একটি গিরিপথের দিকে গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিলেন। উসামা (রা) বলেন, পরে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম আর তিনি উযু করছিলেন। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন : 'সালাতের স্থান তোমার সামনে।'।

১৮২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَصْبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَنَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ .

মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আল-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশক থেকে উযু করলেন। তিনি সুন্দরভাবে উযু করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে তিনি যে রূপ করেছেন তদ্রূপ করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিলেন (এবং তাঁর), ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর বিত্তর আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে মুয়ায্বিন এলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে হাক্কাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

১২২. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغُشَى الْمُثْقَلِ -

১৩৩. পরিচ্ছেদ : পূর্ণ বেহুশী ছাড়া উযু না করা

১৮৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّيْتُ الْغُشَى وَجَعَلْتُ أَصْبُ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُقْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدَكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَمَا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤْمِنِ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجِبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَآمَنَّا الْمُتَّفِقُ أَوْ الْمُتَرَاتِبُ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ .

১৮৪ ইসমাঈল (র).....আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম। তখন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল। দেখলাম সব মানুষ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে এবং 'আয়িশা (রা)-ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে? তিনি তাঁর হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : 'সুবহান আল্লাহ্'! আমি বললাম, এটা কি কোন আলামত? তিনি ইশারা করে বললেন : 'হাঁ'। এরপর আমিও সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি আমাকে সংজ্ঞাহীনতায় আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং আমি আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুসল্লীদের দিকে) ফিরে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন :

“যেসব জিনিস আমি ইতিপূর্বে দেখিনি সেসব আমার এই স্থানে আমি দেখতে পেয়েছি, এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও। আর আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি।” বর্ণনাকারী বলেন : আসমা (রা) কোন্টি বলেছিলেন, আমি জানি না। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে (ফিরিশতা) উপস্থিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি জ্ঞান আছে?” -তারপর ‘মু’মিন,’ বা ‘মু’কিন’ ব্যক্তি বলবে- আসমা ‘মুমিন’ বলেছিলেন না ‘মুকিন’ তা আমি জানি না- ইনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাদের কাছে মু’জিয়া ও হিদায়ত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। তারপর তাকে বলা হবে, নিশ্চিন্তে ঘুমাও। আমরা জানলাম যে, তুমি মু’মিন ছিলে। আর ‘মুনাফিক’ বা ‘মুরতাব’ বলবে,- আমি জানি না। আসমা এর কোন্টি বলেছিলেন তা আমি জানি না- লোকজনকে ঐর সম্পর্কে কিছু একটা বলতে শুনেছি আর আমিও তা-ই বলেছি।

১২৬. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ -

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا، وَسُئِلَ مَالِكٌ أَيُجْزَى أَنْ يَمْسَحَ بَعْضُ الرَّأْسِ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ .

১৩৪. পরিচ্ছেদ : পূর্ণ মাথা মসেহ করা

আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (আর তোমাদের মাথা মসেহ কর) (৫: ৬)। ইবনুল মুসায়্যিব বলেন : স্ত্রীলোকও (এ ক্ষেত্রে) পুরুষের সমপর্যায়ে। সে তার মাথা মসেহ করবে। ইমাম মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, মাথার কিছু অংশ মসেহ করা কি যথেষ্ট হবে? তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করলেন।

১২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَقْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاءٍ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৮৫ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... ইয়াহুইয়া আল-মায়িনী (র) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে (তিনি আমার ইবন ইয়াহুইয়ার দাদা) জিজ্ঞাসা করল : আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করতেন? ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বললেন : হাঁ। তারপর তিনি

পানি আনালেন। হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার তাঁর হাত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। এরপর চেহারা তিনবার ধুইলেন। তারপর দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর দু' হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে এবং পেছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুইলেন।

১২৫. بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

১৩৫. পরিচ্ছেদ : উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া

১৮৬ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وَضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وَضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرُ ثَلَاثَ غُرَفَاتٍ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

১৮৬ মুসা (র).....‘আমর ইব্ন আবু হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাঁদের (দেখাবার) জন্য নবী ﷺ-এর মত উযূ করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধুইলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত ঢুকালেন। তিনবার তাঁর চেহারা মুবারক ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) দুই হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে একবার মাত্র মাথা মসেহ করলেন। তারপর দু' পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন।

১২৬. بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ -

وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأُوا بِفَضْلِ سِوَاكَ -

১৩৬. পরিচ্ছেদ : মানুষের উযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবারকে মিসওয়াক ধোয়া অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করতে নির্দেশ দেন।

১৮৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأَتَى بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصَرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِزَّةٌ وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجَّهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وَجْهِكُمَا وَنَحْوِكُمَا .

১৮৭ আদম (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার দুপুরে নবী ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে উয়ূর পানি এনে দেওয়া হল। তখন তিনি উয়ূ করলেন। লোকে তার উয়ূর ব্যবহৃত পানি নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল। এরপর নবী ﷺ যোহরের দু'রাক'আত এবং 'আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একখানি লাঠি।

আবু মুসা (রা) বলেন : নবী ﷺ একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও চেহারা মুবারক ধুইলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন। তারপর তাদের দু'জন [আবু মুসা (রা) ও বিলাল (রা)]-কে বললেন : 'তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল।'

১৮৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِّنْ بَنِيهِمْ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ .

১৮৮ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মাহমূদ ইবনুর-রবী' (রা) থেকে বর্ণিত, বর্ণনাকারী বলেন : তিনি সে ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কুয়া থেকে পানি নিয়ে কুলির পানি দিয়েছিলেন। তিনি তখন বালক ছিলেন। 'উরওয়া (র) মিসওয়া (র) প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ উভয় বর্ণনা একটি অন্যটির সত্যায়ন করে। নবী ﷺ যখন উয়ূ করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির উপর তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) যেন ছমড়ি খেয়ে পড়তেন।

১২৭. بَابُ

১৩৭. পরিচ্ছেদ :

১৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بَنِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَانِي بِالْبُرْكََةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زُرِّ الْحَجَلَةِ .

১৮৯ 'আবদুর রহমান ইবন ইউনুস (র).....সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) বলেন : আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ এর খিদমতে হাযির হলেন এবং বললেন : 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগ্নে অসুস্থ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর উয়ূ করলেন। আমি তাঁর উয়ূর

(অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পেছনে দাঁড়লাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নুবুওয়াত দেখতে পেলাম। তা ছিল নওশার আসনের ঘুন্টির মত।

১২৮. بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

১৩৮. পরিচ্ছেদ : এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

১৯০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৯০ মুসাদ্দাদ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি পাত্র থেকে উভয় হাতে পানি ঢেলে দু’হাত ধৌত করলেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে (মুখ) ধুইলেন বা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তিনবার এরূপ করলেন। তারপর দু’ হাত কনুই পর্যন্ত দু’-দু’বার ধুইলেন এবং মাথার সামনের অংশ এবং পেছনের অংশ মসেহ করলেন। আর গিরা পর্যন্ত দু’ পা ধুইলেন। এরপর বললেন : “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু এরূপ ছিল।”

১২৯. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً -

১৩৯. পরিচ্ছেদ : একবার মাথা মসেহ করা

১৯১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وَضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْبَرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَفَّاهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَادْبَرَ بِهِمَا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৯১ সুলায়মান ইবন হারব (র).....ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমি একবার ‘আমর ইবন আবু হাসান (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি পানির একটি পাত্র আনালেন এবং উযু করে তাঁদের দেখালেন। তিনি পাত্রটি কাত করে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার তা ধুয়ে ফেলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং তিন আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার করে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন (এবং পানি নিয়ে) তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন।

তারপর আবার পাত্রে মध्ये হাত ঢুকালেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'-দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার পাত্রে মध्ये হাত ঢুকালেন। তাঁর মাথা হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন। তারপর আবার পাত্রে মध्ये তাঁর হাত ঢুকালেন এবং উভয় পা ধুইলেন।

۱۹۲ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

১৯২ উহায়ব (র) সূত্রে মুসা (র) বর্ণনা করেন যে, মাথা একবার মসেহ করেন।

۱۴۰. بَابُ وَضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضُّأِ عُمَرَ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَضْرَانِيَّةٍ -

১৪০. পরিচ্ছেদ : নিজ স্ত্রীর সাথে উযু করা এবং স্ত্রীর উযুর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা)

‘উমর (রা) গরম পানি দিয়ে এবং খুস্টান মহিলার ঘরের পানি দিয়ে উযু করেন।

۱۹۳ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤْنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا .

১৯৩ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে উযু করতেন।

۱۴۱. بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ -

১৪১. পরিচ্ছেদ : বেহুশ লোকের ওপর নবী ﷺ এর উযুর পানি ছিটিয়ে দেওয়া

۱۹۴ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَغْلُ فِتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَى مِنْ وَضُوءِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا سَوْءَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَانِضِ .

১৯৪ আবুল ওলীদ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার পীড়িত অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার খোঁজ-খবর নিতে এলেন। আমি তখন এতই অসুস্থ ছিলাম যে আমার জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি উযু করলেন এবং তাঁর উযুর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আমার) ‘মীরাস’ কে পাবে? আমার একমাত্র ওয়ারিস হল কালারা (অর্থাৎ পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যেরা)। তখন ফারায়েযের আয়াত নাযিল হল।

۱۴۲. بَابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ -

১৪২. পরিচ্ছেদ : গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উযু-গোসল করা

۱۹۵ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ

مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَغْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَصَغَرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً .

[১৯৫] আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সালাতের সময় উপস্থিত হলে যাদের বাড়ী নিকটে ছিল তাঁরা (উযু করার জন্য) বাড়ী চলে গেলেন। আর কিছু লোক রয়ে গেলেন (তাঁদের কোন উযুর ব্যবস্থা ছিল না)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর উভয় হাত মেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা থেকেই কওমের সকল লোক উযু করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : ‘আপনারা কতজন ছিলেন?’ তিনি বললেন : ‘আশিজন বা আরো বেশী’।

[১৯৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ .

[১৯৬] মুহাম্মদ ইবনুল ‘আলা (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ একটি পানি ভর্তি পাত্র আনালেন। তাতে তাঁর উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং কুলি করলেন।

[১৯৭] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صَفَرٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَاتَّبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

[১৯৭] আহমদ ইব্ন ইউনুস (র).....‘আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে উযু করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ও উভয় হাত দু’-দু’বার করে ধুইলেন এবং তাঁর হাত সামনে ও পেছনে এনে মাথা মসেহ করলেন আর উভয় পা ধুইলেন।

[১৯৮] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجُهُ فِي أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطَّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الْآخَرِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ لَمْ تَحُلَّلْ أَوْ كَيْتَهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَأَجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ .

[১৯৮] আবুল ইয়ামান (র).....‘আয়িশা (রা) বলেন : নবী ﷺ-এর রোগ যন্ত্রণা বেড়ে গেলে তিনি আমার ঘরে শুশ্রূষার জন্য তাঁর পত্নীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা অনুমতি দিলে নবী ﷺ (আমার ঘরে আসার জন্য) দু’ব্যক্তির ওপর ভর করে বের হলেন। আর তাঁর পা দু’খানি তখন মাটিতে চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল। তিনি ‘আব্বাস (রা) ও অন্য এক ব্যক্তির মাঝখানে ছিলেন। ‘উবায়দুল্লাহ (র) বলেন : আমি ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা)-কে এ কথা অবহিত করলাম। তিনি বললেন : সে অন্য ব্যক্তিটি কে তা কি তুমি জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তিনি হলেন ‘আলী ইবন আবু তালিব (রা)। ‘আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাঁর ঘরে আসার পর রোগ আরো বেড়ে গেলে তিনি বললেন : ‘তোমরা আমার উপর মুখের বাঁধন খোলা হয়নি এমন সাতটি মশকের পানি ঢেলে দাও, তাহলে হয়ত আমি মানুষকে কিছু ওয়াসিয়াত করব।’ তাঁকে তাঁর সহধর্মিণী হাফসা (রা)-এর একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল। তারপর আমরা তাঁর ওপর সেই সাত মশক পানি ঢালতে শুরু করলাম। এভাবে ঢালার পর এক সময় তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলেন, (এখন থাম) তোমরা তোমাদের কাজ করেছ। এরপর তিনি বের হয়ে জনসমক্ষে গেলেন।

১৪২. بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوَرِّ -

১৪৩. পরিচ্ছেদ : গামলা থেকে উয়ু করা

[১৯৯] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبِرْنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِقَوْرِ مِنْ مَاءٍ فَكَفَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَأَغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَادْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ مَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

[১৯৯] খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....ইয়াহুইয়া (র) বলেন : আমার চাচা উয়ূর পানি বেশী খরচ করতেন। একদিন তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে বললেন : ‘আপনি নবী ﷺ-কে কিভাবে উয়ু করতে দেখেছেন? তিনি এক গামলা পানি আনালেন। সেটি উভয় হাতের ওপর কাত করে (তা থেকে পানি ঢেলে) হাত দু’খানি তিনবার ধুইলেন, তারপর তার হাত গামলায় ঢুকালেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর পানিতে তাঁর হাত ঢুকালেন। উভয় হাতে এক আঁজলা পানি নিয়ে মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন। তাপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু’বার করে ধুইলেন। তারপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন এবং দু’ পা ধুইলেন। তারপর বললেন : ‘আমি নবী ﷺ-কে এভাবেই উয়ু করতে দেখেছি।’

[২০০] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَى بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ

أَنَسٌ فَحَزَزْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعَيْنِ إِلَى الثَّمَانِينَ .

২০০ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একপাত্র পানি চাইলেন। একটি বড় পাত্র তাঁর কাছে আনা হল, তাতে সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে তাঁর আঙ্গুল রাখলেন। আনাস (রা) বলেন : আমি পানির দিকে তাকাতে লাগলাম। তাঁর আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে পানি উথলে উঠতে লাগল। আনাস (রা) বলেন : যারা উযু করেছিল, আমি অনুমান করলাম তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ থেকে ৮০ জন।

১৪৪. بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ -

১৪৪. পরিচ্ছেদ : এক মুদ (পানি) দিয়ে উযু করা

২০১ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .

২০১ আবু নু'আয়ম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক সা' (৪ মুদ) থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং উযু করতেন এক মুদ দিয়ে।

১৪৫. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ -

১৪৫. পরিচ্ছেদ : উভয় মোজার ওপর মসেহ করা

২০২ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ .

২০২ আসবাগ ইবনুল ফারাজ (র).....সা'দ ইবন আবু ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর মসেহ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (তাঁর পিতা) 'উমর (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : 'হাঁ! সা'দ (রা) নবী ﷺ থেকে কিছু বর্ণনা করলে সে ব্যাপারে আর অন্যকে জিজ্ঞাসা করো না'।

মূসা ইবন 'উকবা (র).....সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : অতঃপর 'উমর (রা) 'আবদুল্লাহ (রা)-কে অনুরূপ বললেন।

২০৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ

بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِنْوَاءٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَنَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ .

২০৩ ‘আমর ইবন খালিদ আল-হাররানী (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে মুগীরা (রা) পানি সহ একটি পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে এলে মুগীরা (রা) তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। আর তিনি উষু করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

২০৪ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّهِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخَفَيْنِ . وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى .

২০৪ আবু নু'আয়ম (র).....উমায়্যা যামরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছেন। হার্ব ও আবান (র) ইয়াহুইয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২০৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّهِ قَالَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْمَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخَفِيَّتِهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ .

২০৫ আবদান (র).....উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমি নবী ﷺ-কে তাঁর পাগড়ীর ওপর এবং উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছি’। মা'মার (র) আমর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন : ‘আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি’।

১৬৬. بَابُ إِذَا ادْخَلَ رَجُلٌ رَجُلًا وَمَا طَاهِرَتَانِ -

১৪৬. পরিচ্ছেদ : পবিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) প্রবেশ করানো

২০৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمَوَيْتُ لِانْزِعَ خَفِيَّتِي فَقَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّي ادْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

২০৬ আবু নু'আয়ম (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সংগে এক সফরে ছিলাম। (উষু করার সময়) আমি তাঁর মোজাদ্বয় খুলতে চাইলে তিনি বললেন : ‘ও দুটো থাকুক, আমি পবিত্র অবস্থায় ও দু'টি পরেছিলাম’। (এই বলে) তিনি তার উপর মসেহ করলেন।

১৪৭. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ -

وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّأُوا -

১৪৭. পরিচ্ছেদ : বকরীর গোশত এবং ছাতু খেয়ে উযু না করা

আবু বকর, 'উমর ও 'উসমান (রা) গোশত খেয়ে উযু করেন নি।

২০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযু করলেন না।

২০৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ أُمِّةٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَالْقَى السَّكِينِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৮ ইয়াহইয়া ইবন যুকাযর (র).....উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে একটি বকরীর কাঁধের গোশত কেটে খেতে দেখলেন। এ সময় সালাতের জন্য ডাকা হল। তখন তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযু করলেন না।

১৪৮. بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

১৪৮. পরিচ্ছেদ : ছাতু খেয়ে উযু না করে কেবল কুলি করা

২০৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُؤَيْدَ بْنَ النُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصُّهْبَاءِ وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَاجِ فَلَمْ يُؤْتِ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَهُ فَنَرَى فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....সুওয়ায়দ ইবনু'ন-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খায়বর যুদ্ধের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৎগে রওনা হলেন। চলতে চলতে তাঁরা যখন সাহবা-য় পৌছলেন, এটি খায়বরের নিকটবর্তী অঞ্চল, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর খাবার আনতে বললেন : কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হলো না। তারপর তিনি নির্দেশ দেওয়ায় তা (পানিতে) মেশানো

হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন এবং আমরাও কুলি করলাম। পরে তিনি সালাত আদায় করলেন; উযু করলেন না।

২১০. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كُفًّا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১০ আসবাগ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে (একটি বকরীর) কাঁধের গোশত খেলেন, তারপর সালাত আদায় করলেন; আর উযু করলেন না।

১৪৭. بَابُ هَلْ يَمْضِمُ مِنَ اللَّبَنِ -

১৪৭. পরিচ্ছেদ : দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে?

২১১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقَتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضَمَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

২১১ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর ও কুতায়বা (র).....ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করলেন। তারপর কুলি করলেন এবং বললেন : ‘এতে তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে (এজন্য কুলি করা ভাল)’। ইউনুস ও সালিহ ইব্ন কায়সান (র) যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫০. بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوْ الْخَفَقَةِ وَضُوءًا -

১৫০. পরিচ্ছেদ : ঘুমের পরে উযু করা এবং দু’একবার কিমালে বা মাথা ঝুঁকে পড়লে উযু না করা

২১২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَذَرِي لَعْلَهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسَهُ .

২১২ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাত আদায়ের অবস্থায় তোমাদের কারো যদি তন্দ্রা আসে তবে সে যেন ঘুমের রেশ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় করলে সে জানতে পারবে না, সে কি ক্ষমা চাইছে, না নিজেকে গালি দিচ্ছে।

২১৩ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنِمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ .

২১৩ আবু মা'মার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি সালাতে ঝিমায়, সে যেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়, যতক্ষণ না সে কি পড়ছে, তা বুঝতে পারে।

১৫১. بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

১৫১. পরিচ্ছেদ : হাদস ছাড়া উযূ করা

২১৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَمْرِو عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِي أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدَثْ .

২১৪ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ও মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করতেন। আমি বললাম : আপনারা কিরূপ করতেন? তিনি বললেন : হাদস (উযূ ভঙ্গের কারণ) না হওয়া পর্যন্ত আমাদের (পূর্বের) উযূই যথেষ্ট হত।

২১৫ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا بِالسُّوْيُقِ فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১৫ খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....সুওয়ায়দ ইবনু'ন-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খায়বার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। সাহবা নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি খাবার আনতে বললেন। ছাতু ছাড়া আর কিছু আনা হল না। আমরা তা খেলাম এবং পান করলাম। তারপর নবী ﷺ মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন; তিনি (নতুন) উযূ করলেন না।

১৫২. بَابُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ -

১৫২. পরিচ্ছেদ : পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কাবীরা গুনাহ

২১৬ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَانِطٍ مِنْ

حِطَّانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ تَيْبَسَا .

[২১৬] ‘উসমান (র).....ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার মদীনা বা মক্কার কোন এক বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু’ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : এদের দু’জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোন বড় গুনাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন : ‘হাঁ, এদের একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর একজন চোগলখুরী করত। তারপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনালেন এবং তা ভেঙ্গে দু’খণ্ড করে প্রত্যেকের কবরের উপর একখণ্ড রাখলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরূপ কেন করলেন?’ তিনি বললেন : হয়ত তাদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ দু’টি না শুকায়।

১৫২. بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ ،

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ -

১৫৩. পরিচ্ছেদ : পেশাব ধোয়া সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে

নবী ﷺ জনৈক কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন, সে তার পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। তিনি শুধু মানুষের পেশাব সম্পর্কেই উল্লেখ করেছেন।

[২১৭] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ .

[২১৭] ইয়া‘কুব ইবন ইবরাহীম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দিয়ে ইসতিন্জা করতেন।

১৫৪. بَابُ

১৫৪. পরিচ্ছেদ

[২১৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَزِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ

مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَعَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةٍ قَائِلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يَخَفُّ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ .

২১৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বললেন : এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে, কোন কঠিন পাপের জন্য তাদের আযাব হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একখানি পুঁতে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরূপ কেন করলেন?' তিনি বললেন : হয়তো তাদের থেকে (আযাব) কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এটি না শুকাবে। ইবনুল মুসান্না (র)-আ'মাশ (র) বলেন : আমি মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ শুনেছি।

۱۵۵. بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ -

১৫৫. পরিচ্ছেদ : এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী ﷺ এবং অন্যান্য লোকের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া।

۲۱۹ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

২১৯ মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন : 'ওকে ছেড়ে দাও'। সে পেশাব শেষ করলে পানি আনিয়ে সেখানে ঢেলে দিলেন।

۱۵۶. بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ -

১৫৬. পরিচ্ছেদ : মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া

۲۲۰ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاولَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْوُبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ .

২২০ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। নবী ﷺ তাদের বললেন : ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদের সহজ ও বিনম্র আচরণ করার জন্য পাঠান হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠান হয়নি।

২২১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ح وَحَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعرَابِيُّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَفَنَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَعْرِيقَ عَلَيْهِ .

২২১ 'আবদান (র) ও খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এক বেদুঈন এসে মসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। তা দেখে লোকজন তাকে ধমকাতে লাগল। নবী ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। তার পেশাব শেষ হলে নবী ﷺ-এর আদেশে এর উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়া হল।

১৫৭. بَابُ بَوْلِ الصَّبْيَانِ -

১৫৭. পরিচ্ছেদ : শিশুদের পেশাব

২২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبْيٍ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ إِيَّاهُ .

২২২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং এর ওপর ঢেলে দিলেন।

২২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بَابَ نِ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

২২৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....উম্মু কায়স বিনত মিসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক ছোট ছেলেকে, যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি, নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা (ভাল করে) ধুইলেন না।

১৫৮. بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا -

১৫৮. পরিচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা

২২৪ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سَبَاطَةَ قَوْمٍ

১. শিশুটির পেশাব সামান্য থাকায় রগড়িয়ে ধোননি। (আইনী ৩খ, ১৩১)

فَبَالَ قَانِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ .

২২৪ আদম (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানি চাইলেন। আমি তাঁকে পানি নিয়ে দিলাম। তিনি উযু করলেন।

১৫৯. بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسْتُرِ بِالْحَائِطِ -

১৫৯. পরিচ্ছেদ : সঙ্গীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা

২২৫ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأُشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ .

২২৫ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার স্বরণ আছে যে, একবার আমি ও নবী ﷺ এক সাথে চলছিলাম। তিনি দেয়ালের পেছনে মহল্লার একটি আবর্জনা ফেলার জায়গায় এলেন। তারপর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সে ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি পেশাব করলেন। এ সময় আমি তাঁর কাছে থেকে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করলেন। আমি এসে তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

১৬০. بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ -

১৬০. পরিচ্ছেদ : মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা

২২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ أَحَدِهِمْ قَرْضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَانِمًا .

২২৬ মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরা (র).....আবু ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু মূসা (রা) পেশাবের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন এবং বলতেন : বনী ইসরাঈলের কারো কাপড়ে (পেশাব) লাগলে তা কেটে ফেলত। হুযায়ফা (রা) বললেন, আবু মূসা (রা) যদি এ থেকে বিরত থাকতেন (তবে ভাল হত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

১. সাধারণত বসে পেশাব করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যাস। এ জন্যই হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের বলবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন-- তার কথা বিশ্বাস করো না" (তিরমিযী, নাসাঈ)। এই একটি মাত্র স্থানেই তাঁর অভ্যাসের ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। এর কারণ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোমর ব্যথার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।" (বায়হাকী, হাকেম)

১৬১. بَابُ غَسْلِ الدَّمِ -

১৬১. পরিচ্ছেদ : রক্ত ধুয়ে ফেলা

২২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ أَرَأَيْتُ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، قَالَ تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَتَضَحَّهُ وَتَصَلِّي فِيهِ .

২২৭ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হয়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন : সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। এরপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

২২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ .

২২৮ মুহাম্মদ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এত বেশী রক্তস্রাব হয় যে, আর পবিত্র হই না। এমনভাবে আমি কি সালাত ছেড়ে দেব?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, এ তো ধমনি নির্গত রক্ত, হয়েয নয়। তাই যখন তোমার হয়েয আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন : তারপর এভাবে আরেক হয়েয না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য উষু করবে।

১৬২. بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ -

১৬২. পরিচ্ছেদ : বীর্য ধোয়া এবং ঘষে ফেলা এবং স্ত্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা ধুয়ে ফেলা

২২৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَبِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ .

২২৯ 'আবদান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ধুয়ে দিতাম এবং কাপড়ে ভিজা চিহ্ন নিয়ে তিনি সালাতে বের হতেন।

২৩০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثُّوبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ يَقَعُ الْمَاءُ .

২৩০ কুতায়বা ও মুসাদ্দাদ (র).....সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত, 'আমি 'আয়িশা (রা)-কে কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।' তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধুয়ে ফেলতাম। তিনি কাপড় ধোয়ার ভিজা দাগ নিয়ে সালাতে বের হতেন।

১৬৩. بَابُ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ -

১৬৩. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়

২৩১ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثُّوبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ يَقَعُ الْمَاءُ .

২৩১ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কাপড়ে জানাবাতের নাপাকী লাগা সম্পর্কে আমি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : 'আয়িশা (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধুয়ে ফেলতাম। এরপর তিনি সালাতে বেরিয়ে যেতেন আর তাতে পানি দিয়ে ধোয়ার চিহ্ন থাকত।

২৩২ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بَقْعَةٌ أَوْ بَقْعَانِ .

২৩২ 'আমর ইব্ন খালিদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। আয়িশা (রা) বলেন : তারপর আমি তাতে পানির একটি বা কয়েকটি দাগ দেখতে পেতাম।

১৬৪. بَابُ أَبْوَالِ الْأَيْلِ وَالْذَوَابِّ وَالْفَنَمِ وَمَرَأِ بِضِهَا وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسَّرَفَيْنِ وَالْبَرِيَّةِ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَاهُنَا وَكُنْ سَوَاءً

১৬৪. পরিচ্ছেদ : উট, চতুষ্পদ জন্তু ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খায়াড় প্রসঙ্গে

আবু মুসা (রা) দারুল বারীদে সালাত আদায় করেন। আর তার পাশেই গোবর এবং খালি ময়দান ছিল। তিনি বললেন : এ জায়গা এবং ঐ জায়গা একই পর্যায়ে।

২২৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَأْفَوْا النِّعَمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِئُوا بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقَوَا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ - قَالَ أَبُو قَلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

২৩৩ সুলায়মান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উকল বা উরায়না গোত্রের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের জন্য) মদীনাতে এলে তারা পীড়িত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ তাদের (সদকার) উটের কাছে যাবার এবং গরু পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। তারপর তারা সুস্থ হয়ে নবী ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং উটগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর দিনের প্রথম ভাগেই এসে পৌছল। তিনি তাদের পেছনে লোক পাঠালেন। বেলা বেড়ে উঠলে তাদেরকে (শ্রেষ্টতার করে) আনা হল। তারপর তাঁর আদেশে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হল। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হল এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদের নিক্ষেপ করা হল। তারা পানি চাইছিল, কিন্তু দেওয়া হয়নি।

আবু কিলাবা (র) বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যা করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

২২৪ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

২৩৪ আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মসজিদ নির্মিত হবার পূর্বে বকরীর খোয়াড়ে সালাত আদায় করতেন।

১৬৫. بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السُّمَنِ وَالْمَاءِ -

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يَغْيِرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ ، وَقَالَ حَمَادٌ لَا بَأْسَ بِرِيَشِ الْمَيْتَةِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَذْرَكَتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَذْمِنُونَ فِيهَا لَا يَرَفُونَ بِهَا بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ سَرِيْنٍ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ -

১৬৫. পরিচ্ছেদ : ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়া

যুহরী (র) বলেন : পানিতে নাপাকী পড়লে কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তার স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্তিত না হয়। হান্নাদ (র) বলেন : মৃত (পাখীর) পালক (পানিতে পড়লে) কোন দোষ নেই। যুহরী (র) মৃত জন্তু, যথাঃ হাতী প্রভৃতির হাড় সম্পর্কে বলেনঃ আমি পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে কিছু আলিমকে পেয়েছি, তাঁরা তা দিয়ে (চিরুণী বানিয়ে) চুল আঁচড়াতেন এবং তার পায়ে তেল রেখে ব্যবহার করতেন, এতে তাঁরা কোনরূপ দোষ মনে করতেন না।

ইবন সীরীন (র) ও ইবরাহীম (র) বলেন : হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ে কোন দোষ নেই।

২৩৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ عَنْ فَاةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ الْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكَلُوا سَمْنَكُمْ .

২৩৫ ইসমাঈল (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'ঘি'র মধ্যে ইঁদুর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : ইঁদুরটি এবং তার আশ পাশ থেকে ফেলে দাও এবং তোমাদের ঘি ব্যবহার কর।

২৩৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ عَنْ فَاةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ . قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أَحْصِيهِ يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ .

২৩৬ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে 'ঘি'র মধ্যে ইঁদুর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেনঃ ইঁদুরটি এবং তার আশপাশ থেকে ফেলে দাও।

মা'ন (র) বলেন, মালিক (র) আমার কাছে বহুবার এভাবে বর্ণনা করেছেন : ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে এবং ইবন 'আব্বাস (রা) মায়মূনা (রা) থেকেও।

২৩৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ كَلِمٍ يَكْلُمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفْجَرُ دَمًا لَوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرَفُ عَرَفُ الْمِسْكِ .

২৩৭ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের যে যখম হয়, কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি যখম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল তদুপ হবে। রক্ত ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের ন্যায়।

১৬৬. بَابُ الْبَوْلِ الْمَاءِ الدَّائِمِ -

১৬৬. পরিচ্ছেদ : স্থির পানিতে পেশাব করা

২৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَيَأْتِيهِمْ قَالُ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ .

২৩৮ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা শেষে আগমনকারী এবং (কিয়ামত দিবসে) অগ্রগামী। এ সনদেই তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন স্থির--যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। (সম্ভবত) পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।

১৬৭. بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذْرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ -

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لَغِيرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيْمَمَ صَلَاتَهُ ثُمَّ أَذْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لَا يُعِيدُ -

১৬৭. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর পিঠের উপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না ইবন উমর (রা) সালাত আদায়ের অবস্থায় তাঁর কাপড়ে রক্ত দেখলে (সেভাবেই) তা রেখে দিতেন এবং সালাত আদায় করে নিতেন। ইবনুল মুসায়্যাব ও শা'বী (র) বলেন, যখন কেউ সালাত আদায় করে আর তার কাপড়ে রক্ত অথবা জানাবাতের নাপাকী থাকে অথবা সে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে অথবা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে এরপর ওয়াক্তের মধ্যেই যদি পানি পেয়ে যায় তবে (সালাত) দুহরাবে না।

২৩৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فَلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَاتَّبَعَتْ أَشَقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَتَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدُّعَا فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمَى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ

وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَعَدُّ السَّابِغِ فَلَمْ يَحْفَظْ ، قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَرَغِي فِي الْقَلْبِ قَلْبِ بَدْرٍ .

২৩৯ 'আবদান (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। অন্য সূত্রে আহমদ ইব্ন 'উসমান (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একবার বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবু জাহল ও তার সঙ্গীরা বসা ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল, 'তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়ীভুঁড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সিজদা করেন তখন তার পিঠের ওপর রাখতে পারে?' তখন কওমের বড় পাষণ্ড ('উকবা) তাড়াতাড়ি গিয়ে তা নিয়ে এল এবং তাঁর প্রতি নজর রাখল। নবী ﷺ যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর পিঠের ওপর দুই কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দিল। ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, আমি (এ দৃশ্য) দেখছিলাম কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! আমার যদি কিছু প্রতিরোধ শক্তি থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সিজদায় থাকলেন, মাথা উঠালেন না। অবশেষে হযরত ফাতিমা (রা) এলেন এবং সেটি তাঁর পিঠের উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠিয়ে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শকে ধ্বংস করুন। এরূপ তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদের বদ দু'আ করেন তখন তা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জানত যে, এ শহরে দু'আ কবুল হয়। এরপর তিনি নাম ধরে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আবু জাহলকে ধ্বংস করুন। এবং 'উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রবী'আ, ওয়ালীদ ইব্ন 'উতবা, উমায়্যা ইব্ন খালাফ ও 'উকবা ইব্ন আবী মু'আইতকে ধ্বংস করুন। রাবী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিন্তু তিনি স্মরণ রাখতে পারেন নি। ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন: সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার জান, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের আমি বদরের কূপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

১৬৮. بَابُ الْبِرَاقِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَنَحْوِهِ فِي التَّوْبِ -

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَدِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ حَدِيثِيَّةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَا تَنَحَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نَحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَكَرَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ -

১৬৮. পরিচ্ছেদ : খুখু, শ্লেষা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে

উরওয়া (র) মিসওয়্যার ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদয়বিয়ার সময় বের হলেন। তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, 'আর নবী ﷺ (সেদিন) যখনই কোন শ্লেষা ঝেড়ে ফেলছিলেন, তখন তা তাদের কারো না কারো হাতে পড়ছিল। তারপর (বরকতস্বরূপ) ঐ ব্যক্তি তা তার মুখমণ্ডল ও শরীরে মেখে নিচ্ছিল।

২৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَرَزَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৪০ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার তাঁর কাপড়ে খুঁথ ফেললেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, ইবন আবু মারযাম এই হাদীসটি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেছেন।

১৬৭. بَابُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا بِالْمُسْكِرِ -

وَكِرْهُمُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءُ التَّيْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ -

১৬৯. পরিচ্ছেদ : নাবীয (খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা, ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক পানীয় দ্বারা উযু করা না-জায়েয

হাসান (র) ও আবুল আলিয়া (র) একে মাকরুহ বলেছেন। 'আতা (র) বলেন : নাবীয এবং দুধ দিয়ে উযু করার চাইতে তায়াম্মুম করাই আমার কাছে পসন্দনীয়।

২৪১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

২৪১ 'আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

১৭০. بَابُ غَسَلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ امْسَحُوا عَلَى رِجْلَيْ فَاثْنَاهَا مَرِيضَةً -

১৭০. পরিচ্ছেদ : পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত ধুয়ে ফেলা

আবুল আলিয়া (র) বলেন : আমার পায়ে ব্যথা, তোমরা আমার পা মসেহ করে দাও।

২৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيئُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَأَخَذَ حَصِيرًا فَاحْرَقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ .

২৪২ মুহাম্মদ (র).....আবু হাযিম বলেন যে, যখন আমার এবং সাহল ইবন সা'দ আস-সা'ইদী (রা)-র মাঝখানে কেউ ছিল না, তখন লোকে তার কাছে প্রশ্ন করল : (উহুদ যুদ্ধে) কী দিয়ে নবী ﷺ-এর যখমের

চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভাল জানে এমন কেউ জীবিত নেই। 'আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি আনছিলেন আর ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধুইয়ে দিলেন। অবশেষে চাটাই পুড়িয়ে (তার ছাই) তাঁর ক্ষতস্থানে দেওয়া হল।

১৭১. بَابُ السَّوَاكِ -

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنْ -

১৭১. পরিচ্ছেদ : মিসওয়াক করা

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে রাত কাটিয়েছিলাম। তখন তিনি মিসওয়াক করলেন।

২৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنْ بِسِوَاكِ بِيَدِهِ يَقُولُ أَعُ أَعُ ، وَالسَّوَاكِ فِي فَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ .

২৪৩ আবু'ন-নু'মান (র).....আবু বুরদা (র)-র পিতা আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তাঁকে দেখলাম তিনি মিসওয়াক করছেন এবং মিসওয়াক মুখে দিয়ে তিনি উ', উ', শব্দ করছেন যেন তিনি বমি করছেন।

২৪৪ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوعُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ .

২৪৪ উসমান ইবন আবু শায়বা (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন রাতে (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

১৭২. بَابُ دَفْعِ السَّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ -

وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا هُفَيْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكَ بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَتَأْتِ السَّوَاكَ الْأَصْفَرَ مِنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنْ خُصِرَ نَعِيمٌ عَنْ ابْنِ الْعَبَّارِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -

১৭২. পরিচ্ছেদ : বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা

'আফফান (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন : আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার কাছে দুই ব্যক্তি এলেন। একজন অপরজন

থেকে বয়সে বড়। তারপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো, ‘বড়কে দাও’। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিকে দিলাম। আবু আবদুল্লাহ বলেন, নু’আয়ম, ইবনুল মুবারাক সূত্রে ইবন ‘উমর (রা) থেকে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

১৭২. بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ -

১৭৩. পরিচ্ছেদ : উযু সহ রাতে ঘুমাবার ফযীলত

২৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْيَمِينِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَالْجَنَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ - قَالَ فَردَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتَ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .

২৪৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র).....বারা ইবন ‘আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের উযূর মতো উযু করে নেবে। তারপর ডান পার্শ্বে শুয়ে বলবে :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَالْجَنَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ .

“হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম-আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম আপনার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।”

তারপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ফিতরাতে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাগুলি তোমার শেষ কথা বানিয়ে নাও। তিনি বলেন, ‘আমি নবী ﷺ-কে এ কথাগুলি পুনরায় শুনালাম। যখন وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ পর্যন্ত পৌঁছে وَرَسُولِكَ বললাম, তখন তিনি বললেন : না; বরং وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ বল।

كِتَابُ الْفُسْلِ গোসল অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كِتَابُ الْفُسْلِ

গোসল অধ্যায়

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا .

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী, “যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান, আর তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।” (৫ : ৬) এবং আল্লাহর বাণী, “হে মু'মিনগণ! তোমরা নেশা-গ্রস্ত অবস্থায় সালাতের ধারেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, আর যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর।

আর তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার

থেকে আসে অথবা স্ত্রীসংগম করে, আর পানি না পায়, তা'হলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, এবং তা মুখ ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (৪ : ৪৩)

১৭৬. بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ -

১৭৪. পরিচ্ছেদ : গোসলের পূর্বে উযু করা

২৪৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ .

২৪৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দু'টো ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের উযুর মত উযু করতেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। তারপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঙ্গুল পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি পৌছিয়ে দিতেন।

২৪৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

২৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের উযুর ন্যায় উযু করলেন, অবশ্য পা দুটো ছাড়া এবং তাঁর লজ্জাস্থান ও যে যে স্থানে নাপাক লেগেছে তা ধুয়ে নিলেন। তারপর নিজের উপর পানি ঢেলে দেন। তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে পা দুটো ধুয়ে নেন। এই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।

১৭৭. بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ -

১৭৫. পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে গোসল

২৪৮ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرْقُ .

২৪৮ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র (কাদাহ) থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো।

১৭৬. بَابُ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ -

১৭৬. পরিচ্ছেদ : এক সা' বা অনুরূপ পাত্রের পানিতে গোসল

২৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوها عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِنَاءً نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَأَغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزُ وَالْجَدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرٍ صَاعٍ .

২৪৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও 'আয়িশা (রা)-এর ভাই 'আয়িশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তাঁর ভাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি প্রায় এক সা' (তিন কেজির চেয়ে কিছু পরিমাণ বেশী)-এর সমপরিমাণ এক পাত্র আনালেন। তারপর তিনি গোসল করলেন এবং নিজের মাথার উপর পানি ঢাললেন। তখন আমাদের ও তাঁর মাঝে পর্দা ছিল। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন যে, ইয়াযীদ ইবন হারুন (র), বাহয ও জুদ্দী (র) ও 'বা (র) থেকে (এক সা' পরিমাণ)-এর কথা বর্ণনা করেন।

২৫০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِيَنِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمْنَا فِي ثَوْبٍ .

২৫০ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু জা'ফর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এক সা' তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল : আমার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জাবির (রা) বললেন : যার মাথায় তোমার চাইতে বেশী চুল ছিল এবং তোমার চাইতে যিনি উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁর জন্য তো এ পরিমাণই যথেষ্ট ছিল। তারপর তিনি এক কাপড়ে আমাদের ইমামতি করেন।

২৫১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمِثْمُونَةَ كَانَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مِثْمُونَةَ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ .

২৫১ আবু নু'আয়ম (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ও মায়মূনা (রা) একই পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করতেন।

আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন 'উয়ায়না (র) তাঁর শেষ জীবনে ইবন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে মায়মূনা (রা) থেকে ইহা বর্ণনা করতেন। তবে আবু নু'আয়ম (রা)-এর বর্ণনাই ঠিক।

১৭৭. بَابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا -

১৭৭. পরিচ্ছেদ : মাথায় তিনবার পানি ঢালা

২৫২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَأَفِضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كَلَّتَيْهِمَا .

২৫২ আবু নু'আয়ম (র).....জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি উভয় হাতের দ্বারা ইশারা করেন।

২৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَخُولٍ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا .

২৫৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

২৫৪ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِي جَابِرٌ وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ يَعْرِضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلَاثَةً أَكْفٍ وَيُفِضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ إِنَّ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعْرِ ، فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعْرًا .

২৫৪ আবু নু'আয়ম (র).....আবু জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে জাবির (রা) বলেছেন, আমার কাছে তোমার চাচাত ভাই অর্থাৎ হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জানাবাতের গোসল কিভাবে করতে হয়? আমি বললাম, নবী ﷺ তিন আঁজলা পানি নিতেন এবং নিজের মাথার উপর ঢেলে দিতেন। তারপর নিজের সারা দেহে পানি পৌঁছিয়ে দিতেন। তখন হাসান আমাকে বললেন, আমার মাথার চুল খুব বেশী। আমি তাঁকে বললাম, নবী ﷺ-এর চুল তোমার চেয়ে অধিক ছিল।

১৭৮. بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً -

১৭৮. পরিচ্ছেদ : একবার পানি ঢেলে গোসল করা

২৫৫ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانَةٍ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

২৫৫ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তাঁর হাত দু'বার বা তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে তাঁর বাম হাতে পানি নিয়ে তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন আর তাঁর চেহারা ও দু'হাত ধুয়ে নিলেন। এরপর তাঁর সারা দেহে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধুয়ে নিলেন।

১৭৯. بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطَّيِّبِ عِنْدَ الْغُسْلِ -

১৭৯. পরিচ্ছেদ : গোসলে হিলাব বা খুশবু ব্যবহার করা

২৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسْطِ رَأْسِهِ .

২৫৬ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন হিলাবের অনুরূপ পাত্র চেয়ে নিতেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলতেন। দু'হাতে মাথার মাঝখানে পানি ঢালতেন।

১৮০. بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ -

১৮০. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের গোসল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

২৫৭ حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِإِذِهِ الْأَرْضِ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِمِثْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا .

২৫৭ 'উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মূনা (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ১. উটনীর দুধ দোহনের পাত্র।

ঢাললেন এবং উভয় হাত ধুইলেন। এরপর তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষে নিলেন। পরে তা ধুয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধুইলেন এবং মাথার উপর পানি ঢাললেন। পরে ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে দুই পা ধুইলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেওয়া হল, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না।

১৮১. بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْفَى -

১৮১. পরিচ্ছেদ : পরিচ্ছন্নতার জন্য মাটিতে হাত ঘষা

২৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

২৫৮ 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর হুমায়দী (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জানাবাতের গোসল করলেন। তিনি নিজের লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেললেন। তারপর হাত দেওয়ালে ঘষলেন এবং তা ধুইলেন। তারপর সালাতের উযূর মত উযূ করলেন। গোসল শেষ করে তিনি তাঁর দু' পা ধুইলেন।

১৮২. بَابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجَنْبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ -

وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطُّهْرِ وَلَمْ يَغْسِلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَأِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِأَسَا بِمَا يَنْتَضِجُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ -

১৮২. পরিচ্ছেদ : যখন জানাবাত ছাড়া হাতে কোন নাপাকী না থাকে, ফরয গোসলের আগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করানো যায় কি?

ইবন 'উমর (রা) ও বারা ইবন 'আযিব (রা) হাত না ধুয়ে পানিতে হাত ঢুকিয়েছেন, তারপর উযূ করেছেন। ইবন 'উমর (রা) ও ইবন 'আক্বাস (রা) যে পানিতে ফরয গোসলের পানির ছিটা পড়েছে তা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না।

২৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ .

২৫৯ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ একই পাত্রের পানি দিয়ে এভাবে গোসল করতাম যে, তাতে আমাদের দু'জনের হাত একের পর এক পড়তে থাকত।

২৬০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ .

২৬০ মুসাদ্দাদ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসল করার সময় প্রথমে হাত ধুয়ে নিতেন।

২৬১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَقْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৬১ আবুল ওয়ালীদ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ একই পাত্রের পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

‘আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে ‘আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৬২. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ .

২৬২ আবুল ওয়ালীদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের কেউ কেউ একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতেন। মুসলিম (র) এবং ওয়াহ্ব ইবন জারীর (র) শু‘বা (রা) থেকে ‘তা ফরয গোসল ছিল’ বলে বর্ণনা করেছেন।

১৪২. بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ -

১৮৩. পরিচ্ছেদ : গোসলের সময় ডান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা

২৬৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فغسلها مرة أو مرتين ، قال سَلِيمَانُ لَا أَبْرِي أَذْكَرَ الثَّالِثَةِ أَمْ لَا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضَّمْ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاولَتْهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا .

২৬৩ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....মায়মূনা বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে দু’বার কিংবা তিনবার

হাত ধুইলেন। সুলায়মান (র) বলেন, তৃতীয়বারের কথা বলেছেন কিনা আমার মনে পড়ে না। তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তাঁর চেহারা ও দু' হাত ধুইলেন এবং মাথা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। পরে সেখান থেকে সরে গিয়ে তাঁর দু' পা ধুইলেন। অবশেষে আমি তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিলাম; কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না।

১৮৪. بَابُ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ،

وَيُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ -

১৮৪. পরিচ্ছেদ : গোসল ও উযুর অঙ্গ পৃথকভাবে ধোয়া

ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উযুর অঙ্গসমূহ শুকিয়ে যাওয়ার পর দু' পা ধুয়েছিলেন।

২৬৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

২৬৪ মুহাম্মদ ইবন মাহবুব (র).....মায়মূনা (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম, তিনি উভয় হাতে পানি ঢেলে দু'বার করে বা তিনবার করে তা ধুইয়ে নিলেন। এরপর তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধুইলেন। পরে তাঁর হাত মাটিতে ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। আর তাঁর চেহারা ও হাত দু'টো ধুইলেন। তারপর তাঁর মাথা তিনবার ধুইলেন এবং তাঁর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। অবশেষে সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে তাঁর দু' পা ধুয়ে ফেললেন।

১৮৫. بَابُ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ -

১৮৫. পরিচ্ছেদ : একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার পর একবার গোসল করা

২৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحَرَّمًا يَنْضَخُ طَبِيًّا .

২৬৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....মুহাম্মদ ইবন মুনতশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে [‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)]-এর উক্তিটি^১ উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : আব্দাহ আবু ‘আবদুর রহমানকে রহম করুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশবু লাগাতাম, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তারপর ভোরবেলায় এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধতেন যে, তাঁর দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়তো।

২৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْوِزُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ ، قَالَ قُلْتُ لَأَنَسٍ أَوْ كَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعَ نِسْوَةٍ .

২৬৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কাছে দিনের বা রাতের কোন এক সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন। তাঁরা ছিলেন এগারজন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি এত শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, তাঁকে ত্রিশজনের শক্তি^২ দেওয়া হয়েছে। সাঈদ (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস (রা) তাঁদের কাছে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে (এগারজনের স্থলে) নয়জন স্ত্রীর কথা বলেছেন।

১৮৬. بَابُ غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ -

১৮৬. পরিচ্ছেদ : মযী বের হলে তা ধুয়ে ফেলা ও উযু করা

২৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانٍ ابْتَتَهَ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ .

২৬৭ আবুল ওলীদ (র).....‘আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার অধিক মযী বের হতো। নবী ﷺ-এর কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে আমি একজনকে নবী ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালাম। তিনি প্রশ্ন করলে নবী ﷺ বললেন : উযু কর এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেল।

১৮৭. بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ -

১৮৭. পরিচ্ছেদ : খুশবু লাগিয়ে গোসল করার পর খুশবুর তাসির থেকে গেলে

২৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو الثَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ

১. আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধতে পসন্দ করি না, যাতে সকালে আমার দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ে (দ্র. হাদীস নং ২৬৮)।

২. কোন কোন রিওয়ায়তে, বেহেশতী চল্লিশজনের শক্তি দান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তিরমিযীর বর্ণনায় একজন বেহেশতীর শক্তি একশ লেকের শক্তির সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে (হাশিয়া ৪, সহীহ বুখারী ৪১, আসাহল মাতাবি, দিল্লী)।

عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبَحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طَبِيئًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَبِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .

২৬৮ আবু নু'মান (র).....মুহাম্মদ ইবন মুনতশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা)-এর উক্তি উল্লেখ করলাম, --“আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধা পসন্দ করি না, যাতে সকালে আমার দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ে।” আয়িশা (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়েছি, তারপর তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং তাঁর ইহরাম অবস্থায় প্রভাত হয়েছে।

২৬৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯ আদম ইবন ইয়াস (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি যেন এখনো দেখছি, নবী ﷺ-এর ইহরাম অবস্থায় তাঁর সিথিতে খুশবুর ঔজ্জ্বল্য রয়েছে।

১৪৪. بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ -

১৮৮. পরিচ্ছেদ : চুল খিলাল করা এবং চামড়া ভিজছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাতে পানি ঢালা

২৭০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يَحْلِلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .

২৭০ ‘আবদান (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন তিনি দু’হাত ধুইতেন এবং সালাতের উযূর মত উযূ করতেন। তারপর গোসল করতেন। পরে তাঁর হাত দিয়ে চুল খিলাল করতেন। চামড়া ভিজছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন তাতে তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলতেন। ‘আয়িশা (রা) আরো বলেছেনঃ আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা একই সাথে তা থেকে আঁজলা ভরে পানি নিতাম।

১৪৯. بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى -

১৮৯. পরিচ্ছেদ : জানাবাত অবস্থায় যে উযূ করে সমস্ত শরীর ধোয় কিন্তু উযূর প্রত্যঙ্গগুলো দ্বিতীয়বার ধোয় না

২৭১ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءًا لِحَنَابَةِ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يَرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْقُضُ بِيَدِهِ.

২৭১ ইউসুফ ইবন 'ঈসা (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসলের জন্য পানি রাখলেন। তারপর দু'বার বা তিনবার ডান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধুইলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে দু'বার বা তিনবার ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং চেহারা ও দু' হাত ধুইলেন। তারপর তাঁর মাথায় পানি ঢাললেন এবং তাঁর শরীর ধুইলেন। একটু সরে গিয়ে তাঁর দুই পা ধুইলেন। মায়মূনা (রা) বলেন : এরপর আমি একখণ্ড কাপড় দিলে তিনি তা নিলেন না, বরং নিজ হাতে পানি ঝেড়ে ফেলতে থাকলেন।

১৯. بَابُ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ -

১৯০. পরিচ্ছেদ : মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্মরণ হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে, তায়াম্মুম করতে হবে না

২৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدَّتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ . تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

২৭২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হলে সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মুসল্লায় দাঁড়ালে তাঁর মনে হলো যে, তিনি জানাবাত অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমাদের বললেন : স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আমাদের সামনে আসলেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বাঁধলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম।

আবদুল আ'লা (র) যুহরী (র) থেকে এবং আওয়াঈ (র)-ও যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৯১. بَابُ تَفْضِيلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ -

১৯১. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের গোসলের পর দু' হাত ঝাড়া

২৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبُّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاولَتْهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَاَنْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ .

২৭৩ 'আবদান (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিলাম। তিনি দু'হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুইলেন। পরে হাতে মাটি লাগিয়ে ঘষে নিলেন এবং ধুয়ে ফেললেন। এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা ও দু' হাত (কনুই পর্যন্ত) ধুইলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেন ও সমস্ত শরীরে পানি পৌছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধুয়ে নিলেন। এরপর আমি তাঁকে একটা কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তিনি দু'হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।

১৯২. بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْإِيْمَنَ فِي الْغُسْلِ -

১৯২. পরিচ্ছেদ : মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা

২৭৪ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَنَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْإِيْمَنَ وَبِيَدِهَا الْآخَرَى عَلَى شِقِّهَا الْآيْسَرِ .

২৭৪ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)...আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কারও জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে সে দু' হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত। পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার অপর হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত।

১৯৩. بَابُ مَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخُلُوَّةِ وَمَنْ تَسْتَرَّ فَالتَّسْتُرُ أَفْضَلُ -

وَقَالَ بِهِزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ -

১৯৩. পরিচ্ছেদ : নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা এবং পর্দা করে গোসল করা। পর্দা করে গোসল করাই উত্তম

বাহ্য (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, লজ্জা করার ব্যাপারে মানুষের চেয়ে আল্লাহ পাকই অধিকতর হকদার।

২৭৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاءَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ أَدْرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَقَرَأَ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي أَثَرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا الْحَجَرُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَآخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أُيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أُيُوبُ يَحْتَبِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أُيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أُيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا.

২৭৫ ইসহাক ইবন নাসর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করত। কিন্তু মুসা (আ) একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম, মুসা (আ) ‘কোষবৃদ্ধি’ রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মুসা (আ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মুসা (আ) “পাথর! আমার কাপড় দাও,” “পাথর! আমার কাপড় দাও” বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বনী ইসরাঈল মুসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম মুসার কোন রোগ নেই। মুসা (আ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা পিটুনির দাগ পড়ে গেল। আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক সময় আইয়ুব (আ) বিবস্ত্রাবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ুব (আ) তাঁর কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে বললেন : হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনার ইয়্যতের কসম। অবশ্য করেছেন। তবে আমি আপনার বরকত থেকে বেনিয়ায নই। এভাবে বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে যে, নবী ﷺ বলেছেন : একবার আইয়ুব (আ) বিবস্ত্রাবস্থায় গোসল করেছিলেন।

১৭৬. بَابُ التَّسْتَرِّ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ -

১৯৪. পরিচ্ছেদ : লোকের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা

২৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَنْ أَبَا مَرْة مَوْلَى أُمِّ

هَانِيْرُ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيْرٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذُ هَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَشْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيْرٍ .

[২৭৬] ‘আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম (র)...উম্মে হানী বিনত আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে গোসলরত অবস্থায় দেখলাম, ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : ইনি কে? আমি বললাম : আমি উম্মে হানী ।

[২৭৭] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ - تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فَضِيلٍ فِي السُّنَنِ .

[২৭৭] ‘আবদান (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য পর্দা করেছিলাম আর তিনি জানাবাতের গোসল করছিলেন। তিনি দু’ হাত ধুইলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান এবং যেখানে কিছু লেগেছিল তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে বা দেওয়ালে হাত ঘষলেন এবং দু’ পা ছাড়া সালাতের উযূর মতই উযূ করলেন। তারপর তাঁর সমস্ত শরীরে পানি পৌছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু’ পা ধুইলেন। আবু আওয়ানা (র) ও ইবন ফুযাইল (র) স্তর (পর্দা করা)-এর ব্যাপারটি এই হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৯০. بَابُ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ -

১৯৫. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে

[২৭৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غَسْلٍ إِذَا هَيَّيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ .

[২৭৮] ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উম্মুল মু’মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু তালহা (রা)-র স্ত্রী উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা‘আলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে কি গোসল ফরয হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে।

১৯৬. بَابُ عَرَقِ الْجَنْبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

১৯৬. পরিচ্ছেদ : জুন্নুবী ব্যক্তির ঘাম, নিশ্চয়ই মুসলিম অপবিত্র নয়

২৭৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهِ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْتَجَسَتْ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ آيَنَ كُنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ .

২৭৯ 'আলী ইবন' আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাঁর সঙ্গে মদীনার কোন এক পথে নবী ﷺ-এর দেখা হলো। আবু হুরায়রা (রা) তখন জানাবাতের অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে নাপাক মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবু হুরায়রা (রা) গোসল করে এলেন। পুনরায় সাক্ষাত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : হে আবু হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি জানাবাতের অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা সমীচীন মনে করিনি। তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক হয় না।

১৯৭. بَابُ الْجَنْبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ -

وَقَالَ عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجَنْبُ وَيَقْلَمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

১৯৭. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের সময় বের হওয়া এবং বাজার ইত্যাদিতে চলাফেরা করা
'আতা (র) বলেছেন, জুন্নুবী ব্যক্তি উষু না করেও শিঙ্গা লাগাতে, নখ কাটতে এবং মাথা কামাতে পারে।

২৮০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

২৮০ 'আবদুল আ'লা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একই রাতে পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

২৮১ حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْشَلَّتْ فَاتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ آيَنَ كُنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنْ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ .

২৮১ 'আয়্যাশ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি জুনুবী ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। এক স্থানে তিনি বসে পড়লেন। তখন আমি সরে পড়ে বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। আবার তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আবু হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে (ঘটনা) বললাম। তখন তিনি বললেন : 'সুবহানাল্লাহ! মু'মিন অপবিত্র হয় না'।

১৯৮. بَابُ كَيْفَ تَوَضَّأَ الْجُنُبُ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَسِلَ -

১৯৮. পরিচ্ছেদ : জুনুবী ব্যক্তির গোসলের আগে উযু করে ঘরে অবস্থান করা

২৮২ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ .

২৮২ আবু নু'আয়ম (র).....আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কি জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে তিনি উযু করে নিতেন।

১৯৯. بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ -

১৯৯. পরিচ্ছেদ : জুনুবীর নিদ্রা

২৮৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ .

২৮৩ কুতাইবা ইবন সা'ঈদ (র).....'উমর ইবনু'ল-খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাদের কেউ জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, উযু করে নিলে জানাবাতের অবস্থায়ও ঘুমাতে পারে।

২০০. بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ -

২০০. পরিচ্ছেদ : জুনুবী উযু করে ঘুমাতে

২৮৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ .

২৮৪ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান ধুয়ে সালাতের উযুর মত উযু করতেন।

২৮৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَقْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ .

২৮৫ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমর (রা) নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাদের কেউ জুনুবি অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যদি উযু করে নেয়।
২৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَاغْسَلَ ذَكَرَكَ ثُمَّ نِمَ .

২৮৬ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, রাতে কোন সময় তাঁর জানাবাতের গোসল ফরয হয় (তখন কি করতে হবে?) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, উযু করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে, তারপর ঘুমাবে।

২০১. بَابُ إِذَا اتَّعَى الْخِثَّانَانِ -

২০১. পরিচ্ছেদ : দু' লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে

২৮৭ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّذَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا أَجُودٌ وَأَوْكَدُ . وَإِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيثَ الْأَخْرَجَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْغُسْلُ أَحْوَطُ .

২৮৭ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র) ও আবু নু'য়ম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সংগত হলে, গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। 'আমর (র) শু'বার সূত্রে এই হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর মুসা (র) হাসান [বসরী (র)] সূত্রেও অনুরূপ বলেছেন।

আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন : এটা উত্তম ও অধিকতর মযবুত। মতভেদের কারণে আমরা অন্য হাদীসটিও বর্ণনা করেছি, গোসল করাই অধিকতর সাবধানতা।

২০২. بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ -

২০২. পরিচ্ছেদ : স্ত্রী অঙ্গ থেকে কিছু লাগলে ধুয়ে ফেলা

২৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ

يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمِنْ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبِي كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৮৮ আবু মা'মার (র).....যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইবন 'আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : স্বামী-স্ত্রী সংগত হলে যদি মনি বের না হয় (তখন কি করবে)? উসমান (রা) বললেন : সালাতের উযূর মত উযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। 'উসমান (রা) বলেন : আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। এরপর 'আলী ইবন আবু তালিব, যুবাযর ইবনুল-আওওয়াম, তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ ও উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা সবাই ঐ একই জবাব দিয়েছেন। আবু সালামা (র) আবু আয্যুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি [আবু আয্যুব (রা)] এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন।

২৮৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْزِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَامَسُ الْمَرْأَةِ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذَلِكَ الْآخِرُ وَإِنَّمَا بَيْنَا لِاخْتِلَافِهِمُ وَالْمَاءُ أَنْقَى .

২৮৯ মুসাদ্দাদ (র).....উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্ত্রীর সাথে সংগত হলে যদি বীৰ্য বের না হয় (তার হুকুম কি)? তিনি বললেন : স্ত্রীর থেকে যা লেগেছে তা ধুয়ে উযূ করবে ও সালাত আদায় করবে। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন : গোসল করাই শ্রেয়। আর তা-ই সর্বশেষ হুকুম। আমি এই শেষের হাদীসটি বর্ণনা করেছি মতভেদ থাকার কারণে। কিন্তু পানি (গোসল) অধিক পবিত্রকারী।^১

১. এ বিধান পরে রহিত হয়েছে। স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয়। এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। টীকা নং ৪, বুখারী শরীফ, আসহুল মাতাবে', পৃ ৪৩।

كِتَابُ الْحَيْضِ

হায়য অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كِتَابُ الْحَيْضِ হায়য অধ্যায়

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

আর আল্লাহর বাণী, “লোকেরা তোমাকে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অপবিত্রতা। সুতরাং হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। আর তারা পাক-পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। তারা পাক-পবিত্র হলে আল্লাহর নির্দেশ মূতাবিক তাদের কাছে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন; তিনি পবিত্রতা রক্ষাকারীদেরও ভালবাসেন।” (২ : ২২২)

২০২. بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ -

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ .

২০৩. পরিচ্ছেদ : হায়যের ইতিকথা

নবী ﷺ বলেন : এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হায়য শুরু হয় বনী ইসরাঈলী মহিলাদের। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ - এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

২৯০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لِكَ أَنْفِيسَتِ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

[২৯০] ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যেই (মদীনা থেকে) বের হলাম । ‘সারিফ’ নামক স্থানে পৌছার পর আমার হায়য আসলো । রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন ; এবং বললেন : কি হলো তোমার? তোমার হায়য এসেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ । তিনি বললেন : এ তো আল্লাহ তা‘আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন । সুতরাং তুমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব কাজ করে যাও । ‘আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে গাভী কুরবানী করলেন ।

২০৪. بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ نَوَجْهَا وَتَرْجِيلِهِ

২০৪. পরিচ্ছেদ : হায়যের সময় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া

[২৯১] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

[২৯১] ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি হায়য অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম ।

[২৯২] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئَةَ وَهِيَ جُنْبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةٍ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرْجِلُ تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرْجَلُ وَهِيَ حَائِضٌ .

[২৯২] ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র).....‘উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তাঁকে (‘উরওয়াকে) প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঋতুবতী স্ত্রী কি স্বামীর খিদমত করতে পারে? অথবা গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় কি স্ত্রী স্বামীর নিকটবর্তী হতে পারে? ‘উরওয়া (র) জওয়াব দিলেন, এ সবই আমার কাছে সহজ । এ ধরনের সকল মহিলাই স্বামীর খিদমত করতে পারে । এ ব্যাপারে কারো অসুবিধা থাকার কথা নয় । আমাকে ‘আয়িশা (রা) বলেছেন যে, তিনি হায়যের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন । আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মু‘তাকিফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর (‘আয়িশার) হুজরার দিকে তাঁর কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেন । তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন ঋতুবতী ।

২০৫. بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ،

وَكَانَ أَبُوهُمَا يُرْسِلُ خَادِمَةً وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَاتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فْتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ -

২০৫. পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

আবু ওয়াইল (র) তাঁর ঋতুবতী দাসীকে আবু রাযীন (র)-এর কাছে পাঠাতেন, আর দাসী জুযদানে পৌঁছিয়ে কুরআন শরীফ নিয়ে আসত।

২৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةٍ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ .

২৯৩ আবু নু'আয়ম (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়যের অবস্থায় ছিলাম।

২০৬. بَابُ مَنْ سَمِعَ النَّفَّاسَ حَيْضًا -

২০৬. পরিচ্ছেদ : নিফাসকে হায়য বলা

২৭৬ حَدَّثَنَا الثَّمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةً فِي خِمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَالَ أَنْفَسْتُ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخِمِيلَةِ .

২৯৪ মক্কী ইবন ইব্রাহীম (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। তিনি বললেন : তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, 'হাঁ', তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।

২০৭. بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ -

২০৭. পরিচ্ছেদ : হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা

২৭৫ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

২৯৫ কাবীসা (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি ইয়ার পরে নিতাম, আর আমার হায়য অবস্থায় তিনি আমার সাথে মিশামিশি করে শুইতেন। তাছাড়া তিনি ই'তিকাফ অবস্থায় মাথা বের করে দিতেন, আর আমি হায়য অবস্থায় মাথা ধুয়ে দিতাম।

২৭৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَزَدَّ فِي فَوْدٍ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ . تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

২৭৬ ইসমাঈল ইবন খলীল (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কেউ হায়য অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে প্রবল হায়যে ইয়ার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মিশামিশি করতেন। তিনি [‘আয়িশা রা)] বলেন : তোমাদের মধ্যে নবী ﷺ-এর মত কাম-প্রবৃত্তি দমন করার শক্তি রাখে কে? খালিদ ও জারীর (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে এই হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ كَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَزَدَّتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَرَوَاهُ سَفْيَانٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

২৭৭ আবু নু‘মান (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে হায়য অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে তাকে ইয়ার পরতে বলতেন। শায়বানী (র) থেকে সুফিয়ান (র) এ বর্ণনা করেছেন।

২.০৮. بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمِ -

২০৮. পরিচ্ছেদ : হায়য অবস্থায় সওম ছেড়ে দেওয়া

২৭৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرُنَّ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَّ الْعَشِيرَ - مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَبَيْنَ أَذْهَبِ لِبِّ الرَّجُلِ الْحَاظِمِ مِنْ إِحْدَا كُنَّ ، قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَ بَلَى ، قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، قُلْنَ بَلَى ، قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا .

২৯৮ সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা বা

ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা আরয করলেন : কী কারণে, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর না-শোকরী করে থাক। বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন : আমাদের দীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হাঁ'। তখন তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হাঁ'। তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি।

২০৭. **بَابُ تَقْضِي الْحَائِضِ الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ،**

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ آيَةَ ، وَلَمْ يَزِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ كُنَّا نُوَمِّرُ أَنْ يُخْرَجَ الْحَيْضُ فَيُكَبِّرُنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ أَنَّ هِرْقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ آيَةَ - وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي ، وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّي لَا ذَبِيحُ وَأَنَا جُنُبٌ وَقَالَ اللَّهُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

২০৯. পরিচ্ছেদ : হায়য অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা যায় ইবরাহীম (রা) বলেছেন : (হায়য অবস্থায়) আয়াত পাঠে কোন দোষ নেই। হযরত ইবন 'আক্কাস (রা) জুনুবীর জন্য কুরআন পাঠে কোন দোষ মনে করতেন না। নবী ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন। উম্মে আতিয়া (রা) বলেন : (ঈদের দিন) হায়য অবস্থায় মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসার জন্য আমাদের বলা হতো, যাতে তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলে ও দু'আ করে। ইবন 'আক্কাস (রা) আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্ল (রোম সম্রাট) নবী ﷺ-এর পত্র চেয়ে নিলেন এবং তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ -

“দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আপনি বলুন! হে কিতাবীগণ! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই-যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি। কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ ব্যতীত রবরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম (৩ : ৬৪)। ‘আতা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘আয়িশা (রা) হায়য অবস্থায় কা’বা তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য আহকাম পালন করেছেন কিন্তু সালাত আদায় করেন নি। হাকাম (র) বলেছেন : আমি জুনুবী অবস্থায়ও যবেহ করে থাকি। অথচ আল্লাহর বাণী হলো :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ “তোমরা আহার করো না সে সব প্রাণী, যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি।” (৬ : ১২১)

২৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ طَمِثْتُ فَدْخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحِجُّ الْعَامَ ، قَالَ لَعَلَّكَ نَفِسْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي .

২৯৯ আবু নু‘আয়ম (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কাঁদছ কেন ? আমি বললাম : আল্লাহর শপথ ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন : সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ। আমি বললাম, ‘হাঁ’। তিনি বললেন : এ তো আদম-কন্যাদের জন্যে আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পাক হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা’বার তাওয়াফ করবে না।

২১. بَابُ الْإِسْتِحَاظَةِ -

২১০. পরিচ্ছেদ : ইসতিহাযা

৩০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي .

৩০০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু

হবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হলো এক ধরনের বিশেষ রক্ত, হায়যের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়য শুরু হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও। আর হায়য শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় কর।^১

২১১. بَابُ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ -

২১১. পরিচ্ছেদ : হায়যের রক্ত ধুয়ে ফেলা

৩.১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبُهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ ثَوْبٌ إِحْدًا كُنْ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ .

৩০১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আসমা বিন্ত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে কি করবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে সে তা রগড়িয়ে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

৩.২ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمُ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ .

৩০২ আস্বাগ (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কারো হায়য হলে, পাক হওয়ার পর রক্ত রগড়িয়ে কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে সেই কাপড়ে তিনি সালাত আদায় করতেন।

২১২. بَابُ الْإِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ -

২১২. পরিচ্ছেদ : 'মুস্তাহাযা'র ই'তিকাফ

৩.৩ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُو بَيْشَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ قَرُبًا وَضَعَتِ الطُّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ

১. হায়য ও নিফাসের মেয়াদের অতিরিক্ত সময়কালীন রক্তঃস্রাবকে ইসতিহাযা এবং সে মহিলাকে মুস্তাহাযা বলা হয়। (আইনী ৩খ; ১৪২)

الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعَصْفَرِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةٌ تَجِدُهُ .

৩০৩ ইসহাক ইবন শাহীন (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোন এক জ্ঞী ইস্তিহায়ার অবস্থায় ই'তিকাফ করেন। তিনি রক্ত দেখতেন এবং স্রাবের কারণে প্রায়ই তাঁর নীচে একটি পাত্র রাখতেন। রাবী বলেন : 'আয়িশা (রা) হলুদ রঙের পানি দেখে বলেছেন, এ যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমুক জ্ঞীর ইস্তিহায়ার রক্ত।

৩০৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطُّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي .

৩০৪ কুতায়বা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোন একজন জ্ঞী ই'তিকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলুদ পানি বের হতে দেখতেন আর তাঁর নীচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় সালাত আদায় করতেন।

৩০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اِعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

৩০৫ মুসাদ্দাদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মুল-মু'মিনীনের একজন ইস্তিহায়া অবস্থায় ই'তিকাফ করেছিলেন।

২১২. بَابُ هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ -

২১৩. পরিচ্ছেদ : হায়য অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?

৩০৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِأَحَدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بَرِّيقَهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا .

৩০৬ আবু নু'আয়ম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কারো একটির বেশী কাপড় ছিল না। তিনি হায়য অবস্থায়ও এই কাপড়খানিই ব্যবহার করতেন, তাতে রক্ত লাগলে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নখ দ্বারা রগড়িয়ে নিতেন।

২১৪. بَابُ الطَّيِّبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ -

২১৪. পরিচ্ছেদ : হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার

৩০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحْدِ عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَتَّحِلُ وَلَا نَتَّطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتُ أَحَدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহহাব (র).....উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে আমাদের তিন দিনের বেশী শোক পালন করা থেকে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন (শোক পালনের অনুমতি ছিল)। আমরা তখন সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না, ইয়েমেনের তৈরী রঙিন কাপড় ছাড়া অন্য কোন রঙিন কাপড় পরতাম না। তবে হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে আজফারের খোশবু মিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল। আর আমাদের জানাযার পেছনে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই বর্ণনা হিশাম ইব্ন হাসসান (র) হাফসা (রা) থেকে, তিনি উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে বিবৃত করেছেন।

২১৫. بَابُ ذَلِكَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسِكَةً فَتَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ

২১৫. পরিচ্ছেদ : হায়যের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ ঘষামাজা করা, গোসলের পদ্ধতি এবং মিশ্কযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা

৩০৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ تَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِاللَّهِ تَطَهَّرِي فَأَجْتَبَذْتُهَا إِلَى فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ .

৩০৮ ইয়াহইয়া (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে গোসলের নিয়ম বলে দিলেন যে, এক টুকরা কস্তুরী লাগানো নেকড়া নিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা বললেন : কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা দিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা (তৃতীয়বার) বললেন : কিভাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সুবহানাল্লাহ ! তা দিয়ে তুমি পবিত্রতা হাসিল কর। 'আয়িশা (রা) বললেন : তখন আমি তাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে আসলাম এবং বললাম : তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল।

২১৬. بَابُ غُسْلِ الْمَحِيضِ -

২১৬. পরিচ্ছেদ : হায়যের গোসলের বিবরণ

৩০৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ

كَيْفَ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ خَذِيْ فِرْصَةً مُّسَكَّةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ
بَوْجِهٍ وَ قَالَ تَوَضَّئِي بِهَا فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ .

৩০৯ মুসলিম (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি কিভাবে হায়যের গোসল করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এক টুকরা কস্তুরীযুক্ত নেকড়া লও এবং তিনবার ধুয়ে নাও। নবী ﷺ এরপর লজ্জাবশত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : তা দিয়ে তুমি পবিত্র হও। ‘আয়িশা (রা) বলেন : আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম। তারপর তাকে নবী ﷺ-এর কথার মর্ম বুঝিয়ে দিলাম।

২১৭. بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ -

২১৭. পরিচ্ছেদ : হায়যের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো

৩১০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَكْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَرَعَمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهَرْ حَتَّى دَخَلْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْقَضِيَ رَأْسُكَ وَامْتَشِطِي وَامْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ .

৩১০ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম। আমিও তাদেরই একজন ছিলাম যারা তামাত্ব‘র১ নিয়্যত করেছিল এবং সঙ্গে কুরবানীর পশু নেয়নি। তিনি বলেন : তাঁর হায়য শুরু হয় আর আরাফা-এর রাত পর্যন্ত তিনি পাক হন নি। আয়িশা (রা) বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আজ তো আরাফার রাত, আর আমি হজ্জের সঙ্গে উমরারও নিয়্যত করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : মাথার বেণী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও আর উমরা থেকে বিরত থাক। আমি তা-ই করলাম। হজ্জ সমাধা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আবদুর রহমান (রা)-কে ‘হাস্বায়’ অবস্থানের রাতে (আমাকে উমরা করানোর) নির্দেশ দিলেন। তিনি তানঈম থেকে আমাকে উমরা করালেন, যেখান থেকে আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম।

২১৮. بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

২১৮. পরিচ্ছেদ : হায়যের গোসলে চুল খোলা

৩১১ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ

لِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَهْلُ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلُ فَإِنِّي لَوَلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَا هَالِكُ بِعُمْرَةٍ فَأَهْلُ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ ، وَأَهْلُ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكَثُرْتُ أَنَا مِنْ أَهْلِ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَانِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دَعِيَ عُمْرَتَكَ وَأَنْقَضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي ، قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدًى وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ .

৩১১ ‘উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র)..... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার সময় নিকটবর্তী হলে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে উমরার ইহরাম বাঁধতে চায় সে তা করতে পারে। কারণ, আমি সাথে কুরবানীর পশু না আনলে উমরার ইহরামই বাঁধতাম। তারপর কেউ উমরার ইহরাম বাঁধলেন, আর কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। আমি ছিলাম উমরার ইহরামকারীদের মধ্যে। আরাক্ষের দিনে আমি ঋতুবর্তী ছিলাম। আমি নবী ﷺ-এর কাছে আমার অসুবিধার কথা বললাম। তিনি বললেন : তোমার উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেণী খুলে চুল আঁচড়াও, আর হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আমি তাই করলাম। ‘হাসবা’ নামক স্থানে অবস্থানের রাতে নবী ﷺ আমার সাথে আমার ভাই আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে পাঠালেন। আমি তানঈমের দিকে বের হলাম। সেখানে পূর্বের উমরার পরিবর্তে ইহরাম বাঁধলাম। হিশাম (র) বলেন : এসব কারণে কোন দম (কুরবানী) সওম বা সাদকা দিতে হয় নি।

২১৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مُخْلَقَةٌ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ -

২১৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী “পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড” (২২ : ৫) প্রসঙ্গে

৩১২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكُلٌّ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى ، شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ .

৩১২ মুসাদ্দাদ (র)..... ‘আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ তা‘আলা মাতৃগর্ভের জন্যে একজন ফিরিশতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি (পর্যায়ক্রমে) বলতে থাকেন, হে রব! এখন বীর্য-আকৃতিতে আছে। হে রব! এখন জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে। হে রব! এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন জিজ্ঞাসা করেন : পুরুষ, না স্ত্রী? সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগা? রিয়ক ও বয়স কত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তার মাতৃগর্ভে থাকতেই তা লিখে দেওয়া হয়।

২২০. بَابُ كَيْفَ تَهْلُ الْحَانِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ -

২২০. পরিচ্ছেদ : ঋতুবর্তী কিভাবে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে ?

৩১৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيُحِلِّ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ ، وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ ، قَالَتْ فَحَضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَسِطُ وَأَهْلِلُ بِحَجٍّ وَأَتْرُكُ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي فَبَعَثَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمَرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ .

৩১৩ ইয়াহুয়া ইব্ন বুকাইর (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় বের হয়েছিলাম। আমাদের কেউ ইহরাম বেঁধেছিল উমরার আর কেউ বেঁধেছিল হজ্জের। আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে তারা যেন হজ্জ পূর্ণ করে। ‘আয়িশা (রা) বলেন : এরপর আমার হায়য শুরু হয় এবং আরাফার দিনেও তা বহাল থাকে। আমি শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে মাথার বেণী খোলার, চুল আঁচড়িয়ে নেওয়ার এবং উমরার ইহরাম ছেড়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। পরে হজ্জ সমাধা করলাম। এরপর ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে আমার সাথে পাঠালেন। তিনি আমাকে তানঈম থেকে আমার আগের পরিত্যক্ত উমরার পরিবর্তে উমরা করতে নির্দেশ দিলেন।

২২১. بَابُ إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ -

وَكُنْ نِسَاءً يَبْتَغْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدَّرَجَةِ فِيهَا الْكَرْسُفُ فِيهِ الصَّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِسْمَةَ الْبَيْضَاءَ ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ ، وَبَلَغَ ابْنُ زَيْدٍ بَنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ .

২২১. পরিচ্ছেদ : হায়য শুরু ও শেষ হওয়া

স্ত্রীলোকেরা ‘আয়িশা (রা)-এর কাছে কৌটায় করে তুলা পাঠাতো। তাতে হলুদ রং দেখলে ‘আয়িশা (রা) বলতেন : তাড়াহুড়া করো না, সাদা পরিষ্কার দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এ দ্বারা তিনি হায়য থেকে পবিত্রতা বোঝাতেন। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর কন্যার কাছে সংবাদ এলো যে, স্ত্রীলোকেরা রাতের অন্ধকারে প্রদীপ চেয়ে নিয়ে হায়য থেকে পাক হলো কিনা তা দেখতেন। তিনি বললেন : স্ত্রীলোকেরা (পূর্বে) এমনটি করতেন না। তিনি তাদের দোষারোপ করেন।

৩১৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَغْتَسَلِي وَصَلِّي .

৩১৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনতে আবু হুরাইশ (রা)-এর ইস্তিহাযা হতো। তিনি এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হচ্ছে রগের রক্ত, হায়যের রক্ত নয়। সুতরাং হায়য শুরু হলে সালাত ছেড়ে দেবে। আর হায়য শেষ হলে গোসল করে সালাত আদায় করবে।

২২২. بَابُ لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدْعُ الصَّلَاةَ

২২২. পরিচ্ছেদ : হায়যকালীন সালাতের কাযা নেই

জাবির ইবন আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, (ত্রীলোক হায়যকালীন সময়ে) সালাত ছেড়ে দেবে

৩১৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي أَحَدَنَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهَّرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَ لَهُ .

৩১৫ মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা 'আয়িশা (রা)-কে বললেন : আমাদের জন্য হায়যকালীন কাযা সালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে চলবে কি না? 'আয়িশা (রা) বললেন : তুমি কি হারুরিয়া? আমরা নবী ﷺ-এর সময়ে ঋতুবতী হতাম কিন্তু তিনি আমাদের সালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন : আমরা তা কাযা করতাম না।

২২৩. بَابُ النُّومِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

২২৩. পরিচ্ছেদ : ঋতুবতী মহিলার সংগে হায়যের কাপড় পরিহিত অবস্থায় একত্রে শয়ন

৩১৬ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَبِي حَبِيٍّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخُمَيْلَةِ فَأَنْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفِستِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخُمَيْلَةِ قَالَتْ وَحَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

১. খারিজীদের একটি দল যারা ঋতুবতীর জন্য সালাতের কাযা ওয়াজিব মনে করত। (আইনী, ৩খ, ৩০০ পৃ.)

৩১৬ সাদ ইবন হাফস (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শায়িত অবস্থায় আমার হায়য দেখা দিল। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে এসে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার কি হায়য শুরু হয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর চাদরের নীচে স্থান দিলেন। বর্ণনাকারী যয়নাব (র) বলেন : আমাকে উম্মে সালামা (রা) এও বলেছেন যে, নবী ﷺ রোযা রাখা অবস্থায় তাঁকে চুমু খেতেন। [উম্মে সালামা (রা) আরও বলেন] আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

২২৪. بَابُ مَنْ أَخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطَّهْرِ

২২৪. পরিচ্ছেদ : হায়যের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা

৩১৭ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةً فِي خِمِيلَةٍ حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ أَنْفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخِمِيلَةِ .

৩১৭ মু'আয ইবন ফাযালা (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক সময় আমি ও নবী ﷺ একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। আমার হায়য শুরু হলো। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হায়য আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে পড়লাম।

২২৫. بَابُ شَهَادَةِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

২২৫. পরিচ্ছেদ : ঋতুবতী মহিলাদের উভয় ঈদ ও মুসলমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত

হওয়া এবং ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা

৩১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ أَبِي سَلَامٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَلَّتْ قَصْرَبْنِي خَلْفَ فَحَدَّثْتُ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ قَالَتْ فَكُنَّا نَدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ ﷺ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلِتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمْتُ أُمُّ عَطِيَّةٍ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ بِأَبَى نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبَى سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ

وَالْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا .

৩১৮ মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র).....হাফসা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আমাদের যুবতীদের ঈদের সালাতে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনু খালাফের মহলে এসে পৌঁছলেন এবং তিনি তাঁর বোন থেকে বর্ণনা করলেন। তাঁর ভগ্নীপতি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বারটি গায়ওয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন : আমার বোনও তাঁর সঙ্গে ছয়টি গায়ওয়ায় শরীক ছিলেন। সেই বোন বলেন : আমরা আহতদের পরিচর্যা ও অসুস্থদের সেবা করতাম। তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাদের কারো ওড়না না থাকার কারণে বের না হলে কোন অসুবিধা আছে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার সাথীর ওড়না তাকে পরিয়ে দেবে, যাতে সে ভাল মজলিস ও মু'মিনদের দু'আয় শরীক হতে পারে। যখন উম্মে আতিয়া (রা) আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি নবী ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন : আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। হাঁ, তিনি এরূপ বলেছিলেন। নবীর কথা আলোচিত হলেই তিনি বলতেন, “আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক।” আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যুবতী, পর্দানশীন ও ঋতুবতী মহিলারা বের হবে এবং ভাল স্থানে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে। হাফসা (র) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ঋতুবতীও কি বের হবে? তিনি বললেন : সে কি 'আরাফাতে ও অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হবে না?

২২৬. بَابٌ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حَيَضٍ وَمَا يُصَدِّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيهَا يُمَكِّنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَيَذْكُرْنَ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِبَيْتَةٍ مِنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دَيْئُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرِ صَدَّقَتْ، وَقَالَ عَطَاءٌ أَقْرَأُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ عَطَاءُ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسٍ عَشْرَةَ، وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْبِنِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ -

২২৬. পরিচ্ছেদ : একই মাসে তিন হায়য হলে

সম্ভাব্য হায়য ও গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের কথা গ্রহণযোগ্য। কারণ আল্লাহর ঘোষণা রয়েছে :

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

মহিলাদের গর্ভে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়টি গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ নয়।

(২ : ২২৮)

হযরত 'আলী (রা) ও শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত, যদি মহিলার নিজ পরিবারের দীনদার কেউ

সাক্ষ্য দেয় যে, এ মহিলা মাসে তিনবার ঋতুবতী হয়েছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।
 'আতা (র) বলেন : মহিলার হায়যের দিন গণনা করা হবে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী।
 ইবরাহীম (র)-ও অনুরূপ বলেন। 'আতা (র) আরো বলেন : হায়য একদিন থেকে পনের দিন
 পর্যন্ত হতে পারে।' মু'তামির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি ইব্ন
 সীরীন (র)-কে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী
 হায়যের পাঁচ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত দেখে? তিনি জবাবে বললেন : এ ব্যাপারে
 মহিলারা ভাল জানে

৩১৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ
 عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ
 لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَّرَ الْيَّامَ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي .

৩১৯ আহমদ ইব্ন আবু রাজা (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু
 হবায়শ (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ইস্তিহাযা হয়েছে এবং পবিত্র হচ্ছি না। আমি কি সালাত
 ছেড়ে দেব? নবী ﷺ বললেন : না, এ হলো রগ-নির্গত রক্ত। তবে একরূপ হওয়ার আগে যতদিন হায়য হতো
 সে কয়দিন সালাত অবশ্যই ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করে নিবে ও সালাত আদায় করবে।

২২৭. بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

২২৭. পরিচ্ছেদ : হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা

৩২০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعْدُ الْكُدْرَةَ
 وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا .

৩২০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা মেটে ও
 হলুদ রং হায়যের মধ্যে গণ্য করতাম না।

২২৮. بَابُ عِرْقِ الْإِسْتِحَاضَةِ

২২৮. পরিচ্ছেদ : ইস্তিহাযার শিরা

৩২১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ

১. বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত হলো হায়যের মুদত কমপক্ষে তিন দিন এবং উর্ধ্বে দশ
 দিন। (আইনী, ৩খ, ৩০৯ পৃ.)

ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

৩২১ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির আল-হিয়ামী (র).....নবী পত্নী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা (রা) সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযাযস্তা ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : এ শিরা-নির্গত রক্ত। এরপর উম্মে হাবীবা (রা) প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতেন।

২২৯. بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

২২৯. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফে যিয়ারতের পর জীলোকের হায়য শুরু হওয়া

৩২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحِيضُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنْ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجِي .

৩২২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর পত্নী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাফিয়া বিনত হুয়াইয়ের হায়য শুরু হয়েছে। তিনি বললেন : সে তো আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে। সে কি তোমাদের সঙ্গে তাওয়াফে-যিয়ারত করেনি? তাঁরা জবাব দিলেন, হাঁ করেছেন। তিনি বললেন : তা হলে বের হও।

৩২৩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَفَرَّ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَتَفَرُّ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتَفَرُّ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُخِصَ لَهُنَّ .

৩২৩ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : (তাওয়াফে যিয়ারতের পর) মহিলার হায়য হলে তার চলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এর আগে হযরত ইব্ন 'উমর (রা) বলতেন : সে যেতে পারবে না। তারপর তাঁকে বলতে শুনেছি যে, সে যেতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য (যাওয়ার) অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৩০. بَابُ إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةَ الطَّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيُ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلَاةَ الْعَظِمَ

২৩০. পরিচ্ছেদ : ইস্তিহাযাযস্তা নারীর পবিত্রতা দেখা

১. প্রকৃতপক্ষে মুস্তাহাযার জন্য প্রতি সালাতে গোসল ওয়াজিব নয়। তবে তিনি হয়ত নিজ ধারণায় গোসল করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন অথবা রোগের প্রকোপ কমানোর জন্য এরূপ করছিলেন। (উমদাতুল ক্বারী, ৩খ, পৃ. ৩১১)

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন : মুস্তাহাযা দিনের কিছু সময়ের জন্য হলেও পবিত্রতা দেখলে গোসল করবে ও সালাত আদায় করবে। আর সালাত আদায় করার পর তার স্বামী তার সাথে মিলতে পারে। কারণ, সালাতের গুরুত্ব অত্যধিক

২২৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي .

৩২৪ আহমদ ইবন ইউনুস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হায়য দেখা দিলে সালাত ছেড়ে দাও আর হায়যের সময় শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধুয়ে নাও এবং সালাত আদায় কর।

২২১. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّفْسَاءِ وَسُنَّتِهَا

২৩১. পরিচ্ছেদ : নিফাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সালাতে জানাযা ও তার পদ্ধতি

২২৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَهَا .

৩২৫ আহমদ ইবন সুরায়জ (র).....সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একজন প্রসূতী মহিলা মারা গেলে নবী ﷺ তার জানাযা পড়লেন। সালাতে তিনি মহিলার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

২২২. بَابُ

২৩২. পরিচ্ছেদ

২২৬ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ إِسْمُهُ الْوَضَّاحُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمُرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ .

৩২৬ হাসান ইবন মুদরিক (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর পত্নী মায়মূনা (রা) থেকে শুনেছি যে, তিনি হায়য অবস্থায় সালাত আদায় করতেন না; তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সিজদার জায়গায় সোজাসুজি গুয়ে থাকতেন। নবী ﷺ তাঁর চাটাইয়ে সালাত আদায় করতেন। সিজদা করার সময় তাঁর কাপড়ের অংশ আমার (মায়মূনার) গায়ে লাগতো।

كِتَابُ التَّيْمَمِ

তায়াম্মুম অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كِتَابُ التَّيْمُمِ

তায়াম্মুম অধ্যায়

২২২. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ .**

২৩৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ .

“এবং তোমরা পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমরা তোমাদের মুখ ও হাতে বুলাবে ” (৪ : ৪৩)

২২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التِّمَاسِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا الْآتَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعُ رَأْسُهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ بَطْنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخْذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيرِ مَا هِيَ بِأَوْلَ بَرَكَتِكُمْ يَا أَلِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصْبَحْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

৩২৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কোন এক সফরে বেরিয়েছিলাম। যখন আমরা 'বায়যা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন : 'আয়িশা কি করেছেন আপনি কি দেখেন নি? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে নেই এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আবু বকর (রা) আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবু বকর (রা) বললেন : তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই। এবং তাদের সাথেও পানি নেই। 'আয়িশা (রা) বলেন : আবু বকর আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর, আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার উরুর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। তারপর সবাই তায়াম্মুম করে নিলেন। উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) বললেন : হে আবু বকরের পরিবারবর্গ ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়িশা (রা) বলেন : তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নীচে পড়ে আছে।

৩২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ ، وَأَجِلْتُ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشُّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً .

৩২৮ মুহাম্মদ ইবন সিনান ও সাঈদ ইবন নাযর (র).....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকেও দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়; (২) সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে; (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি; (৪) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হয়েছে; (৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত মানব জাতির জন্য।

২২৬. بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

২৩৪. পরিচ্ছেদ : পানি ও মাটি পাওয়া না গেলে

৩২৭ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَذْرَكَهُمْ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا فَشَكُّوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التِّيمُمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا .

৩২৯ যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সময়ে (তাঁর বোন) আসমা (রা)-এর হার ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (পশ্চিমদ্যে) হারখানা হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটির খোঁজে লোক পাঠালেন। তিনি এমন সময় হারটি পেলেন, যখন তাঁদের সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের কাছে পানি ছিল না। তাঁরা সালাত আদায় করলেন। তারপর বিষয়টি তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। সেজন্য উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) ‘আয়িশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম! আপনি যে কোন অপসন্দনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তাতেই আল্লাহ তা‘আলা আপনার ও সমস্ত মুসলমানের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন।

২২৭. بَابُ التِّيمُمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوُتَ الصَّلَاةُ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتِيمُمُ وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبِدِ النَّعْمِ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً فَلَمْ يَعْذُ .

২৩৫. পরিচ্ছেদ : মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং সালাত ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে

তায়াম্মুম করা

‘আতা (র)-এর অভিमतও তাই। হাসান বসরী (র) বলেন : যে রোগীর কাছে পানি আছে কিন্তু তার কাছে তা পৌছানোর কোন লোক না থাকে, তবে সে তায়াম্মুম করবে। ইবন ‘উমর (রা) তাঁর জুরুফ নামক স্থানের জমি থেকে ফেরার সময় ‘মারবাদুল্লা‘আম’-এ পৌছলে আসরের সময় হয়ে যায়। তখন তিনি (তায়াম্মুম করে) সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি মদীনা পৌছলেন। তখনো সূর্য উপরে ছিল। কিন্তু তিনি সালাত পুনরায় আদায় করলেন না

৩৩০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ بَنِ

الْحَارِثُ بْنُ الصَّبَّةِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

৩৩০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র).....আবু জুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ (মদীনার নিকটস্থ) 'বি'রে জামাল' থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাঁকে সালাম করলো। নবী ﷺ জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অগ্রসর হয়ে তাতে (হাত মেরে) নিজ চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন।

২৩৬. بَابُ الصَّعِيدِ لِلتَّيْمِمْ هَلْ يَنْفُخُ فِي يَدَيْهِ بَعْدَ مَا يَضْرِبُ بِهِمَا

২৩৬. পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দেওয়া

৩৩১ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَاجْتَنَبْنَا ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ .

৩৩১ আদম (র).....সাইদ ইবন 'আবদুর রহমান ইবন আবযা তাঁর পিতা ['আবদুর রহমান (রা)] থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে জানতে চাইল : একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হল অথচ আমি পানি পেলাম না। তখন 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললেন : আপনার কি সেই ঘটনা স্মরণ আছে যে, এক সময় আমরা দু'জন সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমার জন্য তো ঐটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী ﷺ দু' হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মসেহ করলেন।

২৩৭. بَابُ التَّيْمِمْ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ

২৩৭. পরিচ্ছেদ : মুখমণ্ডলে ও হস্তদ্বয়ে তায়াম্মুম করা

৩৩২ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بِهَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ ، وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذُرًّا يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ .

৩৩২ হাজ্জাজ (র)..... 'আবদুর রহমান ইবন আবযা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আম্মার (রা)-ও এ কথা (যা পূর্বের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে তা) বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) নিজের হস্তদ্বয় মাটিতে মেরে মুখের কাছে নিলেন (ফুঁ দিলেন)। তারপর নিজের চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করলেন। নাযর (র) শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৩৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُرِّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِي سَرِيَةٍ فَأَجْبَنَّا وَقَالَ تَفَلَّ فِيهِمَا .

৩৩৩ সুলায়মান ইবন হারব (র).....ইবন 'আবদুর রহমান ইবন আবযা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ('আবদুর রহমান) 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন, আর 'আম্মার (রা) তাঁকে বলেছিলেন : আমরা এক অভিযানে গিয়েছিলাম, আমরা উভয়েই জুনুবী হয়ে পড়লাম। উক্ত রেওয়ায়েতে হাত দু'টোতে ফুঁ দেয়ার বর্ণনা -এর স্থলে -এর স্থলে তফল বলেছেন। উভয়েই সমার্থক।

৩৩৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُرِّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكَ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ .

৩৩৪ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আম্মার (রা) 'উমর (রা)-কে বলেছিলেন : (আমি তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে) মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বলেছিলেন : চেহারা ও হাত দু'টো মসেহ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

৩৩৫ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُرِّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقُ الْحَدِيثِ .

৩৩৫ মুসলিম (ইবন ইব্রাহীম) (র)..... 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, 'আম্মার (রা) তাঁকে বললেন,... এরপর রাবী পূর্বের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৩৩৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُرِّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضْرَبَ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৩৩৬ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র).....ইবন 'আবদুর রহমান ইবন আবযা তাঁর পিতা ('আবদুর রহমান) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আম্মার (রা) বলেছেন : নবী ﷺ মাটিতে হাত মারলেন এবং তাঁর চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করলেন।

২২৮. بَابُ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ وَضَوْءِ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيْمُّ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأُمُّ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَّمٌ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبْخَةِ وَالتَّيْمِ بِهَا -

২৩৮. পরিচ্ছেদ : পাক মাটি মুসলিমদের উযূর পানির স্থলবর্তী । পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্তে এটাই যথেষ্ট

হাসান (র) বলেন : হাদিস না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট । ইব্ন আব্বাস (রা) তায়াম্মুম করে ইমামতি করেছেন । ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেন : লোনা ভূমিতে সালাত আদায় করা বা তাতে তায়াম্মুম করায় কোন বাধা নেই

২২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةً أَحَلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظُنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقِظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَأَنْدَرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يَكْبُرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوُضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْقَضَتْ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا آيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسَ هَذِهِ السَّاعَةُ وَنَفَرْنَا خُلُوفًا قَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذَا قَالَتْ إِلَى آيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَاَنْطَلِقِي فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوها عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَقْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَ أَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا

وَأُطْلِقَ الْعَزَالِيَّ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ
 أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ أَذْهَبَ فَأَقْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا وَائِمُّ
 اللَّهُ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخِيلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلَّةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْمَعُوا لَهَا
 فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدُقِيقَةٍ وَسُوَيْفَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا
 وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَزَيْنَا مِنْ مَائِكَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا
 وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكَ يَا فُلَانَةُ قَالَتْ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ
 الصَّابِئِيُّ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللَّهُ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَابِيَّةَ
 فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لِرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغَيِّرُونَ عَلَى
 مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصَيِّبُونَ الصِّرَمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى أَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ
 قَدْ يَدْعُونَكُمْ عَمَدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَبَّأٌ خَرَجَ مِنْ دِينَ إِلَى غَيْرِهِ - وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِئِيُّنَ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ
 الزُّبُورَ - أَصَبُّ أَمَلٌ .

[৩৩৭] মুসাদ্দাদ (র).....‘ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে
 ছিলাম। আমরা রাতে চলতে চলতে শেষরাতে এক স্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। মুসাফিরের জন্যে এর চাইতে
 মধুর ঘুম আর হতে পারে না। (আমরা এমন ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম যে,) সূর্যের তাপ ছাড়া অন্য কিছু
 আমাদের জাগাতে পারেনি। সর্বপ্রথম জাগলেন অমুক, তারপর অমুক, তারপর অমুক। (রাবী) আবু রাজা’
 (র) তাঁদের সবাইর নাম নিয়েছিলেন কিন্তু ‘আওফ (র) তাঁদের নাম মনে রাখতে পারেন নি। চতুর্থবারে জেগে
 উঠা ব্যক্তি ছিলেন ‘উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)। নবী ﷺ ঘুমালে আমরা কেউ তাঁকে জাগাতাম না, যতক্ষণ না
 তিনি নিজেই জেগে উঠতেন। কারণ নিদ্রাবস্থায় তাঁর উপর কি অবতীর্ণ হচ্ছে তা তো আমাদের জানা নেই।
 ‘উমর (রা) জেগে যখন মানুষের অবস্থা দেখলেন, আর তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি-- উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর
 বলতে শুরু করলেন। তিনি ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে থাকলেন। এমন কি তাঁর শব্দে নবী ﷺ
 জেগে উঠলেন। তখন লোকেরা তাঁর কাছে ওয়র পেশ করলো। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই বা বললেনঃ
 কোন ক্ষতি হবে না। এখান থেকে চল। তিনি চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে থামলেন। উযূর পানি
 আনালেন এবং উযূ করলেন। সালাতের আযান দেওয়া হলো। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।
 সালাত শেষ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি পৃথক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি লোকদের সাথে সালাত আদায় করেন
 নি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে অমুক ! তোমাকে লোকদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে
 বাধা দিল? তিনি বললেন : আমার উপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেন : পবিত্র

মাটি নাও (তায়াম্মুম কর), এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। নবী ﷺ পুনরায় সফর শুরু করলেন। লোকেরা তাঁকে পিপাসার কষ্ট জানালো। তিনি অবতরণ করলেন, তারপর অমুক ব্যক্তিকে ডাকলেন। (রাবী) আবু রাজা (র) তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু 'আওফ (র) তা ভুলে গিয়েছেন। তিনি 'আলী (রা)-কেও ডাকলেন। তারপর উভয়কেই পানি খুঁজে আনতে বললেন। তাঁরা পানির খোঁজে বের হলেন। তাঁরা পথে এক মহিলাকে দুই মশক পানি উটের উপর করে নিতে দেখলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : পানি কোথায় ? সে বললো : গতকাল এ সময়ে আমি পানির নিকটে ছিলাম। আমার গোত্র পেছনে রয়ে গেছে। তাঁরা বললেন : এখন আমাদের সঙ্গে চলো। সে বললো : কোথায় ? তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট। সে বললো : সেই লোকটির কাছে যাকে সাবি' (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলা হয়? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক। আচ্ছা, এখন চল। তাঁরা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। 'ইমরান (রা) বলেন : লোকেরা জ্বীলোকটিকে তার উট থেকে নামালেন। তারপর নবী ﷺ একটি পাত্র আনতে বললেন এবং উভয় মশকের মুখ খুলে তাতে পানি ঢাললেন এবং সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর সে মশকের নীচের মুখ খুলে দিয়ে লোকদের মধ্যে পানি পান করার ও জন্তু-জানোয়ারকে পানি পান করানোর ঘোষণা দিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে যার ইচ্ছা পানি পান করলেন ও জন্তুকে পান করালেন। অবশেষে যে ব্যক্তির গোসলের দরকার ছিল, তাকেও এক পাত্র পানি দিয়ে নবী ﷺ বললেন : এ পানি নিয়ে যাও এবং গোসল সার। ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছিলো যে, তার পানি নিয়ে কী করা হচ্ছে। আল্লাহর কসম! যখন তার থেকে পানি নেয়া শেষ হ'ল তখন আমাদের মনে হ'ল, মশকগুলো পূর্বাপেক্ষা অধিক ভর্তি। তারপর নবী ﷺ বললেন : মহিলার জন্যে কিছু একত্র কর। লোকেরা মহিলার জন্যে আজওয়া (বিশেষ খেজুর), আটা ও ছাতু এনে একত্র করলেন। যখন তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী জমা করলেন, তখন তা একটা কাপড়ে বেঁধে মহিলাকে উটের উপর সওয়ার করালেন এবং তার সামনে কাপড়ে বাঁধা গাঁঠরিটি রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি জান যে, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি ; বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাদের পানি পান করিয়েছেন। এরপর সে তার পরিজনের কাছে ফিরে গেল। তার বেশ দেবী হয়েছিল। পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে অমুক ! তোমার এত দেবী হল কেন? উত্তরে সে বলল : একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা! দু'জন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তারা আমাকে সেই লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে সাবি' বলা হয়। আর সেখানে সে এ সব করল। এ বলে সে মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল দিয়ে আসমান ও যমীনের দিকে ইশারা করে বলল, আল্লাহর কসম ! সে এ দু'টির মধ্যে সবচাইতে বড় জাদুকর, নয় তো সে বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল। এ ঘটনার পর মুসলিমরা ঐ মহিলার গোত্রের আশপাশের মুশরিকদের উপর হামলা করতেন কিন্তু মহিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত গোত্রের কোন ক্ষতি করতেন না। একদিন মহিলা নিজের গোত্রকে বলল : আমার মনে হয়, তারা ইচ্ছা করে তোমাদের নিষ্কৃতি দিচ্ছে। এ সব দেখে কি তোমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তারা সবাই মহিলাটির কথা মেনে নিল এবং ইসলামে দাখিল হয়ে গেল।

আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন : صبا শব্দের অর্থ নিজের দীন ছেড়ে অন্যের দীন গ্রহণ করা। আবুল 'আলিয়া (র) বলেন : صابئين হচ্ছে আহলে কিতাবের একটা দল, যারা যবুর কিতাব পড়ে থাকে। اصب শব্দের অর্থ ঝুঁকে পড়া।

১.সূর ইউসুফের ৩৩ নং আয়াতে এ শব্দটি এসেছে।

২৩৯. بَابُ إِذَا خَافَ الْجَنْبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيْمُمٌ،

وَيُذَكَّرُ أَنْ عَمَرُ بْنُ الْعَاصِ أَجَنَّبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيْمُمٌ وَتَلَا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنْفُ

২৩৯. পরিচ্ছেদ : জুন্‌বী ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির, মৃত্যুর বা তৃষ্ণার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বোধ হলে তায়াম্মুম করা

বর্ণিত আছে যে, এক শীতের রাতে ‘আমর ইবনু’ল ‘আস্ (রা) জুন্‌বী হয়ে পড়লে তায়াম্মুম করলেন। আর (এ প্রসঙ্গে) তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪ : ২৯)

এরপর নবী ﷺ—এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করা হলে তিনি তাকে দোষারোপ করেন নি

৩৩৮ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ لَوْ رَخِصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَيْمُمٌ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرِ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَارٍ .

৩৩৮ বিশর ইবন খালিদ (র).....আবু ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু মুসা (রা) ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : (জুন্‌বী) পানি না পেলে কি সালাত আদায় করবে না? ‘আবদুল্লাহ (রা) বললেন : হ্যাঁ, আমি এক মাসও যদি পানি না পাই তবে সালাত আদায় করব না। এ ব্যাপারে যদি লোকদের অনুমতি দেই তা হলে তারা একটু শীত বোধ করলেই এরূপ করতে থাকবে। অর্থাৎ তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। আবু মুসা (রা) বললেন : তাহলে ‘উমর (রা)-এর সামনে ‘আম্মার (রা)-এর কথা তৎপর্য কি হবে? তিনি উত্তরে বললেন : ‘উমর (রা) ‘আম্মার (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে আমি মনে করি না।

৩৩৯ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجَنَّبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَمَا دَرَى

عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوَرَّخَصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يُدْعَهُ وَيَتَيْمَّمُ فَقُلْتُ لَشَقِيقٍ فَأِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ .

৩৩৯ ‘উমর ইব্ন হাফস্ (র)..... শাকীক ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাস‘উদ ও আবু মূসা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তাঁকে আবু মূসা (রা) বললেন : হে আবু ‘আবদুর রহমান। কেউ জুনুবী হলে যদি পানি না পায় তবে কি করবে? তখন ‘আবদুল্লাহ (রা) বললেন : পানি না পাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। আবু মূসা (রা) বললেন : তা হলে ‘আম্মার (রা)-এর কথার উত্তরে আপনি কি বলবেন? তাঁকে যে নবী ﷺ বলেছিলেন (তায়াম্মুম করে নেয়া) তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। ‘আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস‘উদ) (রা) বললেন : তুমি দেখ না ‘উমর (রা) ‘আম্মারের এই কথায় সন্তুষ্ট ছিলেন না? আবু মূসা (রা) পুনরায় বললেন : ‘আম্মারের কথা বাদ দিলেও তায়াম্মুমের আয়াতের কী ব্যাখ্যা করবেন? ‘আবদুল্লাহ (রা) এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি তবুও বললেন : আমরা যদি লোকদের তার অনুমতি দিয়ে দেই তাহলে আশঙ্কা হয়, কারো কাছে পানি ঠাণ্ডা মনে হলেই তায়াম্মুম করবে। রাবী আ‘মশ (র) বলেন : আমি শাকীক (র)-কে প্রশ্ন করলাম, “আবদুল্লাহ (রা) এ কারণে কি তায়াম্মুম অপসন্দ করেছিলেন?” তিনি বললেন : হ্যাঁ।

২৪০. بَابُ التَّيْمُمِ ضَرْبَةً

২৪০. পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা

৩৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجَنَّبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، أَمَا كَانَ يَتَيْمَّمُ وَيُصَلِّي ، قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَيْمَّمُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيْمَّمُوا الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عُمَارِ بْنِ الْخَطَّابِ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهَرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهَرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عُمَارِ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى

أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فْتَمَعْتُ بِالصُّعَيْدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيَهُ وَاحِدَةً .

৩৪০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).....শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ‘আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস’উদ) ও আবু মূসা আশ‘আরী (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। আবু মূসা (রা) ‘আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন : কোন ব্যক্তি জুনুবী হলে সে যদি এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়, তা হলে কি সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে না? শাকীক (র) বলেন, ‘আবদুল্লাহ (রা) বললেন : একমাস পানি না পেলেও সে তায়াম্মুম করবে না। তখন তাঁকে আবু মূসা (রা) বললেন : তাহলে সূরা মায়িদার এ আয়াত সম্পর্কে কি করবেন যে, “পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে” (৫ : ৬)। ‘আবদুল্লাহ (রা) জওয়াব দিলেন : মানুষকে সেই অনুমতি দিলে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছার সম্ভবনা রয়েছে যে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই লোকেরা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। আমি বললাম : আপনারা এ জন্যেই কি তা অপসন্দ করেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আবু মূসা (রা) বললেন : আপনি কি ‘উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সম্মুখে ‘আম্মার (রা)-এর এ কথা শোনেন নি যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সফরে আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম এবং পানি পেলাম না। এজন্য আমি জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি বিবৃত করলাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি দু’ হাত মাটিতে মারলেন, তারপর তা ঝেড়ে নিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বাম হাতে ডান হাতের পিঠ মসেহ করলেন কিংবা রাবী বলেছেন, বাম হাতের পিঠ ডান হাতে মসেহ করলেন। তারপর হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মসেহ করলেন। ‘আবদুল্লাহ (রা) বললেন : আপনি দেখেন নি যে, ‘উমর (রা) ‘আম্মার (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হন নি? ইয়া‘লা (র) আ‘মাশ (র) থেকে এবং তিনি শাকীক (র) থেকে আরো বলেছেন যে, তিনি বললেন : আমি ‘আবদুল্লাহ (রা) ও আবু মূসা (রা)-এর কাছে হাযির ছিলাম; আবু মূসা (রা) বলেছিলেন : আপনি ‘উমর (রা) থেকে ‘আম্মারের এ কথা শোনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও আপনাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি জুনুবী হয়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে এ বিষয় তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্যে এই যথেষ্ট ছিল—এ বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দু’ হাত একবার মসেহ করলেন?

٢٤١. بَابُ

২৪১. পরিচ্ছেদ

٣٤١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخَزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فَلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصُّعَيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ .

৩৪১ আবদান (র).....আবু রাজা' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন আল-খুযা'ঈ (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে জামা'আতে সালাত আদায় না করে পৃথক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন : হে অমুক! তুমি জামা'আতে সালাত আদায় করলে না কেন? লোকটি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু পানি নেই। তিনি বললেন : তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তায়াম্মুম) করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

کِتَابُ الصَّلَاةِ সালাত অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كِتَابُ الصَّلَاةِ

সালাত অধ্যায়

২৪২. بَابُ كَيْفِ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ فِي الْإِسْرَاءِ -

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فِي حَدِيثِ مَرْقَلٍ فَقَالَ يَأْمُرُنَا النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَابِ -

২৪২. পরিচ্ছেদ : মি'রাজে কিভাবে সালাত ফরয হলো?

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আমার কাছে আবু সুফিয়ান ইবন হারব (রা) হিরাকল-এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নবী ﷺ আমাদেরকে সালাত, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন

۳۴۲ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَرَجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئَةٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَفَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ . فَقَالَ أُرْسِلِ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكٌ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ

يُمِئِنُهُ ضَحِكٌ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بَيَّ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِحَارِثِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَارِنُهَا
مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفُتِحَ ، قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمُوتِ آدَمَ وَادْرِيْسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي
السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِادْرِيْسَ قَالَ مَرَحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ ،
فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا ادْرِيْسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرَحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ
هَذَا ، قَالَ هَذَا مُوسَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى ، فَقَالَ مَرَحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ،
قَالَ هَذَا عِيسَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرَحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ عَرَجَ بَيَّ حَتَّى ظَهَرَتْ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ مَا
فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَأَجَعَنِي
فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ
فَرَأَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَأَجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِيَ
خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ ، فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ
رَبِّي ، ثُمَّ انْطَلِقْ بَيَّ حَتَّى انْتَهَى بَيَّ إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا الْوَانُ لَا أُدْرِي مَا هِيَ ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ
فَإِذَا فِيهَا حَبَابِلُ اللَّوْلُوءِ ، وَإِذَا تَرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩৪২ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু যার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমার ঘরের ছাদ খুলে দেওয়া হ'ল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। তারপর জিব্রীল ('আ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যমযমের পানি দিয়ে ধুইলেন। এরপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে বক্ষ করে দিলেন। তারপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে চললেন। যখন দুনিয়ার আসমানে পৌছলাম, তখন জিব্রীল ('আ) আসমানের রক্ষককে বললেন : দরযা খোল। তিনি বললেন : কে ? উত্তর দিলেন : আমি জিব্রীল। আবার জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। তিনি আবার বললেন : তাঁকে কি আহবান করা হয়েছে? তিনি

উত্তরে বললেন : হাঁ। তারপর আসমান খোলা হলে আমরা প্রথম আসমানে উঠলাম। সেখানে দেখলাম, এক লোক বসে আছেন এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি তাঁর ডান পাশে রয়েছে এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি বাম পাশেও রয়েছে। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন, হাসছেন আর যখন বাঁ দিকে তাকাচ্ছেন, কাঁদছেন। তিনি বললেন : খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে নেক সন্তান! আমি জিব্রীল ('আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? তিনি বললেন : ইনি আদম ('আ)। আর তাঁর ডানে ও বাঁয়ে তাঁর সন্তানদের রুহ। ডান দিকের লোকেরা জান্নাতী আর বাঁ দিকের লোকেরা জাহান্নামী। এজন্য তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন আর বাঁ দিকে তাকালে কাঁদেন। তারপরে জিব্রীল ('আ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে উঠলেন। সেখানে উঠে রক্ষককে বললেন : দরযা খোল। তখন রক্ষক প্রথম আসমানের রক্ষকের অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। তারপর দরযা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন : এরপর আবু যার্ব বলেন : তিনি (নবী ﷺ) আসমানসমূহে আদম ('আ), ইদরীস ('আ), মূসা ('আ), ঈসা ('আ) ও ইব্রাহীম ('আ)-কে পেলেন। আবু যার্ব (রা) তাঁদের অবস্থান নির্দিষ্টভাবে বলেন নি। কেবল এতটুকু বলেছেন যে, নবী ﷺ আদম ('আ)-কে প্রথম আসমানে এবং ইব্রাহীম ('আ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পেয়েছেন। আনাস (রা) বলেন : যখন জিব্রীল ('আ) নবী ﷺ-কে ইদরীস ('আ)-এর পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইদরীস ('আ) বললেন : খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ইদরীস ('আ)। তারপর আমি মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন : খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী ও নেক ভাই। আমি বললাম : ইনি কে? জিব্রীল ('আ) বললেন : মূসা ('আ)। তারপর আমি ঈসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন : খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ঈসা ('আ)। তারপর ইব্রাহীম ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন : খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী ও নেক সন্তান! আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ইব্রাহীম ('আ)। ইব্ন শিহাব (র) বলেন যে, ইব্ন হায্ম আমাকে খবর দিয়েছেন ইব্ন আব্বাস ও আবু হাব্বা আনসারী (র) উভয়ে বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তারপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হ'ল, আমি এমন এক সমতল স্থানে উপনীত হলাম, যেখান থেকে কলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলাম। ইব্ন হায্ম (র) ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিলেন। আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মূসা ('আ) বললেন : আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কী ফরয করেছেন? আমি বললাম : পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেন : আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ পাক কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা ('আ)-এর কাছে আবার গেলাম আর বললাম : কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন : আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হলো। আবারও মূসা ('আ)-এর কাছে গেলাম, এবারও তিনি বললেন : আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি আবার গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন : এই পাঁচই (সওয়াবের দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (গণ্য হবে)। আমার কথার কোন

পরিবর্তন নেই। আমি আবার মূসা (‘আ)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেন : আপনার রবের কাছে আবার যান। আমি বললাম : আবার আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তারপর জিব্রীল (‘আ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে ঢাকা ছিল, যার তাৎপর্য আমার জানা ছিল না। তারপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হ’ল। আমি দেখলাম তাতে মুক্তার হার রয়েছে আর তার মাটি কস্তুরী।

২৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقْرَتُ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

৩৪৩ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ তা‘আলা মুকীম অবস্থায় ও সফরে দুই রাক‘আত করে সালাত ফরয করেছিলেন। পরে সফরের সালাত পূর্বের মত রাখা হল আর মুকীম অবস্থার সালাত বৃদ্ধি করা হ’ল।

২৪৩. بَابُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَيَذْكُرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَزِدُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ - فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَزَفْ فِيهِ أَذَى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالثَّيِّبِ عُرْيَانٌ -

২৪৩. পরিচ্ছেদ : সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন - خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে (৭ : ৩১)। এক বস্ত্র শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করা। সালামা ইব্নুল আকওয়া‘ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা জামায় বোতাম লাগিয়ে নাও এমন কি কাঁটা দিয়ে হলেও। এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে কথা আছে। যে কাপড় পরে স্ত্রী সহবাস করা হয়েছে তাতে কোন নাপাকি দেখা না গেলে তা পরিধান করে সালাত আদায় করা যায়। আর নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, উলঙ্গ অবস্থায় যেন কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ না করে

২৪৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ

مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِيَتَّسِفَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةُ سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا .

[৩৪৪] মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ঈদের দিনে ঋতুবতী এবং পর্দানশীন মহিলাদের বের করে আনার নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলমানদের জামা'আত ও দু'আয় শরীক হতে পারে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলারা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এক মহিলা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেন : তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না থেকে পরিয়ে দেওয়া।

আবদুল্লাহ ইবন রাজা' (র) সূত্রে উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি।

২৪৪. بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أَزْرِمَهُ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ

২৪৪. পরিচ্ছেদ : সালাতে কাঁধে তহবন্দ বাঁধা

আর আবু হাযিম (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম নবী

ﷺ -এর সঙ্গে তহবন্দ কাঁধে বেঁধে সালাত আদায় করেছিলেন

[২৪৫] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبْلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْحَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِإِرَانِي أَحْمَقُ مِثْلَكَ وَإِنِّي كَأَن لَّهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

[৩৪৫] আহমদ ইবন ইউনুস (র).....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা জাবির (রা) কাঁধে তহবন্দ বেঁধে সালাত আদায় করেন। আর তাঁর কাপড় (জামা) আলনায় রক্ষিত ছিল। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললো : আপনি যে এক তহবন্দ পরে সালাত আদায় করলেন ? তিনি উত্তরে বললেন : তোমার মত আহম্মকদের দেখানোর জন্যে আমি এরূপ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমাদের মধ্যে কারই বা দু'টো কাপড় ছিল?

[২৪৬] حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ

رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ .

[৩৪৬] মুতাররিফ আবু মুস'আব (র).....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জাবির (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ -কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

২৪৫. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الْإِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِيزٍ اَلْتَحَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِثُوبٍ لَهُ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ

২৪৫. পরিচ্ছেদ : এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা

যুহরী (র) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, مُلْتَحِفُ - এর অর্থ مُتَوَشِّحُ - অর্থাৎ যে চাদরের উভয় অংশ বিপরীত কাঁধে রাখে। এভাবে কাঁধের উপর চাদর রাখাকে ইশতিমাল বলে।

উম্মে হানী (রা) বলেন যে, নবী ﷺ এক চাদর গায়ে দিলেন এবং তিনি চাদরের উভয় প্রান্ত

বিপরীত কাঁধে রাখলেন

২৪৬ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

৩৪৭ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র)..... 'উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক কাপড় পরে সালাত আদায় করলেন, আর তার উভয় প্রান্ত বিপরীত দিকে রাখলেন।

২৪৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتٍ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

৩৪৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).... 'উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি (নবী ﷺ) সে কাপড়ের উভয় প্রান্ত নিজের উভয় কাঁধে রেখেছিলেন।

২৪৯ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتٍ أُمِّ سَلَمَةَ وَضِعَا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

৩৪৯ 'উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র)..... 'উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক কাপড় জড়িয়ে উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যার উভয় প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

২৫০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيزٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيزٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيزٍ

بِئْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرَحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعِمَ ابْنُ أُمِّی أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ قَدْ أَجَرْتُهُ فَلَانَ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمُّ هَانِيٍّ قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ وَذَاكَ ضَحَى .

[৩৫০] ইসমাঈল ইব্ন আবু উওয়ায়স (র).....উম্মে হানী বিনত আবু তালিব (রা) বলেন : আমি বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। তিনি বলেন : আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কে ? আমি উত্তর দিলাম : আমি উম্মে হানী বিনত আবু তালিব। তিনি বললেন : মারহাবা, হে উম্মে হানী ! গোসল করার পরে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করলে তাঁকে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার সহোদর ভাই [আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)] এক লোককে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি সে লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হুযায়রার ছেলে অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মে হানী (রা) বলেন : তখন ছিল চাশতের সময়।

[২৫১] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَيْكُمْ ثَوْبَانِ .

[৩৫১] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে ?

২৫৬. بَابُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

২৪৬. পরিচ্ছেদ : কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে (কিছু অংশ) রাখে

[২৫২] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ .

[৩৫২] আবু আসিম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন সালাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোন অংশ নেই।

[২৫৩] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَائِلَتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

৩৫৩ আবু নু'আয়ম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক কাপড়ে সালাত আদায় করে, সে যেন কাপড়ের দু'প্রান্ত বিপরীত পার্শ্বে রাখে।

২৪৭. بَابُ إِذَا كَانَ الثُّوبُ ضَيِّقًا

২৪৭. পরিচ্ছেদ : কাপড় যদি সংকীর্ণ হয়

৩৫৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَاسْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هَذَا الْاِسْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتَ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزَرَّ بِهِ .

৩৫৪ ইয়াহুইয়া ইবন সালিহ (র).....সাঈদ ইবন হারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কোন সফরে বের হয়েছিলাম। এক রাতে আমি কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি সালাতে রত আছেন। তখন আমার শরীরে মাত্র একখানা কাপড় ছিল। আমি কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিলাম আর তাঁর পার্শ্বে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি সালাত শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন : জাবির! রাতের বেলা আসার কারণ কি? তখন আমি তাঁকে আমার প্রয়োজনের কথা জানালাম। আমার কাজ শেষ হলে তিনি বললেন : এ কিরূপ জড়ানো অবস্থায় তোমাকে দেখলাম? আমি বললাম : কাপড় একটিই ছিল (তাই এভাবে করেছি)। তিনি বললেন : কাপড় যদি বড় হয়, তাহলে শরীরে জড়িয়ে পরবে। আর যদি ছোট হয় তাহলে তহবন্দরূপে ব্যবহার করবে।

৩৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أَرْزَمِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّبِيَّانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

৩৫৫ মুসাদ্দাদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা বাচ্চাদের মত নিজেদের তহবন্দ কাঁধে বেঁধে নবী (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন। আর মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের ঠিকমত বসে যাওয়ার পূর্বে সিজদা থেকে মাথা না উঠায়।

২৪৮. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجَبَةِ الشَّامِيَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ لَمْ يَرِبْهَا بَأْسًا ، وَقَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ
الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ ، وَصَلَّى عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ

২৪৮. পরিচ্ছেদ : শামী জুকা পরে সালাত আদায় করা

হাসান (র) বলেন : মাজুসী (অগ্নিপূজক)-দের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করায় কোন
ক্ষতি নেই। আর মা'মার (র) বলেন : আমি যুহরী (র)-কে ইয়ামানের তৈরী কাপড়ে

সালাত আদায় করতে দেখেছি, যা পেশাবের দ্বারা রঞ্জিত ছিল।^১ আলী ইবন আবু তালিব

(রা) অধোয়া নতুন কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন

৩৫৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةَ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي
فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ
فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى .

৩৫৬ ইয়াহইয়া (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি কোন এক সফরে নবী
ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : হে মুগীরা! লোটাটি লও। আমি তা নিলাম। তিনি আমার দৃষ্টির
বাইরে গিয়ে প্রয়োজন সমাধা করলেন। তখন তাঁর দেহে ছিল শামী জুকা। তিনি জুকার আস্তিন থেকে হাত
বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি
ঢেলে দিলাম এবং তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। আর তাঁর উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন ও
পরে সালাত আদায় করলেন।

২৪৯. بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّيِّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

২৪৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে ও তার বাইরে বিবস্ত্র হওয়া অপসন্দনীয়

৩৫৭ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ
الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكَبَيْكَ نُونًا الْحِجَارَةَ قَالَ فَحَلَّهْ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ
فَسَقَطَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَرَبَانًا .

১. কাপড় ধৌত করার পরও পেশাবের দাগ যায়নি এমন কাপড়ে।

৩৫৭ মাতার ইবন ফযল (র).....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (নবুওয়াতের পূর্বে) কুরাইশদের সাথে কা'বার (মেরামতের) জন্যে পাথর তুলে দিচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গী। তাঁর চাচা 'আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন : ভাতিজা ! তুমি লুঙ্গী খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখলে ভাল হ'ত। জাবির (রা) বলেন : তিনি লুঙ্গী খুলে কাঁধে রাখলেন এবং তৎক্ষণাৎ বেহেশ হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁকে আর কখনো বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়নি।

২৫০. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتَّبَانِ وَالْقَبَاءِ

২৫০. পরিচ্ছেদ : জামা, পায়জামা, জাগিয়া ও কাবা ' পরে সালাত আদায় করা

৩৫৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أَوْ كَلَّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلٍ وَرِدَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلٍ وَقَمِيصٍ ، فِي تَبَانٍ وَقَبَاءٍ ، فِي تَبَانٍ وَقَمِيصٍ ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تَبَانٍ وَرِدَاءٍ .

৩৫৮ সুলায়মান ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দাঁড়িয়ে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দু'খানা করে কাপড় আছে? এরপর এক ব্যক্তি 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : আল্লাহ যখন তোমাদের সামর্থ্য দিয়েছেন তখন তোমরাও নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ কর। লোকেরা যেন পুরো পোশাক একত্রে পরিধান করে অর্থাৎ মানুষ তহবন্দ ও চাদর, তহবন্দ ও জামা, তহবন্দ ও কাবা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও কাবা, জাগিয়া ও কাবা, জাগিয়া ও জামা পরে সালাত আদায় করে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমার মনে হয় 'উমর (রা) জাগিয়া ও চাদরের কথাও বলেছিলেন।

৩৫৯ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَالْيَقِطْعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৫৯ 'আসিম ইবন 'আলী (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ

-কে জিজ্ঞাসা করলো, ইহরামকারী কি পরিধান করবে? তিনি বললেন : সে জামা পরবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরবে না, যাকরান বা ওয়ারস^১ রঙে রঞ্জিত কাপড় পরবে না। আর জুতা না পেলো মোজা পরবে। তবে তা পায়ের গিরার নীচে পর্যন্ত কেটে নেবে। নাফি' (র), ইব্ন 'উমর (রা)-সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫১. بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

২৫১. পরিচ্ছেদ : লজ্জাস্থান ঢাকা

৩৬০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ إِشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يُحْتَبَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৩৬০ কুতায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইশতিমালে সাম্মা^২ এবং এক কাপড়ে ইহতিবা^৩ করতে নিষেধ করেছেন যাতে তার লজ্জাস্থানে কাপড়ের কোন অংশ না থাকে।

৩৬১ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللَّيْمِ وَالنَّبَازِ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَاءَ وَأَنْ يُحْتَبَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩৬১ কাবীসা ইব্ন 'উক্বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তা হল লিমাস ও নিবায়^৪ আর ইশতিমালে সাম্মা এবং এক কাপড়ে ইহতিবা করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬২ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ نُوذِنَ بِمَنَى إِلَّا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَبَانُ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبِرَاعَةٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مَنَى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ

১. ওয়ারস : এক প্রকার হলুদ রঙের তৃণ জাতীয় সুগন্ধি।

২. সাম্মা : একই কাপড়ে সমস্ত শরীর এমনভাবে জড়ানো যাতে হাত-পা নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।

৩. ইহতিবা : পা ও হাঁটু দাঁড় করিয়ে বাহ বা কাপড় দিয়ে তা এমনভাবে বেঁধে করে নিতম্বের উপর বসা যাতে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৪. জাহিলী যুগের ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি। লিমাস বলতে ক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুকে স্পর্শ করামাত্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া বুঝায়। আর নিবায় বলতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুর উপর পাথর ছুড়ে মারামাত্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া বুঝায় (বুখারী, ১ম খণ্ড, হাশিয়া নং ৪, পৃ. ৫৬)। বিস্তারিত জানার জন্য ক্রয়-বিক্রয় (بيع) অধ্যায় দেখুন।

مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْبَانٌ .

৩৬২ ইসহাক (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আবু বকর (রা) [যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাঁকে হজ্জের আমীর বানানো হয়েছিল] কুরবানীর দিন ঘোষকদের সাথে মিনায় এ ঘোষণা করার জন্যে পাঠালেন যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ লোকও বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না। হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আলী (রা)-কে আবু বকর (রা)-এর পেছনে প্রেরণ করেন আর তাঁকে সূরা বারআতের (প্রথম অংশের) ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : তখন আমাদের সঙ্গে ‘আলী (রা) কুরবানীর দিন মিনায় ঘোষণা দেন যে, এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিও আর তওয়াফ করতে পারবে না।

২৫২. بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

২৫২. পরিচ্ছেদ : চাদর গায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা

৩৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَالُ مِثْلَكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي هَكَذَا .

৩৬৩ ‘আবদুল ‘আযীয ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র).....মুহাম্মদ ইব্নুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখি তিনি একটি মাত্র কাপড় নিজের শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করছেন অথচ তাঁর একটা চাদর সেখানে রাখা ছিল। সালাতের পর আমরা বললাম : হে আবু ‘আবদুল্লাহ। আপনি সালাত আদায় করছেন, অথচ আপনার চাদর তুলে রেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের মত নির্বোধদের দেখানোর জন্যে আমি এরূপ করেছি। আমি নবী ﷺ-কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

২৫৩. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَخْذِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْفَخْذُ عَوْدَةٌ ، وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخْذِهِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَحْدَيْتُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحْدَيْتُ جَرَاهِدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ إِخْتِلَافِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخَذَهُ عَلَى فَخْذِي فَتَقَلَّتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرْضَ فَخَذِي

২৫৩. পরিচ্ছেদ : উরু সম্পর্কে বর্ণনা

আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইবন 'আব্বাস, জারহাদ ও মুহাম্মদ ইবন জাহশ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। আর আনাস (রা) বলেন : নবী ﷺ তাঁর উরু থেকে কাপড় সরিয়েছিলেন (আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী [র] বলেন) সনদের দিক থেকে আনাস (রা)–এর হাদীস অধিক সহীহ আর জারহাদ (রা)–এর হাদীস অধিকতর সতর্কতামূলক। এভাবেই আমরা (উম্মতের মধ্যে) মতবিরোধ এড়াতে পারি। আর আবু মূসা (রা) বলেছেন : 'উসমান (রা)–এর আগমনে নবী ﷺ তাঁর হাঁটু ঢেকে নেন। যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ–এর উপর ওহী নাযিল করেছেন এমন অবস্থায় যখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর উপর। আমার কাছে তাঁর উরু এত ভারী বোধ হচ্ছিল যে, আমি আশংকা করছিলাম, হয়ত আমার উরুর হাড় ভেঙ্গে যাবে

৩৬৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ وَإِنْ رُكِبَتِي لَتَمَسَّ فَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْأَرَارَ عَنْ فَخْذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِ فَخْذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصْبَنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبِيُّ فَجَاءَ دِحْيَةَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ قَالَ إِذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَاخْذْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنُّضَيْرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزْتُهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَعْدَتَهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ فِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السُّوَيْقُ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৬৪ ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা ফজরের সালাত খুব ভোরে আদায় করলাম। তারপর নবী ﷺ সওয়ার হলেন। আবু তাল্হা (রা)-ও সওয়ার হলেন, আর আমি আবু তাল্হার পেছনে বসা ছিলাম। নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করলেন। আমার হাঁটু নবী ﷺ-এর উরুতে লাগছিল। এরপর নবী ﷺ-এর উরু থেকে ইয়ার সরে গেল। এমনকি নবী ﷺ-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনো আমি দেখছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন : আল্লাহ্ আকবার। খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন কওমের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হবে কতই না মন্দ! এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আনাস (রা) বলেন : খায়বরের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল : মুহাম্মদ ﷺ! 'আবদুল 'আযীয (র) বলেন : আমাদের কোন কোন সাথী "পূর্ণ বাহিনীসহ" (ওয়াল খামীস) শব্দও যোগ করেছেন। পরে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম। তখন যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। দিহ্য়া (রা) এসে বললেন : হে আল্লাহ্র নবী ! বন্দীদের থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন : যাও, তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও। তিনি সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা)-কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : ইয়া নবীয়াল্লাহ! বনু কুরাইযা ও বনু নাযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে আপনি দিহ্যাকে দিচ্ছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন : দিহ্যাকে সাফিয়্যাসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়্যাসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ সাফিয়্যা (রা)-কে দেখলেন তখন (দিহ্যাকে) বললেন : তুমি বন্দীদের থেকে অন্য একটি দাসী দেখে নাও। রাবী বলেন : নবী ﷺ সাফিয়্যা (রা)-কে আযাদ করে দিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন। রাবী সাবিত (র) আবু হামযা (আনাস) (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : নবী ﷺ তাঁকে কি মাহর দিলেন? আনাস (রা) জওয়াব দিলেন : তাঁকে আযাদ করাই তাঁর মাহর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন। এরপর পথে উম্মে সুলায়ম (রা) সাফিয়্যা (রা)-কে সাজিয়ে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করলেন। নবী ﷺ বাসর রাত যাপন করে ভোরে উঠলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন : যার কাছে খানার কিছু থাকে সে যেন তা নিয়ে আসে। এ বলে তিনি একটা চামড়ার দস্তুরখান বিছালেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসলো, কেউ ঘি আনলো। 'আবদুল 'আযীয (র) বলেন : আমার মনে হয় আনাস (রা) ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছেন। তারপর তাঁরা এসব মিশিয়ে খাবার তৈরী করলেন। এ-ই ছিল রাসূল ﷺ-এর ওয়ালীমা।

২৫৪. بَابُ فِي كَيْفِ تَصَلِّي الْمَرْأَةِ فِي النَّيَابِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَا جَزَاءُ

২৫৪. পরিচ্ছেদ : মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে
'ইকরিমা (র) বলেন : যদি একটি কাপড়ে মহিলার সমস্ত শরীর ঢেকে যায় তবে তাতেই
সালাত জায়েয হবে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ ২৬০

اللَّهُ ﷻ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِعَاتٍ فِي مِرْوَطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

৩৬৫ আবুল ইয়ামান (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন আর তাঁর সঙ্গে অনেক মু’মিন মহিলা চাদর দিয়ে গা ঢেকে শরীক হতো। তারপর তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতো। আর তাদের কেউ চিনতে পারতো না।

২৫৫. بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَمَلِهَا

২৫৫. পরিচ্ছেদ : কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্যে দৃষ্টি পড়া
 ৩৬৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا الْهَثْيِي انِقًا عَنْ صَلَاتِي * وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَمَلِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي .

৩৬৬ আহমদ ইবন ইউনুস (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সালাত শেষে তিনি বললেন : এ চাদরখানা আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও, আর তার কাছ থেকে আমবিজানিয়া (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে আস। এটা তো আমাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল। হিশাম ইবন ‘উরওয়া (র) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি সালাত আদায়ের সময় এর কারুকার্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন আমি আশংকা করছিলাম যে, এটা আমাকে ফিতনায় ফেলে দিতে পারে।

২৫৬. بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصْلَبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

২৫৬. পরিচ্ছেদ : ক্রুশ চিহ্ন অথবা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা

৩৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي .

৩৬৭ আবু মা'মার 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা)-এর কাছে একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ﷺ বললেন : আমার সম্মুখ থেকে এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ সালাত আদায় করার সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে।

২৫৭. بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فُرُوجٍ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

২৫৭. পরিচ্ছেদ : রেশমী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা

৩৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فُرُوجَ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ .

৩৬৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে একটা রেশমী জুব্বা হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সালাত আদায় করলেন। কিন্তু সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপসন্দ করছিলেন। তারপর তিনি বললেন : মুত্তাকীদের জন্যে এই পোশাক সমীচীন নয়।

২৫৮. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوبِ الْأَحْمَرِ

২৫৮. পরিচ্ছেদ : লাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা

৩৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حُمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَدِرُّونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بِلَالٍ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذًا عَنَزَةً لَهُ فَرَكَّزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ مُشَمَّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالْذُّوَابَ يَمْرُؤْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الْعَنَزَةِ .

৩৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরা (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং তাঁর জন্যে উয়ূর পানি নিয়ে বিলাল (রা)-কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর উয়ূর পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্র তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছে। তারপর বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি লৌহফলকযুক্ত ছড়ি নিয়ে এসে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। নবী ﷺ একটা লাল

ডোরায়ুক্ত পোশাক পরে বের হলেন, তাঁর তহবন্দ কিঞ্চিৎ উঁচু করে পরা ছিল। সে ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার ঐ ছড়িটির বাইরে চলাফেরা করছিলো।

২৫৯. بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِثْبَرِ وَالْخَشَبِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَزِ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتْرَةٌ وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى النَّاسِ

২৫৯. ছাদ, মিস্বর ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন : হাসান বসরী (র) বরফ ও পুলের উপর সালাত আদায় করা দূষণীয় মনে করতেন না-যদিও তার নীচ দিয়ে, উপর দিয়ে অথবা সামনের দিক দিয়ে পেশাব প্রবাহিত হয় ; যদি উভয়ের মাঝে কোন ব্যবধান থাকে। আবু হুরায়রা (রা) মসজিদের ছাদে ইমামের সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। ইবন উমর (রা) বরফের উপর সালাত আদায় করেছেন

৩৭০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِثْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عَمِلَ وَوَضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِثْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ * قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا .

৩৭০ 'আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা সাহল ইবন সা'দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল : (নবী ﷺ -এর) মিস্বর কিসের তৈরী ছিল? তিনি বললেন : এ বিষয়ে আমার চাইতে বেশী জ্ঞাত আর কেউ নেই। তা ছিল গাবা নামক স্থানের ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। অমুক মহিলার আযাদকৃত দাস অমুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে তা তৈরী করেছিল। তা পুরোপুরি তৈরী ও স্থাপিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বললেন। লোকেরা

তঁার পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি কিরাআত পড়লেন ও রুকুতে গেলেন। সকলেই তঁার পেছনে রুকুতে গেলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। আবার মিস্বরে ফিরে আসলেন এবং কিরাআত পড়ে রুকুতে গেলেন। তারপর তঁার মাথা তুললেন এবং পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। এ হলো মিস্বরের ইতিহাস। আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন : 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) বলেছেন যে, আমাকে আহমদ ইবন হাম্বল (র) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন : আমার ধারণা, নবী ﷺ সবচাইতে উঁচু স্থানে ছিলেন। সুতরাং ইমামের মুক্তাদীদের চাইতে উঁচু স্থানে দাঁড়ানোতে কোন দোষ নেই।

'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) বলেন : আমি আহমদ ইবন হাম্বল (র)-কে বললাম : সুফিয়ান ইবন 'উয়ায়না (র)-কে এ বিষয়ে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছে, আপনি তঁার কাছে এ বিষয়ে কিছু শোনেন নি? তিনি জবাব দিলেন : না।

২৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجَحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتَفَهُ وَأَلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

৩৭১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রহীম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, এতে তঁার পায়ের 'গোছায়' অথবা (রাবী বলেছেন) 'কাঁধে' আঘাত পান। তিনি তঁার স্ত্রীদের থেকে এক মাসের জন্যে পৃথক হয়ে থাকেন। তখন তিনি ঘরের উপরের কক্ষে অবস্থান করেন যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের তৈরী। সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি তাঁদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আর তাঁরা ছিলেন দাঁড়ানো। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন : ইমাম এজন্যে যে, মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করবে। সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি রুকু করলে তোমরাও রুকু করবে। তিনি সিজদা করলে তোমরাও করবে। ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তারপর ঊনত্রিশ দিন পূর্ণ হলে তিনি নেমে আসলেন। তখন লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন : এ মাস ঊনত্রিশ দিনের।

২৬০. بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّيِ امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ .

২৬০. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর কাপড় সিজদা করার সময় স্ত্রীর গায়ে লাগা

২৭২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আখেরী আমলের দ্বারা ওয়রবশতঃ ইমাম বসে সালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণেরও বসে সালাত আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী ৪খ, পৃ. ১০৬)

اللَّهُ ﷺ يُصَلِّيُ وَأَنَا حِذَاءُ هُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرَبِّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّيُ عَلَى الْخُمْرَةِ .

[৩৭২] মুসাদ্দাদ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন হায়েয অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো। আর তিনি ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

২৬১. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَقَالَ أَحْسَنُ تُصَلِّيُ قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقْ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَالْأَفْقَاعُ

২৬১. পরিচ্ছেদ : চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ (রা) নৌকায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। হাসান (র) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাথীদের জন্যে কষ্টকর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর নৌকার দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘুরে যাবে। অন্যথায় বসে সালাত আদায় করবে

[৩৭৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مَلِيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَوْمُوا فَلِأَصْلٍ لَكُمْ قَالَ أَنَسُ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَالِيسٍ فَتَضَحَّتْهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَّتْ وَأَيْتَيْتُمْ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

[৩৭৩] 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর দাদী মুলায়কাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন, যা তাঁর জন্যই তৈরী করেছিলেন। তিনি তা থেকে খেলেন, এরপর বললেন : উঠ, তোমাদের নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। আনাস (রা) বলেন : আমি আমাদের একটি চাটাই আনার জন্য উঠলাম, তা অধিক ব্যবহারে কাল হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি সেটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্যে দাঁড়ালেন। আর আমি এবং একজন ইয়াতীম বালক (যুমায়রা) তাঁর পেছনে দাঁড়লাম আর বৃদ্ধা দাদী আমাদের পেছনে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

২৬২. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

২৬২. পরিচ্ছেদ : ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

[৩৭৪] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

৩৭৪ আবুল ওলীদ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

২৬২. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

২৬৩. পরিচ্ছেদ : বিছানায় সালাত আদায় করা

আনাস ইবন মালিক (রা) নিজের বিছানায় সালাত আদায় করতেন। আনাস (রা) বলেন : আমরা নবী ﷺ - এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ নিজ কাপড়ের উপর সিজদা করতো।

৩৭৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا قَالَتْ وَالْيَبُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

৩৭৫ ইসমাঈল (র).....নবী ﷺ -এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দু'খানা সংকুচিত করতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা সম্প্রসারিত করতাম। তিনি বলেন : সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।

৩৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشٍ أَهْلِهِ اعْتَرَاضَ الْجَنَازَةِ .

৩৭৬ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র).....'আয়িশা (রা) 'উরওয়া (রা)-কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর তিনি ['আয়িশা (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কিবলার মধ্যে পারিবারিক বিছানায় জানাযার মত আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন।

৩৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاقٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ مُعْتَرِضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ .

৩৭৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন, আর 'আয়িশা (রা) তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝখানে তাঁদের বিছানায় শুয়ে থাকতেন।

২৬৪. بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثُّوبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلَنَسَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِهِ

২৬৪. পরিচ্ছেদ : প্রচণ্ড গরমের সময় কাপড়ের উপর সিজদা করা হাসান বসরী (র) বলেন, লোকেরা পাগড়ী ও টুপির উপর সিজদা করতো আর তাদের হাত থাকতো আস্তিনের ভিতর

২৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثُّوبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ .

৩৭৮ আবুল ওলীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ সিজদার সময় অধিক গরমের কারণে কাপড়ের প্রান্ত সিজদার স্থানে রাখতো।

২৬৫. بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

২৬৫. পরিচ্ছেদ : জুতা পরে সালাত আদায় করা

৩৭৭ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৯ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র).....আবু মাসলামা সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আযদী (র) বলেন : আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ﷺ কি তাঁর নালাইন (চপ্পল) পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২৬৬. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

২৬৬. পরিচ্ছেদ : মোজা পরে সালাত আদায় করা

৩৮০ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِالْأَنْصَارِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا * قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّهُ جَرِيرٌ كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ .

৩৮০ আদম (র).....হাম্মাম ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ

(র)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন। তারপর উযু করলেন আর উভয় মোজার উপরে মসেহ করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-কেও এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম (র) বলেন : এই হাদীস মুহাদ্দিসীদের কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয়। কারণ জারীর (রা) ছিলেন নবী ﷺ-এর শেষ যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।

২৮১ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّاتُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ وَصَلَّى .

৩৮১ ইসহাক ইবন নাসর (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে উযু করিয়েছি। তিনি (উযুর সময়) মোজা দু'টির উপর মসেহ করলেন ও সালাত আদায় করলেন।

২৬৭. بَابُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ السُّجُودُ

২৬৭. সিজদা পূর্ণভাবে না করলে

২৮২ أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يَتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مِتُّ مِتُّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৩৮২ সালাত ইবন মুহাম্মদ (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার রুকু-সিজদা পুরোপুরি আদায় করছিল না। সে যখন সালাত শেষ করলো তখন তাকে হুযায়ফা (রা) বললেন : তোমার সালাত ঠিক হয়নি। রাবী বলেন : আমার মনে হয় তিনি (হুযায়ফা) এ কথাও বলেছেন, (এ অবস্থায়) তোমার মৃত্যু হলে তা মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী হবে না।

২৬৮. بَابُ يَبْدِي ضَبْعِيهِ وَيُجَافِي جَنْبِيهِ فِي السُّجُودِ

২৬৮. পরিচ্ছেদ : সিজদায় বাহুমূল খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলাগা রাখা

২৮৩ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بَحِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطِيهِ * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ .

৩৮৩ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র).....আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতের সময় উভয় বাহু পৃথক রাখতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেতো। লাইস (র) বলেন : জা'ফর ইবন রবী'আহ (র) আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৬৯. بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬৯. পরিচ্ছেদ : কিবলামুখী হওয়ার ফযীলত

পায়ের আঙুলকেও কিবলামুখী রাখবে। আবু হুমায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ .

৩৮৪ ‘আমর ইব্ন ‘আব্বাস (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে থিয়ানত করো না।

৩৮৫ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَآكَلُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ * وَقَالَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحْرِمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلَاتَنَا ، وَآكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ * وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৮৫ নু‘আইম (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” স্বীকার করবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, তখন তাদের জান-মালসমূহ আমাদের জন্যে হারাম হয়ে যায়। অবশ্য রক্তের বা সম্পদের দাবীর কথা ভিন্ন। আর তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে। ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র) হুমায়দ (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : মায়মুন ইব্ন সিয়াহ আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন:

হে আবু হামযাহ, কিসে মানুষের জান-মাল হারাম হয়? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য দেয়, আমাদের কেবলামুখী হয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম। অন্য মুসলমানের মতই তার অধিকার রয়েছে। আর অন্য মুসলমানদের মতই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইব্ন আবু মারযাম, ইয়াহুইয়া ইব্ন আযুব (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেন।

২৭০. بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ

لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

২৭০. পরিচ্ছেদ : মদীনা, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা

কিবলা পূর্বে বা পশ্চিমে নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা পায়খানা বা পেশাব করতে কিবলামুখী হবে না, বরং তোমরা (উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা) পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে

[২৮৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ بَنِي قَبْلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ * وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

[৩৮৬] ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র).....আবু আযুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবু আযুব আনসারী (রা) বলেন : আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। যুহরী (র) ‘আতা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি আবু আযুব (রা)-কে নবী ﷺ -এর নিকট থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

২৭১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

২৭১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর

(২ : ১২৫)

[২৮৭] حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ

بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَّاتِيْ اِمْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرُبْنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ .

৩৮৭ হুমায়দী (র)..... ‘আমর ইব্ন দীনার (র) বলেন : আমরা ইব্ন ‘উমর (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—যে ব্যক্তি ‘উমরার জন্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করে নি, সে কি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ এসে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন, মাকামে ইবরাহীমের কাছে দু’রাক‘আত সালাত আদায় করেছেন আর সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করেছেন। তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমরা জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন : সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করার আগ পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে যাবে না।

২৮৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ أَتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاجِدٌ بِلَا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَالَ فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ .

৩৮৮ মুসাদ্দাদ (র).....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্ন ‘উমর (রা)-এর নিকট এলেন, এবং বললেন : ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, তিনি কা‘বা ঘরে প্রবেশ করেছেন। ইব্ন ‘উমর বলেন : আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম এবং দেখলাম যে, নবী ﷺ কা‘বা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমি বিলাল (রা)-কে উভয় কপাটের মাঝখানে দাঁড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি কা‘বা ঘরের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, কা‘বায় প্রবেশ করার সময় তোমার বাঁ দিকের দুই স্তম্ভের মধ্যখানে দুই রাক‘আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি বের হলেন এবং কা‘বার সামনে দু’রাক‘আত সালাত আদায় করলেন।

২৮৯ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ .

৩৮৯ ইসহাক ইব্ন নসর (র).....ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন নবী ﷺ কা‘বায় প্রবেশ করেন, তখন তার সকল দিকে দু‘আ করেছেন, সালাত আদায় না করেই বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হওয়ার পর কা‘বার সামনে দু’রাক‘আত সালাত আদায় করেছেন, আর বলেছেন, এই কিবলা।

২৭২. بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ

২৭২. পরিচ্ছেদ : যেখানেই হোক (সালাতে) কিবলামুখী হওয়া

আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিবলামুখী হও এবং তাকবীর বল

[৩৯০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوْجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ الْيَهُودُ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

[৩৯০] ‘আবদুল্লাহ ইবন রাজা’ (র)....বারা’ ইবন ‘আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে ষোল বা সতের মাস সালাত আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা’বার দিকে কিবলা করা পসন্দ করতেন। মহান আল্লাহ নাযিল করেন : “আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি।” (২ : ১৪৪) তারপর তিনি কা’বার দিকে মুখ করেন। আর নির্বোধ লোকেরা— তারা ইয়াহুদী, বলতো, “তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিলো, তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল ? বলুন : (হে নবী) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।” (২ : ১৪২) তখন নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি সালাত আদায় করলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। তিনি আসরের সালাতের সময় আনসারগণের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি বললেন : (তিনি নিজেই) সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তিনি সালাত আদায় করেছেন, আর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কা’বার দিকে মুখ করেছেন। তখন সে গোত্রের লোকজন ঘুরে কা’বার দিকে মুখ করলেন।

[৩৯১] حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

৩৯১ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র).....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ নিজের সওয়ারীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন—সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যে দিকেই মুখ করত না কেন। কিন্তু যখন ফরয সালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন নেমে পড়তেন এবং কিবলার দিকে মুখ করতেন।

৩৯২ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَتَنَّى رَجُلِيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمْ بِهِ - وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرِّ مِثْلِكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

৩৯২ 'উসমান (র).....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। রাবী ইবরাহীম (র) বলেন : আমার জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন বা কম করেছেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন : তা কী? তাঁরা বললেন : আপনি তো এরূপ এরূপ সালাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হলেন। আর দু'টি সিজদা আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন : যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। তারপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা আদায় করে।

২৭৩. ২৭৩. পরিচ্ছেদ : কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

২৭৩. ২৭৩. পরিচ্ছেদ : কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

২৭৩. ২৭৩. পরিচ্ছেদ : কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

২৭৩. ২৭৩. পরিচ্ছেদ : কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

২৭৩. ২৭৩. পরিচ্ছেদ : কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

২৭৩. ২৭৩. পরিচ্ছেদ : কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

৩৯৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَفَزَلْتُ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصَلَّى، وَآيَةُ الْحِجَابِ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أُمِرْتُ نِسَاءً لَأَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يَكْلَمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ أَنْ يَطْلُقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
 قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا .

৩৯৩ ‘আমর ইব্ন ‘আওন (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উমর (রা) বলেছেন : তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আল্লাহর ওহীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যদি মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাতে পারতাম! তখন এ আয়াত নাযিল হয় :
 “وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى” (২ : ১২৫) (দ্বিতীয়) পর্দার আয়াত, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দার আদেশ করতেন! কেননা, সৎ ও অসৎ সবাই তাঁদের সাথে কথা বলে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়। আর একবার নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণ অভিমান সহকারে একত্রে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন আমি তাঁদেরকে বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তোমাদের তালাক দেন, তাহলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম অনুগত স্ত্রী দান করবেন। (৬৬ : ৫) তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অপর সনদে ইব্ন আবু মারযাম (র)..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

۳۹۴ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُعْبَةِ .

৩৯৪ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক সময় লোকেরা কুবা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন যে, এ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। আর তাঁকে কা’বামুখী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা কা’বার দিকে মুখ কর। তখন তাঁদের চেহারা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। এ কথা শুনে তাঁরা কা’বার দিকে মুখ করে নিলেন।

۳۹۵ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَرِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَتَنَى رَجُلِيهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৩৯৫ মুসাদ্দাদ (র)..... ‘আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস‘উদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ যুহরের সালাত পাঁচ রাক‘আত আদায় করেন। তখন মুসল্লীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : সালাতে কি কিছু বৃদ্ধি করা

হয়েছে? তিনি বললেন : তা কি? তারা বললেন : আপনি যে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তিনি নিজের পা ঘুরিয়ে (কিবলামুখী হয়ে) দুই সিজদা (সিজদা সাহ) করে নিলেন।

২৭৬. بَابُ حَكِّ الْبِرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

২৭৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে থুথু হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা

৩৭৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى تُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ أَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدَكُمُ قَبْلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا .

৩৯৬ কুতায়বা (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেয়ালে) 'কফ' দেখলেন। এটা তাঁর কাছে কষ্টদায়ক মনে হলো। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও কিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই, তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে। তারপর চাদরের আঁচল নিয়ে তাতে তিনি থুথু ফেললেন এবং তার এক অংশকে অন্য অংশের উপর ভাঁজ করলেন এবং বললেন : অথবা সে এরূপ করবে।

৩৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قَبْلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَبْلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى .

৩৯৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে থুথু দেখে তা পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা, সে যখন সালাত আদায় করে তখন তার সামনের দিকে আল্লাহ তা'আলা থাকেন।

৩৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُحَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ .

৩৯৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে নাকের শ্লেষ্মা, থুথু কিংবা কফ দেখলেন এবং তা পরিষ্কার করলেন।

২৭৫. بَابُ حَكَ الْمُخَاطِ بِالْحِصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَأَغْسِلْهُ - وَإِنْ كَانَ يَأْسًا فَلَا

২৭৫. পরিচ্ছেদ : কাঁকর দিয়ে মসজিদ থেকে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা

ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন : যদি আর্দ্র আবর্জনায় তোমার পা ফেল, তখন তা ধুইয়ে ফেলবে, আর শুকনো হলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই

৩৭৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاولَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

৩৯৯ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)....আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখে কাঁকর নিয়ে তা মুছে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যেন সামনের দিকে অথবা ডান দিকে কফ না ফেলে, বরং সে যেন তা তার বাম দিকে অথবা তার বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

২৭৬. بَابُ لَا يَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

২৭৬. পরিচ্ছেদ : সালাতে ডান দিকে থুথু ফেলবে না

৪০০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

৪০০ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র).....আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু কাঁকর নিলেন এবং তা মুছে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কফ ফেললে তা যেন সে সামনে অথবা ডানে না ফেলে। বরং (প্রয়োজনে) সে বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলবে।

৪০১ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَقَلَّنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ .

৪০১ হাফস ইবন উমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে; বরং তার বাঁয়ে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

২৭৭. بَابُ لِيَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

২৭৭. পরিচ্ছেদ : থুথু যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে

৪০২ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ .

৪০২ আদম (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে থুথু না ফেলে, বরং তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলে।

৪০৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَهُ -

৪০৩ 'আলী (র).....আবু সাঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে কফ দেখলেন, তখন তিনি কাঁকর দিয়ে তা মুছে দিলেন। তারপর সামনের দিকে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলতে বললেন।

যুহরী (র) হুমাইদ (র)-এর মাধ্যমে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৭৮. بَابُ كَفَّارَةِ الْبَزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

২৭৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে থুথু ফেলার কাফফারা

৪০৪ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

৪০৪ আদম (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ্, আর তার কাফফারা (প্রতিকার) হল তা পুঁতে ফেলা।

২৭৯. بَابُ دَفْنِ النِّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৭৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা

৪০৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَتَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا .

[৪০৫] ইসহাক ইবন নাসর (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে সে তার সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। সে যতক্ষণ তার মুসল্লায় থাকে, ততক্ষণ মহান আল্লাহর সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। আর ডান দিকেও ফেলবে না। কেননা, তার ডান দিকে থাকেন ফিরিশতা। সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে এবং পরে তা পুঁতে ফেলে।

২৮০. بَابُ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

২৮০. পরিচ্ছেদ : থুথু ফেলতে বাধ্য হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে

[৪০৬] حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرَوَى مِنْهُ كَرَاهِيَةً أَوْ رَوَى كَرَاهِيَتَهُ لِمَا كَانَ وَشَدَّتْهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَا طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا .

[৪০৬] মালিক ইবন ইসমাঈল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেওয়ালে) কফ দেখে তা নিজ হাতে মুছে ফেললেন আর তাঁর চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেল। বা সে কারণে তাঁর চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেলো এবং এর প্রতি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তিনি বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। অথবা (বলেছেন) তখন তার রব কিবলা ও তার মাঝখানে থাকেন। কাজেই সে যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং (প্রয়োজনে) তার বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে। তারপর তিনি চাদরের কোণ ধরে তাতে থুথু ফেলে এক অংশের উপর অপর অংশ ভাঁজ করে দিলেন এবং বললেন : অথবা এরূপ করবে।

২৮১. بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي إِتِمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

২৮১. পরিচ্ছেদ : সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান

[৪০৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَ اللَّهُ مَا يَخْفَى عَلَى خُشُوعِكُمْ وَلَا رُكُوعِكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي .

[৪০৭] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) কিবলার দিকে? আল্লাহর কসম! আমার কাছে তোমাদের

খুশু' (বিনয়) ও রুকু' কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন থেকেও তোমাদের দেখি।

৪০৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ صَلَوةً ثُمَّ رَفَى الْمِثْبَرَةَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ .

৪০৮ ইয়াহইয়া ইব্ন সালিহ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : নবী ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিস্বরে উঠলেন এবং ইরশাদ করলেন : তোমাদের সালাতে ও রুকু'তে আমি অবশ্যই তোমাদের আমার পেছন থেকে দেখি, যেমন এখন তোমাদের দেখছি।

২৮২. بَابٌ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

২৮২. পরিচ্ছেদ : অমুক গোত্রের মসজিদ বলা যায় কি?

৪০৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفِيَاءِ وَأَهْدَاهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا .

৪০৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের জন্যে তৈরী ঘোড়াকে 'হাফয়া' (নামক স্থান) থেকে 'সানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়ে-ছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্যে তৈরী নয়, সে ঘোড়াকে 'সানিয়া' থেকে যুরাইক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) অগ্রগামী ছিলেন।

২৮৩. بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيْقِ الْقِنَوِي الْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقِنَوِيُّ الْعِدْقِيُّ وَالْإِثْنَانِ قِنَوَانِ الْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنَوَانٌ مِثْلُ صِنَوٍ وَصِنَوَانٍ

২৮৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদে কোন কিছু ভাগ করা ও (খেজুরের) ছড়া ঝুলানো

আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, الْقِنَوُ - الْعِدْقُ একই জিনিসের নাম ২ এর দ্বিভচন

صِنَوَانٌ ও صِنَوٍ যেমন قِنَوَانٌ এবং قِنَوَانِ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ تَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْتَرَوْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرُ مَا لِيَ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ

الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ فَحَنَّا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَتَنَرْنَا مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ عَلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَتَنَرْنَا ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُهُ بِصُرَّةٍ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِّنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ .

ইব্রাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু মাল এলো। তিনি বললেন : এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ যাবত যত মাল আনা হয়েছে তার মধ্যে এ মালই ছিল পরিমাণে সবচে' বেশী। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে চলে গেলেন এবং এর দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। সালাত শেষ করে তিনি এসে মালের কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু মাল দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে 'আব্বাস (রা) এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও 'আকীলের (এ দু'জন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদী ছিলেন) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। তারপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন : না। 'আব্বাস (রা) বললেন : তাহলে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন : না। তারপর 'আব্বাস (রা) তা থেকে কিছু মাল রেখে দিলেন। তারপর আবার তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন : না। 'আব্বাস (রা) বললেন : তাহলে আপনিই আমাকে তুলে দিন। তিনি বললেন : না। তারপর 'আব্বাস (রা) আরো কিছু মাল নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই লোভ দেখে এতই অবাক হয়েছিলেন যে, তিনি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত 'আব্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে একটি দিরহাম বাকী থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।

٢٨٤ . بَابُ مَنْ دُعِيَ لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

২৮৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, আর যিনি তা কবুল করেন

٤١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي أُرْسَلَكْ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ قَوْمُوا فَأَنْطَلَقَ وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .

৪১০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে

মসজিদে পেলাম আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সাহাবী। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : তোমাকে কি আবু তাল্হা পাঠিয়েছেন? আমি বললাম : জী হাঁ। তিনি বললেন : খাবার জন্য? আমি বললাম : জী হাঁ। তখন তাঁর আশেপাশে যারা ছিলেন, তিনি তাঁদেরকে বললেন : উঠ। তারপর তিনি চলতে শুরু করলেন। (রাবী বলেন) আর আমি তাঁদের সামনে সামনে চললাম।

২৮৫. بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

২৮৫. পরিচ্ছেদ : মসজিদে বিচার করা ও নারী—পুরুষের মধ্যে ‘লি‘আন’ করা

৪১১ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنَهُ فِتْلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

৪১১ ইয়াহুইয়া (র).....সাহল ইব্ন সা‘দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে দেখতে পেলে কি তাকে সে হত্যা করবে? পরে মসজিদে সে ও তার স্ত্রী একে অন্যকে ‘লি‘আন’ করল। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।

২৮৬. بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أَمَرُوا لَا يَتَجَسَّسُ

২৮৬. পরিচ্ছেদ : কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোঁজাখুঁজি করবে না

৪১২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

৪১২ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....‘ইতবান ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ঘরে এলেন এবং বললেন : তোমার ঘরের কোন্ স্থানে সালাত আদায় করা পসন্দ কর? তিনি বলেন : তখন আমি তাঁকে একটি স্থানের দিকে ইশারা করলাম। নবী ﷺ তাকবীর বললেন। আমরা তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়লাম। তিনি দু‘রাক‘আত সালাত আদায় করলেন।

২৮৭. بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ جَمَاعَةً

২৮৭. পরিচ্ছেদ : ঘরে মসজিদ তৈরী করা

বারা’ ইব্ন ‘আযিব (রা) নিজের বাড়ীর মসজিদে জামা‘আত করে সালাত আদায় করেছিলেন

৪১৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَثْبَانَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أَصْلَى لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَأَلَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأُتَحِّدَهُ مُصَلِّي قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عَثْبَانُ فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذْنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشْرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَتَّابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ نَوَافِدٌ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِينَ أَوْ ابْنُ الدُّخَشْنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذَلِكَ الْآ لَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنُصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَائِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ .

৪১৩ সাঈদ ইবন 'উফায়র (র).....মাহমূদ ইবন রাবী' আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'ইতবান ইবন মালিক (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পার হয়ে তাদের মসজিদে পৌঁছতে এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ হই না। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে তাশরীফ নিয়ে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই। রাবী বলেন : তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইনশা আল্লাহ অচিরেই আমি তা করব। 'ইতবান (রা) বলেন : পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) আমার ঘরে তাশরীফ আনেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার ঘরের কোন্ স্থানে সালাত আদায় করা পসন্দ কর? তিনি বলেন : আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইংগিত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরাও দাঁড়লাম

এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম-ফিরালেন। তিনি (ইতবান) বলেন : আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরী 'খাযীরাহ' নামক খাবার তাঁর সামনে পেশ করলাম। রাবী বলেন : এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে ভীড় জমালেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মালিক ইব্ন দুখাইশিন' কোথায় ? অথবা বললেন : 'ইব্ন দুখশুন' কোথায় ? তখন তাঁদের একজন জওয়াব দিলেন, সে মুনাফিক। সে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে ? তখন সে ব্যক্তি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমরা তো তার সম্পর্ক ও হিত কামনা মুনাফিকদের সাথেই দেখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। রাবী ইব্ন শিহাব (র) বলেন : তারপর আমি মাহমূদ ইব্ন রাবী' (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ আনসারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি বানু সালিম গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ হাদীস সমর্থন করলেন।

২৮৮. **بَابُ التَّيْمَنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرَجْلِهِ الْيَمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرَجْلِهِ الْيُسْرَى**

২৮৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা

ইব্ন 'উমর (রা) প্রবেশের সময় প্রথম ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হওয়ার সময় প্রথম বাঁ পা দিয়ে শুরু করতেন

৪১৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ .

৪১৮ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। পবিত্রতা হাসিলের সময়, মাথা আঁচড়ানোর সময় এবং জুতা পরিধানের সময়ও।

২৮৯. **بَابُ هَلْ يَنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ وَدَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ الْقَبْرُ الْقَبْرُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ**

২৮৯. পরিচ্ছেদ : জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা

নবী ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।

আর কবরের উপর সালাত আদায় করা মাকরুহ হওয়া প্রসঙ্গে 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আনাস ইব্ন মালিক (রা)–কে একটি কবরের কাছে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন :

কবর ! কবর ! কিন্তু তিনি তাঁকে সালাত পুনরায় আদায় করতে বলেন নি

৪১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْتَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ فَأَوَّلَكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪১৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা (রা) হাবশায় তাঁদের দেখা একটা গির্জার কথা বলেছিলেন, যাতে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। তাঁরা উভয়ে বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন : তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মূর্তি তৈরী করে রাখতো। কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহর কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হবে।

৪১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَرٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي السِّيُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَدْفُهُ وَمَلَاءُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفَنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَاءٍ مِّنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرْبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرْبِ فَسُوِّيتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتِيهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ + فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ .

৪১৬ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মদীনায পৌঁছে প্রথমে মদীনার উচ্চ এলাকায় অবস্থিত বানু 'আমর ইব্ন 'আওফ নামক গোত্রে উপনীত হন। তাদের সঙ্গে নবী ﷺ চৌদ্দ দিন (অপর বর্ণনায় চব্বিশ দিন) অবস্থান করেন। তারপর তিনি বানু নাজ্জারকে ডেকে

পাঠালেন। তারা কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনো সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যে, নবী ﷺ ছিলেন তাঁর বাহনের উপর, আবু বকর (রা) সে বাহনেই তাঁর পেছনে আর বানু নাজ্জারের দল তাঁর আশেপাশে। অবশেষে তিনি আবু আয্যুব আনসারী (রা)-র ঘরের সামনে অবতরণ করলেন। নবী ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হয় সেখানেই সালাত আদায় করতে পসন্দ করতেন এবং তিনি ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়েও সালাত আদায় করতেন। এখন তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দেন। তিনি বানু নাজ্জারকে ডেকে বললেন : হে বানু নাজ্জার! তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ কর। তারা বললো : না, আল্লাহর কসম, আমরা এর দাম নেব না। এর দাম আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশা করি। আনাস (রা) বলেন : আমি তোমাদের বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর এবং ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী ﷺ-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হলো, তারপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে দেওয়া হলো, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হলো। সাহাবীগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর নবী ﷺ-ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন :

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ + فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ .

“ইয়া আল্লাহ ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া (প্রকৃতপক্ষে) আর কোন কল্যাণ নেই। আপনি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।”

২৯০. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

২৯০. পরিচ্ছেদ : ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা

৪১৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعَتْهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ .

৪১৭ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তারপর আমি হযরত আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মসজিদ নির্মাণের আগে তিনি (নবী ﷺ) ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন।

২৯১. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ

২৯১. পরিচ্ছেদ : উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা

৪১৮ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

৪১৮ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইব্ন 'উমর (রা)-কে

তার উটের দিকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর ইবন 'উমর (রা) বলেছেন : আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি।

২৯২. **بَابُ مَنْ صَلَّى وَقَدَامَهُ تَنُورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ**
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَى النَّارِ وَأَنَا أَصَلِّي

২৯২. পরিচ্ছেদ : চুলা, আগুন বা এমন কোন বস্তু যার উপাসনা করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা যুহরী (র) বলেন : আমাকে আনাস ইবন মালিক (রা) জানিয়েছেন, নবী ﷺ বলেছেন :

আমার সামনে আগুন (জাহান্নাম) পেশ করা হলো, তখন আমি সালাতে ছিলাম

৪১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرِ مَنظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ .

৪১৯ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি।

২৯৩. **بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ**

২৯৩. পরিচ্ছেদ : কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরুহ

৪২০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا .

৪২০ মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবরে পরিণত করবে না।

২৯৪. **بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخُسْفِ وَالْعَذَابِ** ,

وَيُذَكَّرُ أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخُسْفٍ بَابِلَ

২৯৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর গযবে বিধ্বস্ত ও আযাবের স্থানে সালাত আদায় করা উল্লেখ রয়েছে যে, 'আলী (রা) ব্যাবিলনের ধ্বংসস্থাপে সালাত আদায় করা মাকরুহ মনে করতেন

৪২১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ .

৪২১ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা এসব ‘আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তোমাদের প্রতিও এমন ‘আযাব না আসে যা তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

২৯৫. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبَيْعَةِ إِلَّا بَيْعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ

২৯৫. পরিচ্ছেদ : গির্জায় সালাত আদায় করা

‘উমর (রা) বলেছেন : আমরা তোমাদের গির্জাসমূহে প্রবেশ করি না, কারণ তাতে মূর্তি রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) গির্জায় সালাত আদায় করতেন। তবে যেগুলোতে মূর্তি ছিল সেগুলোতে নয়

৪২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يَقُولُ لَهَا مَارِيَّةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .

৪২২ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোন সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোন সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐ সব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করতো। এরা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

২৯৬. بَابُ

২৯৬. পরিচ্ছেদ

৪২৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ

وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْذَرُ مَا صَنَعُوا .

৪২৩ আবুল ইয়ামান (র).....‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উতবা (র) থেকে বর্ণিত, ‘আয়িশা ও ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেছেন : নবী ﷺ -এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন : ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এ বলে) তারা যে (বিদ‘আতী) কার্যকলাপ করত তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন।

৪২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

৪২৪ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

২৯৭. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

২৯৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর উক্তি : আমার জন্যে যমীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে

৪২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَإِيمًا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ .

৪২৫ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র).....জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। (২) সমস্ত যমীন আমার জন্যে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে (ব্যাপক) শাফা‘আতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

২৭৮. بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৯৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে মহিলাদের ঘুমানো

۴۲۶ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَرٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقَهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ صَبِيَّةً لَهُمْ عَلَيْهَا وَشَاحُ أَحْمَرُ مِنْ سَيُورٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّةٌ وَهُوَ مَلْقَى فَحَسِبْتُهُ لَحْمًا فَخَطَفْتُهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِبُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا يَفْتَشُونَ حَتَّى فَتَشَوْا قَبْلَهَا قَالَتْ وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّةُ فَالْتَقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَاهُو قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِباءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدِّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجُّبِ رَبِّنَا * أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي -

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكَ لَا تَقْعُدِينَ مَعِيَ مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتُ هَذَا قَالَتْ فَحَدَّثْتَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ .

৪২৬ ‘উবাইদ ইব্ন ইসমাঈল (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, কোন আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিল। সে তাদের সাথেই থেকে গেল। সে বলেছে যে, তাদের একটি মেয়ে গলায় লাল চামড়ার ওপর মূল্যবান পাথর খচিত হার পরে বাইরে গেল। দাসী বলেছে : সে হারটা হয়তো নিজে কোথাও রেখে দিয়েছিল, অথবা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তখন একটা চিল তা পড়ে থাকা অবস্থায় গোশ্বতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসী বলেছে : তারপর গোত্রের লোকেরা বেশ খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। কিন্তু তারা তা পেল না। তখন তারা আমার উপর এর দোষ চাপাল। সে বলেছে : তারা আমার উপর তল্লাশী শুরু করলো, এমন কি তারা আমার লজ্জাস্থানেও তল্লাশী চালাল। দাসীটি বলেছে : আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে সেই অবস্থায় দাঁড়ানো ছিলাম, এমন সময় চিলটি উড়ে যেতে যেতে হারটি ফেলে দিল। সে বলেছে : তাদের সামনেই তা পড়লো। তখন আমি বললাম : তোমরা তো এর জন্যেই আমার উপর দোষ চাপিয়েছিলে! তোমরা আমার সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলে অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই তো সেই হার! সে বলেছে : তারপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। ‘আয়িশা (রা) বলেন : তার জন্যে মসজিদে (নববীতে) একটা তাঁবু অথবা ছাপড়া করে দেওয়া হয়েছিল। ‘আয়িশা (রা) বলেন : সে (দাসীটি) আমার কাছে আসতো আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। সে আমার কাছে যখনই বসতো তখনই বলতো :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجُّبِ رَبِّنَا * أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي -

“সেই হারের দিনটি আমার রবের আশ্চর্য ঘটনা বিশেষ। জেনে রাখুন সে ঘটনাটি আমাকে কুফরের শহর থেকে মুক্তি দিয়েছে।”

‘আয়িশা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম : কি ব্যাপার, তুমি আমার কাছে বসলেই যে এ কথাটা বলে থাক ? ‘আয়িশা (রা) বলেন : সে তখন আমার কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

২১৭. بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ

২১৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো

আবু কিলাবা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন : ‘উক্ল গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং সুফ্যায় অবস্থান করলেন। ‘আবদুর রহমান

ইবন আবু বকর (রা) বলেন : সুফ্যাবাসিগণ ছিলেন দরিদ্র।

৪২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌ أَعَزَبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২৭ মুসাদ্দাদ (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতে। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কোন পরিবার-পরিজন ছিল না।

৪২৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ آيْنُ ابْنِ عَمِكَ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ أَنْظِرْ آيْنَ هُوَ ، فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ .

৪২৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....সাহল ইবন সা‘দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে এলেন, কিন্তু ‘আলী (রা)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন : আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটেছে। তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার কাছে দুপুরের বিশ্রামও করেন নি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : দেখ তো সে কোথায়? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি মসজিদে গুয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন, তখন ‘আলী (রা) কাত হয়ে গুয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের এক পাশের চাদর পড়ে গিয়েছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শরীরের মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন : উঠ, হে আবু তুরাব! উঠ, হে আবু তুরাব!

৪২৯ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِلَّا إِزَارٌ وَإِمَامٌ كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ .

৪২৯ ইউসুফ ইব্ন ইসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সত্তরজন আসহাবে সুফ্যাকে দেখেছি, তাঁদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না। হয়ত ছিল কেবল তহবন্দ কিংবা ছোট চাদর, যা তাঁরা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। (নীচের দিকে) কারো নিস্ফে সাক বা অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত আর কারো টাখনু পর্যন্ত ছিল। তাঁরা লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একত্র করে রাখতেন।

৩০০. بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ

৩০০. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন : নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতেন

৪৩০ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ ابْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دِيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي .

৪৩০ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। রাবী মিস'আর (র) বলেন : আমার মনে পড়ে রাবী মুহারিব (র) চাশতের সময়ের কথা বলেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় কর। জাবির (রা) বলেন : নবী ﷺ-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি তা দিয়ে দিলেন এবং কিছু বেশীও দিলেন।

৩০১. بَابُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

৩০১. পরিচ্ছেদ : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়

৪৩১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ

الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ .

৪৩১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু কাতাদা সালামী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক আত সালাত আদায় করে নেয় ।

৩.২. بَابُ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০২. পরিচ্ছেদ : মসজিদে হাদাস হওয়া (উযু নষ্ট হওয়া)

৪৩২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ .

৪৩২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে সালাতের পরে হাদাসের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে সে সালাত আদায় করেছে সেখানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতারা তার জন্যে দু'আ করতে থাকেন । তাঁরা বলেন : হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করুন । হে আল্লাহ ! তার প্রতি রহম করুন ।

৩.২. بَابُ بَيِّنَاتِ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْجَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمْرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ وَقَالَ أَكُنْ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحْمَرَ أَوْ تُصْفَرَ فَتُفْتِنَ النَّاسَ ، وَقَالَ أَنَسٌ يَتَّبِعُونَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخَرِفَتْهَا كَمَا زَخَرِفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

৩০৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণ করা

আবু সাঈদ (রা) বলেন : মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী । 'উমর (রা) মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিয়ে বলেন : আমি লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে চাই । মসজিদে লাল বা হলুদ রং লাগানো থেকে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে । আনাস (রা) বলেন : লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে অথচ তারা একে কমই (ইবাদতের মাধ্যমে) আবাদ রাখবে । ইব্ন 'আক্বাস (রা) বলেন : তোমরা তো ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে ফেলবে

৪৩৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبْنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمْدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبْنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ .

৪৩৩ ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র)... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে, তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রা) এতে কিছু বাড়ান নি। অবশ্য ‘উমর (রা) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন এবং তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। তারপর ‘উসমান (রা) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেওয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-সুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের, আর ছাদ বানান সেগুন কাঠ দিয়ে।

৩০৪. بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ إِلَى

الآية

৩০৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী : এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আল্লাহর মসজিদের

রক্ষণাবেক্ষণ করবে.....(৯ : ১৭)

৪৩৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِإِبْنِهِ عَلِيٍّ انْطَلَقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَآخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى آلَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبْنَةً لَبْنَةً وَعَمَارُ لَبْنَتَيْنِ لَبْنَتَيْنِ فَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ فَيَنْقُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيَحْ عَمَارُ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৪৩৪ মুসাদ্দাদ (র)..... ‘ইকরিমা (র) বর্ণিত, তিনি বলেন : ইব্ন ‘আব্বাস (রা) আমাকে ও তাঁর ছেলে ‘আলী (র)-কে বললেন : তোমরা উভয়ই আবু সা‘ঈদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তাঁর থেকে হাদীস শুনে আস। আমরা গেলাম। তখন তিনি এক বাগানে কাজ করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে চাদরে হাঁটু মুড়ি

দিয়ে বসলেন এবং পরে হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন : আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর ‘আম্মার (রা) দুটো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। নবী ﷺ তা দেখে তাঁর দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন : ‘আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহবান করবে জান্নাতের দিকে আর তারা তাকে আহবান করবে জাহান্নামের দিকে। আবু সাঈদ (রা) বলেন : তখন ‘আম্মার (রা) বললেন : “আমি ফিতনা থেকে আল্লা হর কাছে পানাহ চাই।”

৩০৫. بَابُ الْإِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَارِ وَالصَّنَائِعِ فِي أَعْوَادِ الْمُتَبَرِّ وَالْمَسْجِدِ

৩০৫. পরিচ্ছেদ : কাঠের মিস্বর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা

৪৩৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مَرِيٍّ غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِمْ .

৪৩৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন : তুমি তোমার গোলাম কাঠমিস্ত্রীকে বল, সে যেন আমার বসার জন্যে কাঠের মিস্বর তৈরী করে দেয়।

৪৩৬ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيُّمَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنِ لِيْ غُلَامًا نَّجَّارًا قَالَ إِن شِئْتَ فَعَمِلْتَ الْمُنْبَرَّ .

৪৩৬ খাল্লাদ (র) ইবন ইয়াহইয়া.....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনার বসার জন্যে কিছু তৈরী করে দিব? আমার এক কাঠমিস্ত্রী গোলাম আছে। তিনি বললেন : যদি তোমার ইচ্ছা হয়। তারপর তিনি একটি মিস্বর তৈরী করিয়ে দিলেন।

৩০৬. بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

৩০৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে

৪৩৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ .

৪৩৭ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র).....‘উবায়দুল্লাহ খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘উসমান ইবন

‘আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন : তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, বুকাযর (র) বলেন : আমার মনে হয় রাবী ‘আসিম (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরী করবেন।

৩০৭. بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৭. পরিচ্ছেদ : মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে

৪২৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . أَمْسِكْ بِفِصَالِهَا .

৪৩৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তীর সাথে করে মসজিদে নববী অতিক্রম করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এর ফলকগুলো হাতে ধরে রাখ।

৩০৮. بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদ অতিক্রম করা

৪২৯ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى فِصَالِهَا لَا يَغْفِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا .

৪৩৯ মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....আবু বুরদা (র)-এর পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাজার দিয়ে চলে সে যেন তার ফলক হাতে ধরে রাখে, যাতে করে তার হাতে কোন মুসলমান আঘাত না পায়।

৩০৯. بَابُ الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদে কবিতা পাঠ

৪৪০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهَدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَشَدَكَ اللَّهُ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَا حَسَّانُ اجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَيْدِهِ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

[৪৪০] আবুল ইয়ামান (র).....আবু সালামা ইবন 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (র) থেকে বর্ণিত, হাস্‌সান ইবন সাবিত আনসারী (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে আল্লাহর কসম দিয়ে এ কথার সাক্ষ্য চেয়ে বলেন : আপনি কি নবী ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছেন, হে হাস্‌সান! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের) জওয়াব দাও। হে আল্লাহ ! হাস্‌সানকে রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) ('আ) দ্বারা সাহায্য করুন। আবু হুরায়রা (রা) জওয়াবে বললেন : হাঁ।

৩১০. بَابُ أَصْحَابِ الْحَرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১০. পরিচ্ছেদ : বর্শা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ

[৪৪১] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرْنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ * زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ .

[৪৪১] 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্শা দ্বারা) অনুশীলন করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি ওদের অনুশীলন দেখছিলাম।

ইবরাহীম ইবন মুনযির (র).....'আযিশা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ-কে দেখলাম এমতাবস্থায় হাবশীরা তাদের বর্শা নিয়ে অনুশীলন করছিল।

৩১১. بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمَثْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১১. পরিচ্ছেদ : মসজিদের মিস্বরে ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা

[৪৪২] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيتُهَا مَا بَقِيَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيتُهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ ابْتِاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَثْبَرِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَثْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمُنْبَرِ . قَالَ عَلَى
قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَتْ
سَمِعْتُ عَائِشَةَ .

৪৪২ ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র)...‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা) তাঁর কাছে এসে কিতাবতের দেনা শোধের জন্য সাহায্য চাইলেন। তখন তিনি বললেন : তুমি চাইলে আমি (তোমার মূল্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিব এ শর্তে যে, উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকবে আমার। তার মালিক ‘আয়িশা (রা)-কে বললো : আপনি চাইলে বাকী মূল্য বারীরাকে দিতে পারেন। রাবী সুফিয়ান (র) আর একবার বলেছেন : আপনি চাইলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকবে আমাদের। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন তখন আমি তাঁর কাছে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কারণ উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকে তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিশ্বরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান (র) আর একবার বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিশ্বরে আরোহণ করে বললেন : লোকদের কি হলো? তারা এমন সব শর্ত করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। কেউ যদি এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তার সে শর্তের কোন মূল্য নেই। এমনকি এরূপ শর্ত একশবার আরোপ করলেও। মালিক (র).....‘আমরা (র) থেকে রাবী‘য়া (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তবে মিশ্বরে আরোহণ করার কথা উল্লেখ করেন নি।

‘আলী (রা)....‘আমরা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জাফর ইব্ন ‘আওন (র) ইয়াহইয়া (র)-এর মাধ্যমে ‘আমরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি ‘আয়িশা (রা) থেকে শুনেছি।

২১২. بَابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازِمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১২. পরিচ্ছেদ : মসজিদে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা

৪৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بَنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشُّطْرَ ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ .

৪৪৩ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....কা‘ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদের ভিতরে ইব্ন আবু হাদরাদ (র)-এর কাছে তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। দু’জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকেই তাদের কথার আওয়ায শুনলেন এবং তিনি পর্দা বুখারী শরীফ (১) — ৩২

সরিয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন : হে কা'ব! কা'ব (রা) উত্তর দিলেন, লাঝাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার পাওনা ঋণ থেকে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইশারা করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা'ব (রা) বললেন : আমি তাই করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি ইব্ন আবু হাদরাদকে বললেন : উঠ আর বাকীটা দিয়ে দাও।

২১২. بَابُ كُنُسِ الْمَسْجِدِ وَالتَّقَاطِ الْخَرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

৩১৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া এবং ন্যাকড়া, আবর্জনা ও কাঠ খড়ি কুড়ানো

৪৪৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنَتُمُونِي بِهِ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرَهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا .

৪৪৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন কাল বর্ণের পুরুষ অথবা বলেছেন কাল বর্ণের মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে ইনতিকাল করল। নবী ﷺ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে ইনতিকাল করেছে। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

২১৪. بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা

৪৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ .

৪৪৫ 'আবদান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মদ সম্পর্কীয় সূরা বাকারার আয়াতসমূহ নাযিল হলে নবী ﷺ মসজিদে গিয়ে সে সব আয়াত সাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন।

২১৫. بَابُ الْخُدَمِ لِلْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا مُحَرَّرًا لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا

৩১৫. পরিচ্ছেদ : মসজিদের জন্য খাদিম

ইব্ন আব্বাস (রা) (এ আয়াত) 'আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ

করলাম’ (৩ : ৩৫)– এর ব্যাখ্যায় বলেন : মসজিদের খিদমতের জন্য উৎসর্গ করলাম ।

৪৪৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَافِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا .

৪৪৬ আহমদ ইব্ন ওয়াফিদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন পুরুষ অথবা বলেছেন একজন মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিতেন । রাবী সাবিত (র) বলেন : আমার মনে হয় তিনি বলেছেন একজন মহিলা । তারপর তিনি নবী ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করে বলেন, নবী ﷺ তার কবরে জানায়ার সালাত আদায় করেছেন ।

২১৬. بَابُ الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيمِ يُرْبِطُ فِي الْمَسْجِدِ

৩১৬. পরিচ্ছেদ : কয়েদী অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা

৪৪৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ عَفَرْتُمَا مِنَ الْجِنِّ تَقَلَّتْ عَلَى الْبَارِحَةِ أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَكَّنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَ تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحٌ فَردَّهُ خَاسِنًا .

৪৪৭ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : গত রাতে একটা অবাধ্য জিন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল । রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন, যেন সে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টি করে । কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন । আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোরবেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও । কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান (‘আ)-এর এই উক্তি আমার স্মরণ হলো, “হে রব! আমাকে দান কর এমন রাজত্ব, যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয় ।” (৩৮ : ৩৫) (বর্ণনাকারী) রাওহ (র) বলেন : নবী ﷺ সেই শয়তানটিকে অপমানিত অবস্থায় তাড়িয়ে দিলেন ।

২১৭. بَابُ الْإِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبِطَ الْأَسِيرَ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ شَرِيحًا يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

৩১৭. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা

কাযী শুরাইহ (র) দেনাদার ব্যক্তিকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিতেন

৪৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

[৪৪৮] ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বানু হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্ন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। নবী ﷺ তার কাছে গেলেন এবং বললেন : সুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটে এক খেজুর বাগানে গিয়ে সেখানে গোসল করলেন, এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।”

২১৮. بَابُ الْخِيَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

৩১৮. পরিচ্ছেদ : রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন

[৪৪৯] حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خِيَمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرْعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خِيَمَةٌ مِّنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخِيَمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ فَاذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا .

[৪৪৯] যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....‘আয়িশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খন্দকের যুদ্ধে সা‘দ (রা)-এর হাতের শিরা যখম হয়েছিল। নবী ﷺ মসজিদে (তাঁর জন্য) একটা তাঁবু স্থাপন করলেন, যাতে কাছে থেকে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন। মসজিদে বানু গিফারেরও একটা তাঁবু ছিল। সা‘দ (রা)-এর প্রচুর রক্ত তাঁদের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : হে তাঁবুর লোকেরা! তোমাদের তাঁবু থেকে আমাদের দিকে কি প্রবাহিত হচ্ছে তখন দেখা গেল যে, সা‘দের যখম থেকে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবশেষে এতেই তিনি ইনতিকাল করলেন।

২১৯. بَابُ ادِّخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعَلَةِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ

৩১৯. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : নবী ﷺ নিজের উটে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেছেন

৪৫০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وِجَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مُسْطُورٍ .

৪৫০. আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে (বিদায় হজ্জে) আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন : সাওয়ার হয়ে লোকদের হতে বাইরে থেকে তওয়াফ করে নাও। তখন আমি (সেভাবে) তওয়াফ করলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন তিনি “সূরা ওয়াত-তুরি ওয়া কিতাবিম্-মাসতুর” তিলাওয়াত করছিলেন।

২২. .بَابُ

৩২০. পরিচ্ছেদ

৪৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ رَجَلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا عَبَادُ بْنُ بِشْرٍ وَأَحْسِبُ الثَّانِي أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ .

৪৫১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এর দু'জন সাহাবী নবী ﷺ এর নিকট থেকে অন্ধকার রাতে বের হলেন। তাঁদের একজন আব্বাদ ইবন বিশর (রা) আর দ্বিতীয় জন সম্পর্কে আমার ধারণা যে, তিনি ছিলেন উসাইদ ইবন হুযাইর (রা), আর উভয়ের সাথে চেরাগ সদৃশ কিছু ছিল, যা তাঁদের সামনের দিকটাকে আলোকিত করছিল। তাঁরা উভয়ে যখন পৃথক হয়ে গেলেন, তখন প্রত্যেকের সাথে একটা করে রয়ে গেল। অবশেষে এভাবে তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে পৌঁছলেন।

২২১. .بَابُ الْخُوخَةِ وَالْمَمَرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২১. পরিচ্ছেদ : মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো

৪৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُيَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخُ إِنْ يَكُنِ اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ

لَا تَبْكُ إِنْ أَمِنَ النَّاسُ عَلَىٰ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ الْأَسَدِ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ .

৪৫২ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক ভাষণে বললেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা আছে—এ দুয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে—তা গ্রহণ করলেন। তখন আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বৃদ্ধ কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা রয়েছে—এ দুয়ের একটা গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিলে তিনি আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণ করেছেন (এতে কাঁদার কি আছে?)। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই ছিলেন সেই বান্দা। আর আবু বকর (রা) ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী। নবী ﷺ বললেন : হে আবু বকর, তুমি কাঁদবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে যিনি সবচাইতে বেশী ইহসান করেছেন তিনি আবু বকর। আমার কোন উষ্মতকে যদি আমি খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবু বকর। কিন্তু তাঁর সাথে রয়েছে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য। আবু বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের কোন দরজাই রাখা হবে না, সবই বন্ধ করা হবে।

৪৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمِنَ عَلَىٰ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ بَنِ أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خَلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُورًا عَنِّي كُلِّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ .

৪৫৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ জু'ফী (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগের সময় এক টুকরা কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে বাইরে এসে মিশ্বরে বসলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা সিফাত বর্ণনার পর বললেন : জান-মাল দিয়ে আবু বকর ইব্ন আবু কুহাফার চাইতে অধিক কেউ আমার প্রতি ইহসান করেনি। আমি কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের বন্ধুত্বই উত্তম। আবু বকরের দরজা ব্যতীত এই মসজিদের সকল ছোট দরজা বন্ধ করে দাও।

২২২. بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْفَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا

৩২২. পরিচ্ছেদ : বায়তুল্লাহ শরীফে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তালা লাগানো আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (রা)] বলেন : আমাকে আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (রা) বলেছেন যে, আমাকে সুফিয়ান (রা) ইবন জুরাইজ (রা) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন : আমাকে ইবন আবী মুলায়কা (রা) বলেছেন, “হে আবদুল মালিক! তুমি ইবন আব্বাস (রা)–এর মসজিদ ও তার দরজাগুলো যদি দেখতে”

৪৫৪ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةٌ ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالَ فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ قَالَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أُسَأَلَهُ كَمْ صَلَّى .

৪৫৪ আবু নু‘মান ও কুতায়বা (রা)....ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন ‘উসমান ইবন তালহা (রা)-কে ডাকলেন। তিনি দরজা খুলে দিলে নবী ﷺ, বিলাল, উসামা ইবন যায়দ ও ‘উসমান ইবন তালহা (রা) ভিতরে গেলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ থাকলেন। তারপর সবাই বের হলেন। ইবন ‘উমর (রা) বলেন : আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বিলাল (রা)-কে (সালাতের কথা) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : নবী ﷺ ভিতরে সালাত আদায় করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ স্থানে? তিনি বললেন : দুই স্তম্ভের মাঝামাঝি। ইবন ‘উমর (রা) বলেন : কয় রাক‘আত আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

৩২৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদে মুশরিকের প্রবেশ

৪৫৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيَلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ .

৪৫৫ কুতায়বা (রা).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য নজদ অভিমুখে পাঠালেন। তারা বানু হানীফা গোত্রের সুমামা ইবন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন।

৩২৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে আওয়ায উচ্চ করা

৩২৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে আওয়ায উচ্চ করা

৪৫৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنُ مَجِجٍ الْأَمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِذْهَبْ فَأَتِنِي بِهِذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مِمَّنْ أَنْتُمَا أَوْ مِمَّنْ آيَنْ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৪৫৬ ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র)...সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করলো। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি ‘উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)। তিনি বললেন : যাও, এ দু’জনকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাদের নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন : তোমরা কারা? অথবা তিনি বললেন : তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তারা বললো : আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন : তোমরা যদি মদীনার লোক হতে, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা দু’জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছো!

৪৫৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ ابْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدَرٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ بِأَكْعَبَ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ فَأَقْضِهِ .

৪৫৭ আহমদ ইব্ন সালিহ (র).....কা’ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনি ইব্ন আবু হাদরাদের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্পর্কে মসজিদে নববীতে তাগাদা করেন। এতে উভয়ের আওয়ায উঁচু হয়ে গেল। এমন কি সে আওয়ায রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকে শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের দিকে বের হয়ে এলেন এবং কা’ব ইব্ন মালিককে ডেকে বললেন : হে কা’ব! উত্তরে কা’ব বললেন : লাঝায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন নবী ﷺ হাতে ইশারা করলেন যে, তোমার প্রাপ্য থেকে অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা’ব (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাই করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ইব্ন আবু হাদরাদ (রা)-কে বললেন : উঠ এবার (বাকী) ঋণ পরিশোধ কর।

২২৫. بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৫. পরিচ্ছেদ : মসজিদে হালকা বাঁধা ও বসা

৪৫৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَأَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ .

৪৫৮ মুসাদ্দাদ (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহাবী নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি মিম্বরে ছিলেন : আপনি রাতের সালাত কিভাবে আদায় করতে বলেন? তিনি বললেন : দু'-দু'রাক আত করে আদায় করবে। যখন তোমাদের কারো ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তখন সে আরো এক রাক আত আদায় করে নিবে। আর এইটি তার পূর্ববর্তী সালাতকে বিতর করে দেবে। [নাফি' (র) বলেন] ইবন 'উমর (রা) বলতেন : তোমরা বিতরকে রাতের শেষ সালাত হিসেবে আদায় কর। কেননা নবী ﷺ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৫৯ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرِ بِوَاحِدَةٍ تَوْتِرُهُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ * قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .

৪৫৯ আবু নু'মান (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী নবী ﷺ-এর কাছে এমন সময় আসলেন যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : রাতের সালাত কিভাবে আদায় করতে হয়? নবী ﷺ বললেন : দু'-রাক আত দু'-রাক আত করে আদায় করবে। আর যখন ভোর হওয়ার আশংকা করবে, তখন আরো এক রাক আত আদায় করে নিবে। সে রাক আত তোমার আগের সালাতকে বিতর করে দিবে। ওয়ালীদ ইবন কাসীর (র) বলেন : 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদুল্লাহ (র) আমার কাছে বলেছেন যে, ইবন 'উমর (রা) তাঁদের বলেছেন : এক সাহাবী নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বললেন, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন।

৪৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ، أَمَّا

أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .

[৪৬০] ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু ওয়াকিদ লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক এলেন। তাঁদের দু’জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে এলেন আর একজন চলে গেলেন। এ দু’জনের একজন হালকায় খালি স্থান পেয়ে সেখানে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মজলিসের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিঠটান দিয়ে সরে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাবার্তা থেকে অবসর হয়ে বললেন : আমি কি তোমাদের ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেব? এক ব্যক্তি তো আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলো। আল্লাহও তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লজ্জা করলো, আর আল্লাহ তা’আলাও তাকে (বঞ্চিত করতে) লজ্জাবোধ করলেন। তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, কাজেই আল্লাহও তার থেকে ফিরে থাকলেন।

২২৬. بَابُ الْإِسْتِقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৬. পরিচ্ছেদ : মসজিদে চিত হয়ে শোয়া

[৬১] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْآخَرَى * وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

[৪৬১] ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....‘আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর চাচা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। ইব্ন শিহাব (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘উমর ও ‘উসমান (রা) এরূপ করতেন।

২২৭. بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ

৩২৭. পরিচ্ছেদ : লোকের অসুবিধা না হলে রাস্তায় মসজিদ বানানো বৈধ। হাসান বসরী, আয্যাব এবং মালিক (র) এরূপ বলেছেন।

[৬২] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ بَدَأَ لِابْنِ بَكْرٍ فَأَبْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءَ هُمْ يَعُجْبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ

عَيْنِيهِ إِذَا قرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

৪৬২ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমার জ্ঞানমতে আমি আমার মাতা-পিতাকে সব সময় দীনের অনুসরণ করতে দেখেছি। আর আমাদের এমন কোন দিন যায়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দিনের উভয় প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের কাছে আসেন নি। তারপর আবু বকর (রা)-এর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ তৈরী করলেন। তিনি এতে সালাত আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মুশরিকদের মহিলা ও ছেলেমেয়েরা সেখানে দাঁড়াতো এবং এতে তারা বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। আবু বকর (রা) ছিলেন একজন অধিক রোদনকারী ব্যক্তি। তিনি কুরআন পড়া শুরু করলে অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। তাঁর এ অবস্থা নেতৃস্থানীয় মুশরিক কুরাইশদের শংকিত করে তুলল।

৩২৮. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

৩২৮. পরিচ্ছেদ : বাজারের মসজিদে সালাত আদায়

ইব্ন 'আওন (র) ঘরের মসজিদে সালাত আদায় করতেন যার দরজা বন্ধ করা হতো **৪৬৩** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خُمُسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَآتَى الْمَسْجِدَ لَا يَرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُؤْذِ يَحْدِثْ فِيهِ .

৪৬৩ মুসাদ্দাদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে ঘর বা বাজারে সালাত আদায় করার চাইতে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ভাল করে উযু করে কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতবার কদম রাখে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা ক্রমান্বয়ে উন্নীত করবেন এবং তার এক-একটি করে গুনাহ মাফ করবেন। আর মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে সালাতেই গণ্য করা হয়। আর সালাতের শেষে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্যে এ বলে দু'আ করেন : ইয়া আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, ইয়া আল্লাহ! তাকে রহম করুন—যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয়, সেখানে উযু ভঙ্গের কাজ না করে।

৩২৯. بَابُ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

৩২৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো

৬৬৪ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَشْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَقْدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ * وَقَالَ عَاصِمٌ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَقَوْمُهُ لِيْ وَأَقْدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا .

৪৬৪ হামিদ ইবন 'উমর (র).....ইবন 'উমর বা ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান। 'আসিম ইবন 'আলী (র) থেকে বর্ণিত 'আসিম ইবন মুহম্মদ (র) বলেন : আমি এ হাদীস আমার পিতা থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। এরপর এ হাদীসটি আমাকে ঠিকভাবে বর্ণনা করেন ওয়াকিদ (র) তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন : আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : হে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের সাথে অবস্থান করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে?

وَلَفْظُهُ فِي جَمْعِ الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ وَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهْدُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَكَيْفَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَأْخُذُ مَا تَعْرِفُ وَتَدَعُ مَا تَنْكَرُ تَقْبِلُ عَلَى خَاصَّتِكَ وَتَدَعُهُمْ وَعَوَامَّهُمْ .

- عيني ج ٤ ص ٢٦٠

হুমায়দী (র) তাঁর 'আল জাম'উ বাইনাস সাহীহায়ন' গ্রন্থে ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেন, "নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান এবং বলেন : হে 'আবদুল্লাহ! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন তোমার অবস্থা কি হবে? তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা হবে না ও আমানতে খেয়ানত করা হবে এবং তাদের মতানৈক্য দেখা দিবে। আর তারা এরূপ হয়ে যাবে এবং তিনি এক হাতের আঙুল আর এক হাতে প্রবেশ করান। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন : "ইয়া রাসূলুল্লাহ, তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, যা তুমি শরী'আতসম্মত বলে জান তা গ্রহণ কর, আর যা শরী'আতবিরোধী বলে মনে করবে তা বর্জন করবে। আর তুমি নিজকে নিজে বাঁচাবে, আর সাধারণ লোককে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিবে।—'উমদাতুল ক্বারী, ৪খ, পৃ. ২৬০

৬৬৫ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ .

৪৬৫ খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে ইমারততুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি

এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

৬৬৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ قَدْ سَمَاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضَبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ فَقَالَ أَكْمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِيتُ أَنَّ عِمْرَانَ بَنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৪৬৬ ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের বিকালের এক সালাতে ইমামতি করলেন। ইবন সীরীন (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) সালাতের নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাক আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর ডান হাত বাঁ হাতের উপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। যাদের তাড়া ছিল তাঁরা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ বললেন : সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু বকর (রা) এবং 'উমর (রা)-ও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে “যুল-ইয়াদাইন” বলা হতো, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? তিনি বললেন : আমি ভুলিনি এবং সালাত সংক্ষেপও করা হয়নি। এরপর (অন্যদের) জিজ্ঞাসা করলেন : যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং সালাতের বাদপড়া অংশটুকু আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। পরে আবার তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মত বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। লোকেরা প্রায়ই ইবন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করতো, “পরে কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন?” তখন ইবন সীরীন (র) বলতেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ‘ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলেছেন : তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন।

২৩. بَابُ الْمَسْجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ

৩৩০. পরিচ্ছেদ : মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন

৬৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَسَاكِينَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا ، وَيَحْدِثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ * قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرْفِ الرُّوحَاءِ .

৪৬৭ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদামী (র).....মূসা ইবন 'উকবা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সালিম ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে রাস্তার বিশেষ বিশেষ স্থান অনুসন্ধান করে সে সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বর্ণনা করতেন যে, তাঁর পিতাও এসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এসব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। মূসা ইবন 'উকবা (র) বলেন : নাফি' (র)-ও আমার কাছে ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সালিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করি। আমার জানামতে তিনিও সেসব স্থানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে নাফি' (র)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন; তবে 'শারায়ুর-রাওহা' নামক স্থানের মসজিদের ব্যাপারে তাঁরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

৬৭৮ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمَرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمَرَةَ هَبَطَ بَطْنٍ وَادٍ ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنٍ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْشَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلَا عَلَى الْأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِجَ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُتُبٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دُفِنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِيهِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرْفِ الرُّوحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي ، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيَمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَالْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمِيَّةٌ بِحَجَرٍ أَوْ دَحْوُ ذَلِكَ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ

مُنْصَرَفِ الرُّوحَاءِ ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتَهَى طَرَفُهُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ ابْتَنَيْتَ ثُمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يُسَارِهِ وَدَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرُّوحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحْرِ عَرَسَ حَتَّى يُصَلِّي بِهَا الصُّبْحَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوَجَاءَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكْمَةِ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِثْلَيْنِ ، وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْتَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ ثَلَاثَةٍ مِنْ وُدَاءِ الْعَرَجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرَجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحاتٍ عَنْ يُسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرَشَى ذَلِكَ الْمَسِيلِ لَا صِقَ بِكَرَاعِ هَرَشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غُلُوةٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرْحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظُّهْرَانِ قَبْلَ الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفَرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يُسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمِيَّةٌ بِجَجَرٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوَى وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بَنَى ثَمَّةُ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيظَةٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتِي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بَنَى ثُمَّ يُسَارَ الْمَسْجِدَ بِطَرَفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السُّودَاءِ تَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ .

ﷺ 'উমরা ও হজ্জের জন্যে রওয়ানা হলে 'যুল-হুলায়ফা'য় অবতরণ করতেন, বাবলা গাছের নীচে 'যুল-হুলায়ফা'র মসজিদের স্থানে। আর যখন কোন যুদ্ধ থেকে অথবা হজ্জ বা 'উমরা করে সেই পথে ফিরতেন, তখন উপত্যকার মাঝখানে অবতরণ করতেন। যখন উপত্যকার মাঝখান থেকে উপরের দিকে আসতেন, তখন উপত্যকার তীরে অবস্থিত পূর্ব নিম্নভূমিতে উট বসাতেন। সেখানে তিনি শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। এ স্থানটি পাথরের উপর নির্মিত মসজিদের কাছে নয় এবং যে মসজিদ টিলার উপর, তার নিকটেও নয়। এখানে ছিল একটি ঝিল, যার পাশে 'আবদুল্লাহ (রা) সালাত আদায় করতেন। এর ভিতরে কতগুলো বালির স্তূপ ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানেই সালাত আদায় করতেন। তারপর নিম্নভূমিতে পানির প্রবাহ হয়ে 'আবদুল্লাহ (রা) যে স্থানে সালাত আদায় করতেন তা সমান করে দিয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) [নাফি' (র)-কে] বলেছেন : নবী ﷺ 'শারারুফ-রাওহা'র মসজিদের কাছে ছোট মসজিদের স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন। নবী ﷺ যেখানে সালাত আদায় করেছিলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) সে স্থানের পরিচয় দিতেন এই বলে যে, যখন তুমি মসজিদে সালাতে দাঁড়াবে তখন তা তোমার ডানদিকে। আর সেই মসজিদটি হলো যখন তুমি (মদীনা থেকে) মক্কা যাবে তখন তা ডানদিকের রাস্তার এক পাশে থাকবে। সে স্থান ও বড় মসজিদের মাঝখানে ব্যবধান হলো একটি টিল নিষ্ক্ষেপ পরিমাণ অথবা তার কাছাকাছি। আর ইব্ন 'উমর (রা) 'রাওহা'র শেষ মাথায় 'ইরক' (ছোট পাহাড়)-এর কাছে সালাত আদায় করতেন। সেই 'ইরক'-এর শেষ প্রান্ত হলো রাস্তার পাশে মসজিদের কাছাকাছি মক্কা যাওয়ার পথে রাওহা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) এই মসজিদে সালাত আদায় করতেন না, বরং সেটাকে তিনি বামদিকে ও পেছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে 'ইরক'-এর নিকটে সালাত আদায় করতেন। আর 'আবদুল্লাহ (রা) রাওহা থেকে বেরিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছার আগে যোহরের সালাত আদায় করতেন না। সেখানে পৌঁছে যোহর আদায় করতেন। আর মক্কা থেকে আসার সময় এ পথে ভোরের এক ঘণ্টা আগে বা শেষ রাতে আসলে তথায় অবস্থান করে ফজরের সালাত আদায় করতেন। 'আবদুল্লাহ (রা) আরো বর্ণনা করেন : নবী ﷺ 'রুওয়ায়ছা'র নিকটে রাস্তার ডানদিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটা বিরাট গাছের নীচে অবস্থান করতেন। তারপর তিনি 'রুওয়ায়ছা'র ডাকঘরের দু'মাইল দূরে টিলার পাশ দিয়ে রওয়ানা হতেন। বর্তমানে গাছটির উপরের অংশ ভেঙে গিয়ে মাঝখানে ঝুঁকে গেছে। গাছের কাণ্ড এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আর তার আশেপাশে অনেকগুলো বালির স্তূপ বিস্তৃত রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন : 'আরজ' গ্রামের পরে পাহাড়ের দিকে যেতে যে উচ্চভূমি রয়েছে, তার পাশে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এই মসজিদের পাশে দু'তিনটি কবর আছে। এসব কবরে পাথরের বড় বড় খণ্ড পড়ে আছে। রাস্তার ডান পাশে গাছের নিকটেই তা অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য ঢলে পড়লে 'আবদুল্লাহ (রা) 'আরজ'-এর দিক থেকে এসে গাছের মধ্য দিয়ে যেতেন এবং ঐ মসজিদে যোহরের সালাত আদায় করতেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে রাস্তার বাঁ দিকে বিরাট গাছগুলির কাছে অবতরণ করেন যা 'হারশা' পাহাড়ের নিকটবর্তী নিম্নভূমির দিকে চলে গেছে। সেই নিম্নভূমিটি 'হারশা'-এর এক প্রান্তের সাথে মিলিত। এখান থেকে সাধারণ সড়কের দূরত্ব প্রায় এক তীর নিষ্ক্ষেপের পরিমাণ। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) সেই গাছগুলির মধ্যে একটির কাছে সালাত আদায় করতেন, যা ছিল রাস্তার নিকটবর্তী এবং সবচাইতে উঁচু। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন

যে, নবী ﷺ অবতরণ করতেন ‘মাররুম্ব যাহরান’ উপত্যকার শেষ প্রান্তে নিম্নভূমিতে, যা মদীনার দিকে যেতে ছোট পাহাড়গুলোর নীচে অবস্থিত। তিনি সে নিম্নভূমির মাঝখানে অবতরণ করতেন। এটা মক্কা যাওয়ার পথে বাম পাশে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনযিল ও রাস্তার মাঝে দূরত্ব এক পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ। ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) তাঁকে আরও বলেছেন যে, নবী ﷺ ‘যু-তুওয়া’য় অবতরণ করতেন এবং এখানেই রাত যাপন করতেন আর মক্কায় আসার পথে এখানেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত আদায়ের সেই স্থানটা ছিল একটা বড় টিলার উপরে। যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে নয় বরং তার নীচে একটা বড় টিলার উপর। ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) তাঁদের কাছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ পাহাড়ের দু’টো প্রবেশপথ সামনে রাখতেন যা তার ও দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝখানে কা’বার দিকে রয়েছে। বর্তমানে সেখানে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেটিকে তিনি [ইব্ন ‘উমর (রা)] টিলার প্রান্তের মসজিদটির বাম পাশে রাখতেন। আর নবী ﷺ -এর সালাতের স্থান ছিল এর নীচে কাল টিলার উপরে। টিলা থেকে প্রায় দশ হাত দূরে দু’টো পাহাড়ের প্রবেশপথ যা তোমার ও কা’বার মাঝখানে রয়েছে—সামনে রেখে তুমি সালাত আদায় করবে।

২৩১. بَابُ سِتْرَةِ الْإِمَامِ سِتْرَةً مِّنْ خَلْفِهِ

৩৩১. পরিচ্ছেদ : ইমামের সুতরাই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট

৬৭৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَتَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْإِتَانِ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ .

৪৬৯ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একটা মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম, তখন আমি ছিলাম সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে দেওয়াল ব্যতীত অন্য কিছুকে সুতরা বানিয়ে মিনায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে আমি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলাম। গাধাটিকে চরাতে দিয়ে আমি কাতারে शामिल হয়ে গেলাম। আমাকে কেউই এ কাজে বাধা দেয়নি।

৬৭০ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمَنْ تَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءَ .

৪৭০ ইসহাক (র)..... ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন যখন বের হতেন তখন

তঁার সামনে ছোট নেয়া (বল্লম) পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেদিকে মুখ করে তিনি সালাত আদায় করতেন। আর লোকজন তঁার পেছনে দাঁড়াতে। সফরেও তিনি তাই করতেন। এ থেকে শাসকগণও এটা অবলম্বন করেছেন।

৪৭১ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّةُ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرُ رَكْعَتَيْنِ تَمْرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

৪৭১ আবুল ওয়ালীদ (র)..... 'আওন ইবন আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে 'বাতহা' নামক স্থানে যোহরের দু'রাক আত ও আসরের দু'রাক আত সালাত আদায় করেন। তখন তঁার সামনে ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল। তঁার সম্মুখ দিয়ে (সুতারার বাইরে) মহিলা ও গাধা চলাচল করতো।

৩২২. بَابُ قَدْرِكُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّيِّ وَالسُّتْرَةِ

৩৩২. পরিচ্ছেদ : মুসল্লী ও সুতারার মাঝখানে কি পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত

৪৭২ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرٌ الشَّاةُ .

৪৭২ 'আমর ইবন যুরারা (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাতের স্থান ও দেওয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মত ব্যবধান ছিল।

৪৭৩ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمَنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا .

৪৭৩ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র)..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মসজিদের দেওয়াল ছিল মিন্বরের এত কাছে যে, মাঝখান দিয়ে একটা বকরীরও চলাচল কঠিন ছিল।

৩২৩. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَبَةِ

৩৩৩. পরিচ্ছেদ : বর্শা সামনে রেখে সালাত আদায়

৪৭৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَكِّزُ لَهُ الْحَرَبَةَ فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا .

৪৭৪ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -এর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হতো, আর তিনি সেদিকে সালাত আদায় করতেন।

৩৩৪. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنْزَةِ

৩৩৪. পরিচ্ছেদ : লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সালাত আদায়

৪৭৫ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّهْجَةِ فَأَتَى بَوْصُوءَ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّنَ مِنْ وَرَائِهَا .

৪৭৫ আদম (র).....‘আওন ইবন আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন : একদিন দুপুরে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন। তাঁকে উয়র পানি দেওয়া হলো। তিনি উয় করলেন এবং আমাদের নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাতের সময় তাঁর সামনে ছিল লৌহযুক্ত ছড়ি, যার বাইরের দিক দিয়ে মহিলা ও গাধা চলাচল করতো।

৪৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصَا أَوْ عَنْزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَأَوْنَاهُ الْإِدَاوَةَ .

৪৭৬ মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন বযী (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি ও একজন বালক তাঁর পিছনে যেতাম। আর আমাদের সাথে থাকতো একটা লাঠি বা একটা ছড়ি অথবা একটা ছোট নেয়া, আরো থাকতো একটা পানির পাত্র। তিনি তাঁর প্রয়োজন সেরে নিলে আমরা তাঁকে ঐ পাত্রটি দিতাম।

৩৩৫. بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

৩৩৫. পরিচ্ছেদ : মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা

৪৭৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّهْجَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِبَوْصُوءِهِ .

৪৭৭ সুলায়মান ইবন হারব (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে তাশরীফ আনলেন। তিনি ‘বাতহা’ নামক স্থানে যোহর ও ‘আসরের সালাত দু’-দু’রাক আত করে আদায় করলেন। তখন তাঁর সামনে একটা লৌহযুক্ত ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল।

তিনি যখন উযু ক রছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর উযুর পানি নিজেদের শরীরে (বরকতের জন্য) মসেহ করতে লাগলো।

২২৬. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأَسْطُوَانَةِ

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأَى بَنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا

৩৩৬. পরিচ্ছেদ : স্তম্ভ (থাম) সামনে রেখে সালাত আদায়

‘উমর (রা) বলেন : বাক্যালাপে রত ব্যক্তিদের চাইতে মুসল্লীরাই স্তম্ভ সামনে রাখার বেশী অধিকারী। এক সময় ইব্ন ‘উমর (রা) দেখলেন, এক ব্যক্তি দুটো স্তম্ভের মাঝখানে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে একটি স্তম্ভের কাছে এনে বললেন : এটি সামনে রেখে সালাত আদায় কর

۴৭৮ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ أَتَى مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا .

৪৭৮ মক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র).....ইয়াযীদ ইব্ন আবু ‘উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সালামা ইব্নুল আকওয়া (রা)-এর কাছে আসতাম। তিনি সর্বদা মসজিদে নববীর সেই স্তম্ভের কাছে সালাত আদায় করতেন যা ছিল মাসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললাম : হে আবু মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তম্ভ খুঁজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কি?) তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-কে এটি খুঁজে বের করে এর কাছে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

۴৭৯ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَغُونَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمَغْرِبِ * وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو عَنْ أَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ .

৪৭৯ কাবীসা (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের পেয়েছি। তাঁরা মাগরিবের সময় দ্রুত স্তম্ভের কাছে যেতেন। শু‘বা (র) ‘আমর (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে (এ হাদীসে) অতিরিক্ত বলেছেন : ‘নবী ﷺ বেরিয়ে আসা পর্যন্ত।

২২৭. بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

৩৩৭. পরিচ্ছেদ : জামা‘আত ব্যতীত স্তম্ভসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা

৪৮০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ .

৪৮০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়দ (রা), 'উসমান ইব্ন তালহা (রা) এবং বিলাল (রা)। তিনি অনেকক্ষণ ভিতরে ছিলেন। তারপর বের হলেন। আর আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর পরে প্রবেশ করেছে। আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করেছেন? তিনি জবাব দিলেন : সামনের দুই স্তম্ভের মাঝে।

৪৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى * وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، فَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ .

৪৮১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আর উসামা ইব্ন যায়দ, বিলাল এবং 'উসমান ইব্ন তালহা হাজাবী (রা) কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ-এর প্রবেশের সাথে সাথে 'উসমান (রা) কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ ভিতরে ছিলেন। বিলাল (রা) বের হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কি করলেন? তিনি জওয়াব দিলেন : একটা স্তম্ভ বাম দিকে, একটা স্তম্ভ ডান দিকে আর তিনটা স্তম্ভ পেছনে রাখলেন। আর তখন বায়তুল্লাহ ছিল ছয়টি স্তম্ভ বিশিষ্ট। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] ইসমাঈল (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র) বলেছেন যে, তাঁর (নবীর) ডান পাশে দুটো স্তম্ভ ছিল।

২৩৮. بَابُ

৩৩৮. পরিচ্ছেদ

৪৮২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِّنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى بَتَوَخُّي الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ ، قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ أَنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ .

[৪৮২] ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ (রা) যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করতেন তখন সামনের দিকে চলতে থাকতেন এবং দরজা পেছনে রাখতেন। এভাবে এগিয়ে গিয়ে যেখানে তাঁর ও দেওয়ালের মাঝে প্রায় তিন হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকতো, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। তিনি সে স্থানেই সালাত আদায় করতে চাইতেন, যেখানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন বলে বিলাল (রা) তাঁকে খবর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন : কা'বা ঘরের যে-কোন প্রান্তে ইচ্ছা, সালাত আদায় করায় আমাদের কারো কোন দোষ নেই।

৩৩৯. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

৩৩৯. পরিচ্ছেদ : উটনী, উট, গাছ ও হাওদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা

[৪৮৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَيَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّيُ إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ .

[৪৮৩] মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দামী বসরী (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উটনীকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। (রাবী নাফি' [র] বলেন : আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর [রা] কে) জিজ্ঞাসা করলাম : যখন সওয়ারী নড়াচড়া করতো তখন (তিনি কি করতেন)? তিনি বলেন : তিনি তখন হাওদা নিয়ে সোজা করে নিজের সামনে রাখতেন, আর তার শেষাংশের দিকে সালাত আদায় করতেন। (নাফি' [র] বলেন : ইব্ন 'উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

৩৪০. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

৩৪০. পরিচ্ছেদ : চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা

[৪৮৪] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّيُ فَأُكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبْلِ رِجْلِي السَّرِيرَ حَتَّى أَسْلُ مِنْ لِحَافِي .

[৪৮৪] 'উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা আমাদেরকে কুকুর, গাধার সমান করে ফেলেছ ! আমি নিজে এ অবস্থায় ছিলাম যে, আমি চৌকির উপর গুয়ে থাকতাম আর নবী ﷺ এসে চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এভাবে আমি সামনে থাকা পসন্দ করতাম না। তাই আমি চৌকির পায়ের দিকে সরে গিয়ে চুপি চুপি নিজের লেপ থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

২৬১. **بَابُ لِيَرُدَّ الْمُصَلِّيُّ مِنْ مَرْبَيْنِ يَدَيْهِ** ، وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُدِ فِي الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ إِنَّ أَبِي إِلَّا أَنِّي لِيُقَاتِلُهُ قَاتِلُهُ

৩৪১. পরিচ্ছেদ : সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেয়া উচিত ইবন 'উমর (রা) তাশাহুদে বসা অবস্থায় এবং কা'বা শরীফেও (অতিক্রমকারীকে) বাধা দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, সে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করে লড়তে চাইলে মুসল্লী তার সাথে লড়বে

৪৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ .

ح وَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ يُصَلِّيُ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالِكُ وَالْإِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

৪৮৫ আবু মা'মার (র) ও আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবু সালেহ সাম্মান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু সা'ঈদ খুদরী (রা)-কে দেখেছি। তিনি জুমু'আর দিন লোকদের জন্য সুতরা হিসাবে কোন কিছু সামনে রেখে সালাত আদায় করছিলেন। আবু মু'আইত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) তার বুকে ধাক্কা মারলেন। যুবকটি লক্ষ্য করে দেখলো যে, তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এজন্যে সে পুনরায় তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। এবারে আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) প্রথমবারের চাইতে জোরে ধাক্কা দিলেন। ফলে আবু সা'ঈদ (রা)-কে তিরস্কার করে সে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবু না'ঈদ (রা)-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। এদিকে তার পরপরই আবু সা'ঈদ (রা)-ও মারওয়ানের কাছে গেলেন। মারওয়ান তাঁকে বললেন : হে আবু সা'ঈদ ! তোমার এই ভাতিজার কি ঘটেছে? তিনি জবাব দিলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে মুকাবিলা করে, কারণ সে শয়তান।

২৬২. بَابُ اِثْمِ الْعَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

৩৪২. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর গুনাহ

৪৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْعَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ * قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .

৪৮৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....বুসর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন খালিদ (রা) তাঁকে আবু জুহায়ম (রা)-এর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি শুনেছেন। তখন আবু জুহায়ম (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ দিন/মাস/ বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। আবুন-নায়র (র) বলেন : আমার জানা নেই তিনি কি চল্লিশ দিন বা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ বছর বলেছেন।

২৬৩. بَابُ اسْتِثْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَمَوْصِلِي، وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلَ وَمَوْصِلِي وَفَذَا إِذَا

اسْتَقْبَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَقْبَلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنْ الرَّجُلُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ

৩৪৩. পরিচ্ছেদ : কারো দিকে মুখ করে সালাত আদায়

উসমান (রা) সালাতরত অবস্থায় কাউকে সামনে রাখা মাকরুহ মনে করতেন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য যখন তা মুসল্লীকে অন্যমনস্ক করে দেয়। কিন্তু যখন অন্যমনস্ক করে না, তখন যায়দ ইবন সাবিত (রা)-এর মতানুসারে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বলেন : একজন আরেকজনের সালাত নষ্ট করতে পারে না

৪৮৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صَبِيحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ أَنْسِلًا * وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

৪৮৭ ইসমাঈল ইব্ন খলীল (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী জিনিসের আলোচনা করা হল। লোকেরা বললো : কুকুর, গাধা ও মহিলা সালাত নষ্ট করে দেয়। ‘আয়িশা (রা) বললেন : তোমরা আমাদের কুকুরের সমান করে দিয়েছ ! আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, সালাত আদায় করছেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে চৌকির উপর কাত হয়ে শুয়ে থাকতাম। কোন কোন সময় আমার বের হওয়ার দরকার হতো এবং তাঁর সামনের দিকে যাওয়া অপসন্দ করতাম। এজন্যে আমি চুপে চুপে সরে পড়তাম। আ‘মাশ (র) ‘আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪৪. بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

৩৪৪. পরিচ্ছেদ : ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায়

৪৮৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَتَقَطَّنِي فَأُوْتِرْتُ .

৪৮৮ মুসাদ্দাদ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। বিত্ৰ পড়ার সময় তিনি আমাকেও জাগাতেন, তখন আমিও বিত্ৰ পড়তাম।

২৪৫. بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

৩৪৫. পরিচ্ছেদ : মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায়

৪৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبَلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيْ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا ، قَالَتْ وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

৪৮৯ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শুয়ে থাকতাম আর আমার পা দু’টো থাকত তাঁর কিবলার দিকে। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন আমাকে টোকা দিতেন, আর আমি আমার পা সরিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় পা দু’টো প্রসারিত করে দিতাম। ‘আয়িশা (রা) বলেন : তখন ঘরে কোন বাতি ছিল না।

২৪৬. بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

৩৪৬. পরিচ্ছেদ : কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি মত পোষণ করেন

৪৯০ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ غِيَاثٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ

عَائِشَةُ حَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكَلابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ فَتَبْتَوِلِي الْحَاجَّةَ فَآكُرُهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ .

[৪৯০] 'উমর ইব্ন হাফস্ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী কুকুর, গাধা ও মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। 'আয়িশা (রা) বললেনঃ তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করছ? আল্লাহর কসম! আমি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি চৌকির উপরে তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শায়িত ছিলাম। আমার প্রয়োজন হলে আমি উঠে বসা পসন্দ করতাম না। কেননা, তাতে নবী ﷺ-এর কষ্ট হতে পারে। আমি তাঁর পায়ের পাশ দিয়ে চুপে চুপে বের হয়ে পড়তাম।

[৪৯১] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ .

[৪৯১] ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে উঠে সালাতে দাঁড়াতে আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে তাঁর পারিবারিক বিছানায় শুয়ে থাকতাম।

৩৪৭. بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةٌ صَغِيرَةً عَلَى عُنْقِهَا فِي الصَّلَاةِ

৩৪৭. পরিচ্ছেদ : সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া

[৪৯২] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

[৪৯২] 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)....আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইব্ন রাবী'আ ইব্ন 'আবদ শামস (র)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামা (রা)-কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতে তখন তাকে তুলে নিতেন।

৩৪৮. بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

৩৪৮. পরিচ্ছেদ : এমন বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে ঋতুবতী মহিলা রয়েছে

৪৭৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ قَالَ أَخْبَرْتَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي .

৪৯৩ ‘আমর ইব্ন যুরারা (র).....মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার বিছানা নবী ﷺ-এর মুসাল্লার বরাবর ছিল। আর আমি আমার বিছানায় থাকা অবস্থায় কোন কোন সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর এসে পড়তো।

৪৭৪ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا عَلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

৪৯৪ আবু নু‘মান (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর পড়তো। সে সময় আমি হায়য অবস্থায় ছিলাম।

৩৪৯. بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ

৩৪৯. পরিচ্ছেদ : সিজদার সুবিধার্থে নিজ স্ত্রীকে সিজদার সময় স্পর্শ করা

৪৭৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بِشِمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَقَبَضْتُهَا .

৪৯৫ ‘আমর ইব্ন ‘আলী (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সমান করে বড়ই খারাপ করেছ। অথচ আমি নিজকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়ের সময় আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন আমার পা দু’টোতে টোকা দিতেন। আমি তখন আমার পা দু’টো গুটিয়ে নিতাম।

৩৫০. بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

৩৫০. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা

৪৭৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ السَّرْمَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي

إِسْحَاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلَا تَنْتَظِرُونَ إِلَى هَذِهِ الْمُرَأْتِي أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزْدِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْسِمُ إِلَى فَرْتِهَا وَدَمِهَا وَسَلَامًا فَيَجِيئُ بِهِ ثُمَّ يُمَهِّلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَاتَّبَعَتْ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَتَبَتِ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضُّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقُ إِلَى فَاطِمَةَ ، وَهِيَ جُوزَيْرِيَّةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَتَبَتِ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبِيحُهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، ثُمَّ سَمَى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَغُوا يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سَحَبُوا إِلَى الْقَلْبِ قَلْبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَتَّبِعَ أَصْحَابُ الْقَلْبِ لَعْنَةً .

৪৯৬ আহমদ ইবন ইসহাক সারমারী (র).....‘আবদুল্লাহ (ইবন মাস’উদ [রা]) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কা’বার নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরাইশের একদল তাদের মজলিসে ছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল : তোমরা কি এই রিয়াকারকে দেখনি? তোমাদের এমন কে আছে, যে অমুক গোত্রের উট যবেহ করার স্থান পর্যন্ত যেতে রাযী? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও গর্ভাশয় নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকবে। যখন এ ব্যক্তি সিজদায় যাবে, তখন এগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগা ব্যক্তি (‘উকবা ইবন আবু মু’আইত) উঠে দাঁড়াল (এবং তা নিয়ে আসলো)। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় গেলেন তখন সে তাঁর দু’কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। নবী ﷺ সিজদায় স্থির হয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগলো। এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। (এই অবস্থা দেখে) এক ব্যক্তি ফাতিমা (রা)-এর কাছে গেল। তিনি তখন ছোট বালিকা ছিলেন। তিনি দৌড়ে চলে আসলেন। তখনও নবী ﷺ সিজদারত ছিলেন। ফাতিমা (রা) সেগুলো তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে গালমন্দ করতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেনঃ “আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।” আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।” “আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।” তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, “হে আল্লাহ ! তুমি ‘আমর ইবন হিশাম, উতবা ইবন রাবী’আ, শায়বা ইবন রাবী’আ, ওয়ালীদ ইবন উতবা, উমায়্যা ইবন খালাফ, ‘উকবা ইবন আবু মু’আইত এবং উমারা ইবন ওয়ালীদকে ধ্বংস কর।” ‘আবদুল্লাহ (ইবন মাস’উদ [রা]) বলেন : আল্লাহর কসম ! আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন নিহত লাশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদের হিঁচড়ে বদরের কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই কুয়াবাসীদের উপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

